আলোরপথ

৩য় সংখ্যা, ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ২৭ জামাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরী

ইসলামী জামায়াতের পাঁচটি স্তম্ভ

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এম.সি.এ) একটি ব্যাপক ভিত্তিক দাওয়াহ ও সামাজিক সংগঠন

সংঘবদ্ধ জীবন বা জামায়াতী জিন্দেগী

তাক্বওয়া

ইসলামে আমল ও আখলাক

আলোরপথ

৩য় সংখ্যা, ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ২৭ জামাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরী

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোসলেহ ফারাদী
হামিদ হোসাইন আজাদ
নূরুল মতীন চৌধুরী

সম্পাদক

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী

মোসাদ্দেক আহমেদ
সৈয়দ তোফায়েল হোসেন

রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স

আবু ইহসান
মাহবুবুল আলম সালেহী

পাবলিকেশন্স সহযোগী

জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল

জানুয়ারি : ২০২৩

প্রকাশনায়

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

ইসলামী জামায়াতের পাঁচটি স্তম্ভ ০৪
মোসলেহ ফারাদী

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এম.সি.এ) একটি ব্যাপক ভিত্তিক দাওয়াহ ও সামাজিক সংগঠন ০৯
হামিদ হোসাইন আজাদ

সংঘবদ্ধ জীবন বা জামায়াতী জিন্দেগী ১৫
নূরুল মতীন চৌধুরী

তাক্বওয়া ১৯
শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম

চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং জ্ঞান ২৩
মামুন আল আযামী

ইসলামে আমল ও আখলাক ২৭
মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

কুররাতুল আইয়ুন বা চোখ শীতলতা সন্তান ও পিতা মাতার কতিপয় করণীয় ৩৬
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সংগঠন সংবাদ ৪৩

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। ২০২৩ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে আপনাদের জন্য আলোর পথ-এর নতুন সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এই সংখ্যার মূল বিষয় হচ্ছে জামাআহ বা সংঘবদ্ধজীবন যাপন।

ইউরোপের প্রেক্ষাপটে মুসলিম কমিউনিটির ঐক্য ও সামাজিক সংহতি স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল মুসলমান একজন নেতা বা একটি সংগঠনের অধীনে এক হবে তা প্রয়োজন নয় এবং সম্ভবও নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এমন একটি মানসিকতার সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ ভুলে গিয়ে বৃহত্তর কল্যাণে সাড়া দেওয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আল কুরআনুল কারিমে বহুবার তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।" (সুরা আল ইমরান: ১০৩)। আজকের সমাজে দেখা যাচ্ছে যারা অবিশ্বাসী তারা সকলেই প্রায় ঐক্যবদ্ধ। অথচ যারা মুসলিম কমিউনিটির ঐক্য ও সামাজিক সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেক বিভক্তি। আমরা যদি কুরআনের যথাযথ অনুসরণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম কুরআনের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হবে।

সংঘবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব লিখে বা বলে শেষ করা যাবে না। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর দাওয়াত যারা কবুল করেছিলেন; তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ করেছেন। তাদেরকে এক উম্মতে পরিণত করেছেন। ফলে লোক সংখ্যা স্বল্প সংখ্যক হলেও ইসলাম অল্প দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জীবনী থেকে এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আজকের দিনে ইসলামী আদর্শের দাওয়াতে যারা সামিল হতে চায় তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে হবে।

মানুষদের সংঘবদ্ধ করেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। সংঘবদ্ধ মানুষদেরকে মুসলিম কমিউনিটির ঐক্য ও সামাজিক সংহতি স্থাপন করার উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নিশ্চিত হয়। তারা যেন পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের সামনে ইসলামের মডেল হিসেবে আভির্ভূত হতে পারে; সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসলাম মানেই আলোর পথ; অন্য সকল পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং আজকে যারা অন্ধকারে বসবাস করছে তাদেরকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য আমরা যারা আলোর সন্ধান পেয়েছি; তাদেরকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে আলোর পথকে এগিয়ে নিতে হবে। আগামী দিনে 'আলোর পথ' আমাদের পাথেয় হোক। আমিন।

ইসলামী জামায়াতের পাঁচটি স্তম্ভ

মোসলেহ ফারাদী

আল্লাহর হাবীব (সা.) ইসলামের পাঁচটি খুঁটির কথা বলে উম্মতকে শিখিয়েছেন। যে কোন বিষয় বা বস্তুর কিছু মৌলিক জিনিস থাকে যা বাদ দিলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে মৌলিক জিনিস প্রতিষ্ঠিত হলে তার উপর ভিত্তি করে বাকি জিনিস গড়ে ওঠে। অপর দিকে এটা বুঝাও জরুরি যে, খুঁটিই একটি ঘর নয় বরং তার ছাদ, দেয়াল ও অন্যান্য জিনিস তার পূর্ণতা দান করে। রাসূল (সা.) এর এ শিক্ষা সামনে রেখে ইসলামী জামায়াতকে চিন্তা করলে আমরা কি খুঁজে পাই?

এ খোঁজার কাজও আমাদের কে কোরআন থেকে শুরু করতে হবে। এরপর হাদীস থেকে। অতঃপর ওসব মনীষীর কাছ থেকে যারা ইসলামী জামায়াত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন। যারা কোরআন ও হাদীস বাস্তবায়ন করার পথে চলে বাস্তবে তা বুঝেছেন এবং সে বুঝ অন্যদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

এ প্রবন্ধে ইসলামী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, তার শরয়ী মর্যাদা বা সংগঠনে যোগদান না করার পরিণাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। এখানে সংগঠন বা জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর বা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর অথবা জামায়াতে যোগ দেওয়ার পর কিভাবে তাকে গড়ে তুলতে হবে এবং কোথায় কি গুরুত্ব দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

কোরআন, হাদীস ও ইসলামী জামায়াতের নেতৃত্বদানকারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী জামায়াতের পাঁচটি স্তম্ভ নির্ধারণ করা যায়। যার উপর ভিত্তি করে জামায়াত প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এবং যার অনুপস্থিতি বা দুর্বলতা জামায়াতকে দুর্বল, এমনকি ধ্বংস করে দিতে পারে। এ পাঁচটি খুঁটি হচ্ছে-

১. আদর্শ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা
২. আনুগত্য
৩. পরামর্শ
৪. ভ্রাতৃত্ব ও
৫. শৃঙ্খলা

এ পাঁচটি খুঁটির উপর জামায়াত নামক ঘরটি গড়ে উঠে আর এর কোন একটি না থাকলে বা কোন একটিতে বা সবকয়টিতে দুর্বলতা দেখা দিলে ঘরটি ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হয়।

নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য প্রতিটি বিষয়ের উপর অসংখ্য বই পুস্তক রয়েছে।

১. আদর্শ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা:

সংগঠনে মজবুত ভূমিকা পালন করার জন্য এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সংগঠনের আদর্শ সম্পর্কে সম্যক এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। সংগঠনের আদর্শের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। সংগঠনটি কি করতে চায়, কেন তা করতে চায় এবং কিভাবে করতে চায় তার উপর নির্ভর করে সংগঠনের কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো, জনশক্তির প্রশিক্ষণ, সংগঠনের প্রকাশনা ইত্যাদি। সর্বোপরী আদর্শের উপর নির্ভর করে সংগঠনের কালচার, জনশক্তির আচার আচরণ ও মনোভাব, সংগঠনের অগ্রাধিকার (Priority)।

একটি ক্লাব ও সংগঠন। একটি মসজিদ ও সংগঠন। আবার একটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। অর্থাৎ কোন একটি উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যক্তি, কোন নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে কাজ করলে তাকে সংগঠন বলা হয়। একটি ক্লাব বা মসজিদের আদর্শ-অর্থাৎ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি একটি রাজনৈতিক সংগঠনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। যেই মন মানসিকতা নিয়ে ক্লাব বা মসজিদে মানুষ যোগদান করে তা নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠনে প্রবেশ করা যায় না। কাজেই কোন সংগঠনে যোগদানের আগে তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ আদর্শ ভালো ভাবে জানতে হয়।

উপরউক্ত ভূমিকার আলোকে মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন কে বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, এটি একটি দাওয়া সংগঠন। অর্থাৎ ইসলামের আহ্বান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ইসলামের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখা। ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি দূর করা।

উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা এর উদ্দেশ্য। সাথে সাথে এটি একটি মুসলিম কমিউনিটি সংগঠন। অর্থাৎ মুসলিম কমিউনিটির সমস্যা নিরুপণ করে তার সমাধানে ভূমিকা রাখা। যেন মুসলিম কমিউনিটি একটি মজবুত জনগোষ্ঠী হিসেবে মানুষের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামোফোবিয়া ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। ইসলাম ধর্মকে বিরূপভাবে দেখা না হয় এবং মুসলমানদের ব্যাপারে যেসব মিথ্যাচার ছড়ানো হয় তা ভুল প্রমাণিত হয়।

দাওয়া ও কমিউনিটি গঠনের কাজটা সম্পূর্ণভাবে ইতিবাচক। এ পথের যাত্রীদের কথা ও কাজ, আবার ব্যবহার, লেখা ও রচনা এবং সার্বিক মোয়ামেলায়াতের মাধ্যমে এমন একটি রূপ ফুটে উঠবে যা কোন ব্যবসা-বানিজ্য, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। যে চিত্রটা কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

আপনার প্রভুর পথে হিকমা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম ভাষায় যুক্তি প্রদর্শন করুন। নিশ্চয় আপনার প্রভুই বেশি জানেন, কে তার পথ থেকে সরে পড়েছে এবং কে সঠিক পথে আছে। (১৬: ১১৫)

হিকমা, উত্তম ভাষণ এবং সর্বোত্তম যুক্তি- আমাদের মানসপটে এক ধরনের চিত্র তুলে ধরে যা আমাদের কথা, কাজ ও লেখনীর মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হবে। মোট কথা, এ দাওয়া সংগঠনের পদ্ধতি হবে ভালোবাসার, সহযোগিতা ও সহানুভূতির। সংশোধন ও সমালোচনার ভাষায় ও এক ধরনের দরদ ও মায়া মমতার পরিস্ফুটন ঘটবে। যেভাবে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.) সম্পর্কে বলেছেন।

তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার জন্য দুঃসহ। তিনি তোমাদের ভালো চান। মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও মেহেরবান। (৯: ১২৮)

২। আনুগত্য:

আদর্শ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলে এবং এই সংগঠনকে স্বরূপে বুঝলে এই সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্য যে অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্যের মত নয় তা সহজে বুঝা যাবে। আল্লাহ তায়ালা উলিল আমর বলে এই সংগঠনের নেতৃত্বকে আখ্যায়িত করেছেন।

হে মুমিনগণ! আল্লাহর কথা রাসূলের কথা এবং তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দেওয়ার জায়গায় আছে তাদের কথা মেনে চল। কোন ব্যাপারে তোমাদের মতভেদ হলে তা আল্লাহ তার রাসূলের মতে ফয়সালা কর যদি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম। (৪:৫৯)

আল্লাহর রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের ভিত্তিতে যারা নির্দেশ দেবে তাদের কথামত চলতে হবে। মুমিনের জীবন কখনও আনুগত্য বিহীন হতে পারে না। দাওয়াতে দ্বীনের এই সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্য ইবাদত। এই বিশ্বাস ও অনুভূতি ছাড়া এই সংগঠনে থাকা বা সময় দেওয়া অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সংগঠনের হুকুমদাতা ও হুকুম মান্যকারী উভয়কে তাদের মর্যাদা বুঝতে হবে। হুকুমদাতা আল্লাহর ভাষায় 'উলিল আমর'। তাকে সচেতন থাকতে হবে যে তিনি উলিল আমরের মর্যাদা রক্ষা করছেন কি না। তিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম কার্যকর করছেন না নিজের মনের চাহিদা পূরণ করছেন। তিনি কি নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করছেন, না নিজের নাম, যশ, খ্যাতির জন্য কাজ করছেন। দ্বীনের জন্য কাজ করতে করতে জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে যাওয়ার পর জাহান্নামে যেতে হবে। একথা উলিল আমরদেরকে স্মরণ রাখতে হবে।

অপরদিকে হুকুম মান্যকারীদেরকেও স্মরণ রাখতে হবে যে প্রত্যেকের আমলনামা তার সাথেই থাকবে। হুকুমদানকারীর ব্যক্তিগত দোষত্রুটির বাহানা দিয়ে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা গুনাহের কাজ। আল্লাহর রাসূল (সা.) একটি হাদীসে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

"তোমাদের এমন মন্দ নেতৃত্ব হবে যে, তোমরা নেতাদের ঘৃণা করবে এবং নেতারাও তোমাদের ঘৃণা করবে। তোমরা তাদের উপর অভিশাপ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেবে। রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাহলে কি আমরা তাদের উপর তলোয়ার উঠাবো না? তিনি বললেন অবশ্যই না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে নামাজ কায়েম করতে থাকে।" (মুসলিম)।

কোরআন ও হাদীস থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে নেতৃত্বের সংশোধনের জন্য সনীহা করা জরুরী কিন্তু আনুগত্যের রশি তুলে ফেলা যায় না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে পরিষ্কার ধারণা থাকা সত্ত্বেও অনেকে আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়। শয়তান বিভিন্নভাবে ওয়াস ওয়াসা দিয়ে অনেককে আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে। সুতরাং আনুগত্যের পথে কোন জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তা কেন, আর সে বাধার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে তা জামায়াতের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিকে বুঝতে হবে। আনুগত্যহীনতা থেকে ব্যক্তি ও সংগঠনের বিভিন্ন স্তরকে বাঁচাতে হবে।

৩। পরামর্শ:

ইসলামী জামায়াতের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে পরামর্শ। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন, ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। রাসূল (সা.) আল্লাহর ওহী দ্বারা পরিচালিত হতেন। তারপরও তাঁকে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশ এমন প্রেক্ষাপটে দেওয়া হয়েছিলো যখন যুবক সাহাবীদের পরামর্শে রাসূল মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তারপর একদল মুনাফিক মাঝপথে দল ত্যাগ করে চলে যায়। আর একদল সাহাবী রাসূলের নির্দেশ উপেক্ষা করে পাহাড়ের গিরিপথ ছেড়ে দেয়, আর সে পথে শত্রুরা প্রবেশ করে পেছন থেকে অতর্কিত রাসূল (সা.) ও তার সাথীদের উপর আক্রমণ করে। মুসলমানরা বাহ্যত পরাজিত হয় এবং আল্লাহর রাসূল স্বয়ং আহত হন। তার প্রিয় চাচাজান হামজা (রা.) শহীদ হন। এমন প্রেক্ষাপটে সেসব সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা

নির্দেশ দেন। এ প্রেক্ষাপট থেকে পরামর্শের গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। কোন ব্যক্তি যদি নিজের ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নেয় সে সিদ্ধান্তের ফলাফল তাকেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি অন্যদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে সিদ্ধান্তের ভালো মন্দ অন্যদের ভোগ করতে হয়। সুতরাং পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- তাদের ব্যাপার সমূহ পরামর্শ ভিত্তিক নির্ধারিত হয়।

পরামর্শ সম্পর্কে একটি মতামত আছে যে নেতা পরামর্শ করবেন কিন্তু নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিতে বাধ্য নন। কিন্তু ময়দানে যারা ইসলামী দাওয়াতের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সর্বোচ্চ চেয়ারে বসেছেন তাদের অধিকাংশ উক্ত মতামত গ্রহণ করেননি। কারণ আমীর হওয়ায় তার কাছে ঐশি নির্দেশ আসে না। যার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। অপর দিকে আমীরের সাথীদের মধ্যে এমন অনেক থাকতে পারেন যাদেরকে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি মেধা দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে বিনা পরামর্শে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আত্মঘাতীও হতে পারে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে আমীরকে নির্বাচিত মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যেন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ভিন্নমত পোষণকারীরা আন্তরিকভাবে তা মেনে নেবেন এবং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মজলিশে শুরার বাইরে কোথাও নিজের মত প্রকাশ করবেন না।

পুরো পরামর্শ পদ্ধতিটা হবে আন্তরিকতাপূর্ণ। পরামর্শ চাওয়ার মধ্যে কোন লৌকিকতা থাকবে না এবং পরামর্শ দেওয়ার মধ্যেও কোন কৃপণতা হবে না। পরামর্শ চাওয়া ও দেওয়া উভয় কাজই ইবাদত। পরামর্শের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যাতে দ্বীনের কাজ সম্প্রসারিত হতে পারে। সুতরাং কে পরামর্শ দিচ্ছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরামর্শ সভার সকল সদস্য তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সব মতামতের মধ্য থেকে উত্তম মতকে বেছে নেবেন। যখন সে মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন তা আর ব্যক্তির পরামর্শ থাকে না বরং তা শুরার পরামর্শে পরিণত হয়। পরামর্শ দেওয়া ও নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার যেন কোন গ্রুপিংয়ের সৃষ্টি না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মজলিশে শুরা বা পরামর্শ সভা সংগঠনের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। পরামর্শ সভার সকল সদস্যের মান সমান হওয়ার কথা নয়। সেখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের সদস্য থাকেন। আগে বলা হয়েছে যে, কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির কথায় সেখানে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা নয়। সুতরাং যখন মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত আসে তা হয় সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং সিদ্ধান্তের মর্যাদা বুঝতে হবে। সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই আনুগত্য আর না মানা হচ্ছে বিদ্রোহ প্রদর্শন।

মজলিশে শুরার এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানটিও তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। শয়তানের ওয়াস ওয়াসা এর ভীত নাড়িয়ে দিতে পারে। আমীর ও মজলিশে শুরার মধ্যে, মজলিশে শুরার সদস্যদের মধ্যে পরস্পরে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। মজলিশে শুরার কাছে যা আশা করা হয় তা পাওয়া নাও যেতে পারে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য সংগঠনের গঠনতন্ত্র, কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিয়মনীতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যার কারণে শুরার মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায় না। শুরার সিদ্ধান্ত না মানার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকে না। সমস্যার সমাধানের জন্য নীতিগতভাবে চেষ্টা চালাতে হবে কিন্তু মজলিশে শুরাকে শুরার মর্যাদা দিয়ে রাখতে হবে এবং তার সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নিতে হবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে মজলিশে শুরাকে মর্যাদাহানী করা যাবে না।

মজলিশে শুরা যেন অভীষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য ভোটের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যক্তিদেরকে সেখানে পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তিদের মধ্যে কোন দোষত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। যে সমস্ত কারণে পরামর্শ সভা কার্যকারিতা হারায়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয় এবং সভার মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা জানতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় উন্নয়নের জন্য সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মজলিশে শুরাকে তার শরয়ী মর্যাদার নীচে নামানো যাবে না। এ ব্যাপারে আমীর, শুরা সদস্য ও সকল সাধারণ সদস্যকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা:

ইসলামী জামায়াতের জনশক্তির ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা আভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। আর ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসার দুর্বলতা বা অনুপস্থিতি অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভালোবাসার এই নেয়ামত দোযখের আগুন থেকে বাঁচার উপলক্ষ্য। (৩:১০৩)

দ্বীনের জন্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বন্ধুত্বের সীমারেখাকে ছেড়ে যায়। কারণ এ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে আল্লাহর উপর ঈমান, তাঁর পথে হিজরত ও জান মালের বিনিময়ে আল্লাহর পথে সংগ্রামের পথে পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে দুনিয়ার কোন স্বার্থে নয়। (৮:৭৪)।

দ্বীনের পথে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা আরও বলেছেন- কাফেররা পরস্পরের বন্ধু, তোমরাও যদি তা না হও তাহলে দুনিয়ায় বড় ধরনের ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। (৮: ৭৩)।

মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। দুনিয়ার কোন স্বার্থের ভিত্তিতে এ ভালোবাস গড়ে উঠে না। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হলে তা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হিসেবে বিবেচিত হয়। রাসূল (সা.) তার সাথীদের প্রশ্ন করেছিলেন- তোমরা কি জানো কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? কেউ জবাব দিলেন, নামাজ। আবার কেউ বললেন জিহাদ। তখন নবী (সা.) বললেন- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের আমল হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা। (আবু দাউদ)

কোন ভালোবাসাই একদিনে গড়ে উঠে না এবং তাকে অনেক চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বনী আদমের সংহতিতে শয়তানের বড়ই কষ্ট হয়। সুতরাং প্রতিনিয়ত শয়তানের সাথে লড়াই করে একে টিকিয়ে রাখতে হয়। কারণ শয়তান জানে যে, ভালোবাসা বিনষ্ট হলে ব্যক্তির দ্বীনদারী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। (তিরমিযি) এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে আপনি ধৈর্যের সাথে নিজেকে তাদের সাথে জুড়ে রাখুন। দুনিয়ার কোন চাকচিক্যের কারণে আপনার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে অন্যদিকে ফিরে না যায়। (১৮:১৮)

ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা টিকিয়ে রাখতে হলে তার চ্যালেঞ্জ সমূহকে জানতে হবে এবং তা মোকাবেলায় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। সব মুসলমানের পারস্পরিক সাধারণ ভালোবাসা থাকার পরও কারো কারো সাথে সখ্যতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। নানা কারণে এ ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয়। এতে মানুষের মনের একটি ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম সমাজকে এ ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু এ ঘনিষ্ঠতা যেন ইসলামের সীমা ছেড়ে না যায়। এ ঘনিষ্ঠতা যেন দলের মধ্যে কোন উপদল সৃষ্টি না করে। এটা যেন গীবত ও চোগলখুরীর আড্ডাখানায় পরিণত না হয়।

অপরদিকে কম ঘনিষ্ঠতারও একটা সীমা আছে। তা যেন সে সীমার নীচে চলে না যায়। অন্য এক দ্বীনি ভাইকে সহ্য করতে না পারা। তার সাথে একত্রে কাজ করতে না পারা। এমনকি অন্য ভাইয়ের ব্যাপারে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা, ইত্যাদি শরীয়তের সীমালঙ্ঘন। ইসলামী দাওয়াতের সাথী শুধু নয়, কোন সাধারণ মুসলমানের কাছেও এ ধরনের মনোভাব এবং আচরণ আশা করা যায় না। দ্বীনের মধ্যে দুনিয়া ঢুকে গেলেই এ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। দুনিয়ায় কোন স্বার্থ ঢুকে গেলে এবং কোন ভাইকে সে স্বার্থের পথে বাধা মনে করলেই এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। দুনিয়ার প্রতিযোগিতা আর সে প্রতিযোগিতা থেকে সৃষ্ট হিংসা বিদ্বেষ ছাড়া এর পেছনে আর কি কারণ থাকতে পারে? তওবা করে দ্বীনে ফিরে আশা ছাড়া এর কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহর এই নেয়ামত, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখা এবং উত্তরোত্তর মজবুত করার জন্য সংগঠন ও সর্বস্তরের জনশক্তিকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার গুরুত্ব বুঝার সাথে সাথে যে সব ব্যবহার ভালোবাসাকে মজবুত করে তা জানতে হবে এবং তা আমলে আনতে হবে। যেসব মোয়ামেলাত সম্পর্ক ধ্বংস করে দেয় তা থেকে দূরে থাকতে হবে। মূলত: দ্বীন হচ্ছে মোয়ামেলাত বা আচার ব্যবহার। যার ব্যবহার ভালো সে আল্লাহর মহব্বতের বান্দা (ইবনে মাজাহ)। উত্তম চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন রাসূল (সা.) এর কাছাকাছি বসার সুযোগ পাবে (তিরমিযি)। চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনের বেলায় রোযাদারের সম মর্যাদায় পৌছে যায় (আবু দাউদ)। বিচারের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছু নেই (আবু দাউদ)। আচার ব্যবহার ও চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে মজবুত করা যায় আর দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে একে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। "বন্ধুগণ সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে মোত্তাকীরা ছাড়া। হে আমার বান্দাগণ আজকে তোমাদের কোন ভয় নাই এবং কোন দুশ্চিন্তাও নাই।" (৪৩:৬৭)

৫। শৃঙ্খলা:

ইসলামী জামায়াতের পঞ্চম খুঁটি হচ্ছে শৃঙ্খলা। সংগঠনের ভেতরে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্ম পরিচালনা হয় এবং সংগঠন তার অভিষ্ট লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। তাকে আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় না। উপরে যে চারটি স্তম্ভের আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে কোন ঘাটতি দেখা দিলে শৃঙ্খলা হীনতার জন্ম লাভ করে। আদর্শ সম্পর্কে যদি স্বচ্ছ ধারণা না থাকে, কেউ যদি দ্বীনি জামায়াতকে একটি সামাজিক সংগঠন মনে করে আর তার চাওয়া পাওয়া আশা আকাঙ্খা এবং আচার ব্যবহার সে ধারনার ভিত্তিতে হয় তাহলে তিনি জামায়াতে শৃঙ্খলাহীনতা ঘটাবেন।

অনুরূপভাবে কেউ যদি দায়িত্বশীল হয়ে একনায়কের মত আচরণ করেন অথবা কোন অধঃস্তন ব্যক্তি আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন তাহলে তাদের আচরণ সংগঠনের মাঝে যে অস্বস্তি সৃষ্টি করবে তাই হলো বিশৃঙ্খলা। দায়িত্বশীল যদি যথাযথ পরামর্শ করতে ব্যর্থ হন অথবা অধিকাংশের মতামত মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং পরামর্শ দানকারী যদি পরামর্শের নিয়মনীতি মেনে না চলেন এবং তার মত গ্রহণ না করলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাহলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তেমনিভাবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার পরিবর্তে যদি পরস্পরে দুশমনীর মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহারে তা বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহলে জামায়াতের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

এছাড়াও সংগঠনের গঠনতন্ত্র, কর্মনীতি-কর্মপদ্ধতি ও সাংগঠনিক ঐতিহ্য সংগঠনের শৃঙ্খলা বিধান করে থাকে। প্রত্যেককে স্ব-স্ব জায়গায় তা বাস্তবায়ন করতে হয়। সুতরাং ওসব ডকুমেন্টস পড়া ও বুঝা এবং তা অনুসরণ করে চলা জরুরি। জামায়াতবদ্ধ জীবনে মনে যা চায় তা করা যায় না। নিয়ম শৃঙ্খলার বিধান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান টিকতে পারে না। মূলত শরীয়া মানেই হচ্ছে নিয়ম-নীতি মেনে চলা। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- এই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সীমা, তাকে অতিক্রম করবে না। যে আল্লাহর দেওয়া সীমা অতিক্রম করে, তারাই জালিম। (২:২২৯)।

মানুষ যেন সীমা লঙ্ঘন না করে সে জন্য আল্লাহ তায়ালা অগ্রিম নির্দেশ দিয়েছেন- এই হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সীমা, তার নিকটে ও যাবে না। (২:১৮৭)। ইসলামী জীবন হচ্ছে শৃঙ্খলিত জীবন। যে জীবনে আমাদের কথা ও কাজ, আচার-ব্যবহার, নেতৃত্ব ও আনুগত্য এবং সকল তৎপরতার জন সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। সকলকে ঐ সীমানার মধ্যে বিচরণ করতে হবে।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু বনী আদম ভুলের উপর টিকে থাকে না। নিজে ভুল বুঝলে অথবা অন্য কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে, বনী আদম তওবা করে সংশোধন করে নেয়। কিন্তু শয়তান অনেক সময় তওবার সামনেও বাধা হয়ে দাড়ায়। সে জানে, যে দোষের কারণে

সে অভিশপ্ত হয়েছে সে দোষ যদি বনী আদমের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে পারে তাহলে বনী আদম ও অভিশপ্ত হয়ে যাবে। সে অনেক বনী আদমের মধ্যে অহমিকা (Ego) ঢুকিয়ে দেয়। সে তখন আর ভুল স্বীকার করে না। তওবার সুযোগও সে নেয় না। অতঃপর পদস্খলনই তার পরিণতি হয়। এ অশুভ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী জামায়াতে আত্মসমালোচনা ও পারস্পরিক মোহাসাবার বিধান রয়েছে। জামায়াতের সাথীরা পরস্পরের কল্যাণকামী হবে এবং একে অপরকে উপদেশ দিয়ে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অনেক সময় ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে সংগঠনকে বাঁচানোর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং সংগঠনের শৃঙ্খলা বিধানের স্বার্থে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। এর নজীর নবী জীবনেও আমরা দেখতে পাই। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে তিনজন বিশিষ্ট সাহাবীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

কোন সাথী যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়েন তাহলে মনে করবেন যে এ অবস্থা একটি ক্ষণস্থায়ী বিষয় এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য একটা পরীক্ষা। যদিও শয়তান তাকে বাধা দেবে। শয়তান বলবে-এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বরং তোমার সাথীদের পক্ষ থেকে। তোমার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কি যোগ্যতা বা অধিকার তাদের আছে? কিন্তু শয়তানকে পরাজিত করতে হবে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে। নিজের ভুল বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে। এ পরিস্থিতিতে অন্য সাথীদের দায়িত্ব হবে উক্ত সাথীকে সঙ্গ দেওয়া। তাকে ভুল বুঝার সুযোগ করে দেওয়া এবং সংশোধন করে অতি সত্তর জামায়াতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। তা না করে যদি মজলিশে শুরার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাকে আরো উস্কানো হয় তা হবে মারাত্মক শৃঙ্খলাহীনতা। যা থেকে সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে। ইসলামী জামায়াতে মজলিশে শুরার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মজলিশে শুরায়ই আপীল করতে হয় এবং মজলিশে শুরার সিদ্ধান্তকে সকলের মেনে নিতে হয়। যারা মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না তারা ইসলামী জামায়াতে কাজ করার উপযুক্ত নয়।

সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলা হচ্ছে এর মধ্যে উপদল (Grouping) সৃষ্টি করা। এরপর এর অর্ন্তভুক্ত কোন ব্যক্তির এমন কোন কাজে জড়িয়ে পড়া যার কারণে সংগঠনের দুর্নাম হতে পারে, এর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। এসব অবস্থায় সংগঠনকে বাঁচাতে হয় এবং মজলিশে শুরাকে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাহসী ভূমিকা পালন করতে হয়।

উপসংহার

ইসলামী জামায়াতকে একটি ঘরের সাথে তুলনা করে তার পাঁচটি স্তম্ভ নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। খুঁটির উপর ভর করে যেমন একটি ঘর টিকে থাকে তেমনিভাবে এই পাঁচটি খুঁটির উপর ইসলামী সংগঠনের ঘরটি গড়ে উঠে এবং টিকে থাকে। শুধু খুঁটি দিয়ে যেমন ঘর হয় না, তেমনি এই পাঁচটি খুঁটি হলেই ইসলামী জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংগঠনের আরো বহু বিষয় আছে। তার মধ্যে এ পাঁচটির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রয়েছে। অন্যকারো কাছে হয়ত সে বিষয়গুলো খুঁটি হওয়ার গুরুত্ব রাখে। কিন্তু আমার কাছে লেখাপড়া, চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতায় এ পাঁচটিকে ইসলামী জামায়াতের খুঁটি বলে বিবেচিত হয়েছে।

ইসলামী সংগঠনের কোন ব্যক্তি যদি এ পাঁচটির যে কোন একটিতে দুর্বল থাকেন তাহলে তাকে চলার পথে হোচট খেতে হবে। যদি তার চেয়ে বেশি কমতি থাকে তাহলে তিনি এ রাস্তায় চলতেই পারবেন না। দুর্বলতা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবেন না। এক সময় না এক সময় তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। সংগঠনে যদি প্রচুর পরিমাণ ব্যক্তি যদি এসব বিষয়ে দুর্বল থাকে তাহলে পুরো সংগঠনই শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়বে। জনশক্তির বিরাট সংখ্যকের এসব মৌলিক বিষয়ে দুর্বলতা নিয়ে সংগঠন এগুতে পারবে না। সংগঠন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। এমন কি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়তে পারে। আল্লাহ তায়ালা এ অবস্থা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

অন্য পক্ষে এ পাঁচটি বিষয়ের মজবুতি সংগঠনকে একটি সীসাঢালা প্রাচীর রূপে গড়ে তুলবে। যে প্রাচীরের সাথে ধাক্কা খেয়ে জাহেলিয়াত চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু প্রাচীরের কিছু হবে না। কাজেই এ পাঁচটি দিক ও বিভাগ কে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সংগঠনের প্রকাশনা, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা, বিবৃতি এবং তারবিয়া সিস্টেমের মাধ্যমে এ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সংগঠনের মনিটরিং সিস্টেমের মধ্যে এ বিষয়গুলোকে নিয়ে আসতে হবে। কোথায় কোথায় কি দুর্বলতা আছে তা শনাক্ত করে তা দূর করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের জনশক্তির সংখ্যার চেয়ে তাদের গুণাগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর গুণগুলোর মধ্যে বৈষয়িক যোগ্যতা যেমন কর্মক্ষমতা, কর্মী ও সংগঠন পরিচালনার চেয়ে এই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। এগুলোর অভাবে অনেক বৈষয়িক যোগ্যতাও কাজে লাগে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনি দাওয়াতে সংগঠনের মেজাজ রক্ষা করে কাজ করার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক: কেন্দ্রীয় সভাপতি: মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এম.সি.এ) একটি ব্যাপক ভিত্তিক দাওয়াহ ও সামাজিক সংগঠন

হামিদ হোসাইন আজাদ

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এম.সি.এ) ইসলামী নীতি ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত এবং মানবতার কল্যাণে নিবেদিত একটি দাওয়াহ ও সামাজিক সংগঠন। এই সংগঠন একদিকে মুক্তিকামী ও সত্য সন্ধানী মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে এ জীবনাদর্শের নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সুন্দর, সুখী ও গতিশীল জীবন গঠনের আহ্বান জানায় এবং সাথে সাথে মুসলমানদেরকে ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালা মেনে চলে নিজেদেরকে মুক্তিকামী মানুষের কাছে ইসলামী আদর্শের রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপনের আহ্বান জানায়। অন্যদিকে এ সংগঠনটি শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য, শান্তি, সম্প্রীতি ও গতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে।

এক আল্লাহর ইবাদত ও তারই সৃষ্টি মানবকূলের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তার (আল্লাহর) সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। এ মহান উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে সমাজের সর্বস্তরে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক চেতনার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যেই এম.সি.এ তার সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত সমাজের গভীরে গ্রথিত একটি কমিউনিটি সংগঠন হিসেবে এম.সি.এ'র কার্যক্রমের সিংহভাগ মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে আবর্তিত হলেও এ সংগঠনের দ্বার এদেশের সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত এবং সকলেই এ সংগঠনের দাওয়াহ ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে।এম.সি.এ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। "তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থা জাতি করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তোমরা মানুষের কাছে সত্যের সাক্ষ্য হতে পার।" (সুরা বাকারা: ১৪৩), মহান আল্লাহর এ দিক নির্দেশনার আলোকে দল, মত, বয়স ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে ইসলামের সার্বজনীন নেয়ামত পৌঁছিয়ে দিয়ে এম.সি.এ একটি ঐক্যবদ্ধ, গতিশীল এবং সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুসংগঠিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আদর্শ ও চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলে জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঈমান ও চরিত্র সমুন্নত রেখে আপন দায়িত্ব পালনে উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এ সংগঠনের রয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

কেন এম.সি.এ এ পথ বেছে নিল?

এম.সি.এ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে বৃথা বা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি, মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আল্লাহপাক আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ফেরেশতাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন, এবং আমাদেরকে সে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চান; যারা দুনিয়াতে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে রক্তপাত ঘটাবে? আমরা তো আপনার প্রশংসা সহকারে তাসবিহ করছি এবং প্রতিনিয়ত আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তখন আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" (সুরা বাকারা: ৩০)

এ আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ মানুষকে নিছক তাঁর তাসবিহ বা গুণগান গাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেননি বরং মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা দিয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন কিভাবে করতে হবে তার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "তোমরাই (মুসলমানরা) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের (সব মানুষের মধ্য থেকে) বের করে আনা হয়েছে। (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সুরা আল ইমরান: ১১০)

ইতঃপূর্বে বর্ণিত সুরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতেও আল্লাহ মুসলমানদেরকে মানুষের কাছে সত্যের সাক্ষ্য উপস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা (Guide line) দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর

রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।" (সুরা আল ইমরান: ১০৩)

অতঃপর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায়ের আদেশ দেবে অন্যায় (ও গর্হিত) কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, এরাই হচ্ছে সত্যিকারের সফল।" (আল ইমরান: ১০৪)

অতঃপর (খেলাফতের দায়িত্ব পালনে ঐক্যের গুরুত্ব কি তা বলার পাশাপাশি) অনৈক্যের পরিণতি কি তা সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করে বলেন, "তোমরা কখনও তাদের মত হয়ো না যাদের কাছে (আল্লাহর) সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।" (আল ইমরান: ১০৫)

ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বপালনের জন্য সংগঠিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কাজের গতি কি ধরনের হওয়া উচিত তা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, "তিনিই মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন এ জন্যে যে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান তোমাদের মধ্যে ভাল কাজের দিক থেকে কারা উত্তম।" (সুরা মূলক: ২)

অতঃপর যারা আল্লাহ প্রদত্ত এ দায়িত্ব পালন করে তাদের মর্যাদা, কর্মপন্থা এবং ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে; যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, উত্তম আমল করে এবং (বলিষ্ঠতার সহিত) ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা ফুসসিলাত)

মহান আল্লাহ আরোও বলেন, "যখন তোমাদের নামাজ শেষ হবে, তখন তোমরা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের অনুসন্ধান কর, আর বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে"। (সুরা জুমা..)

দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একদিকে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা এবং অপরদিকে অনুসন্ধিস্যু ও সৃষ্টিশীল হওয়ার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিশীল জীবনের তাগিদ দিয়ে মহাপ্রভু বলেন, "নিশ্চয়ই আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মাঝে সমঝদার (প্রজ্ঞা সম্পন্ন) লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে।"(সুরা-আল ইমরান-১৯০)

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে একটি স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে মুসলমানদের নিম্নোক্ত চারটি পরিচয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়া আবশ্যক;

১. মুসলমানরা আল্লাহর প্রতিনিধি।

২. মুসলিম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতি।

৩. সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী (যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে এ মর্যাদা রক্ষা করা যায়)।

৪. মুসলমানরা একটি বিজ্ঞানবান্ধব সৃষ্টিশীল ও গতিশীল জাতি।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্থিত বান্দাহ (তথা মুসলিম) এবং তার খলিফা হিসাবে আমাদের নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করা আবশ্যক।

১. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তার প্রদত্ত আদেশ, নিষেধ ও নিয়ম-নীতি পালন করা ও তা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা।

২. মানুষের কাছে নিজেদেরকে ইসলামের রোল মডেল হিসাবে উপস্থাপন পূর্বক সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করা।

৩. সর্বাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

৪. কল্যাণের উত্তম আদর্শ হিসাবে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায়ের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায়রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

৫. সমাজে ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান এবং ভাল কাজের প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা।

৬. মানুষকে বিশেষত হেদায়েত বঞ্চিত মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়া।

৭. মুসলিম হিসাবে সমাজে নিজেদেরকে ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে রোল মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা।

৮. আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করা এবং আ-ল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিরাজিত এসব নিয়ামত দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে উপকৃত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

৯. সকল অবস্থায় ঈমানের উপর মজবুতভাবে টিকে থাকা।

উপরে বর্ণিত মহান আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ পালনার্থে এবং তারই দেওয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহকে সুচারুরূপে পালনপূর্বক দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভের পথকে সুগম করার নিমিত্তেই এম.সি.এ'র মত সংগঠনের যাত্রা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এম.সি.এ এর অর্জন

এস.সি.এ এবং তার পূর্বসূরী সংগঠন এর গত তিন দশকেরও বেশি সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ আন্দোলনের যাত্রা কখনও কুসুমাস্তীর্ন ছিল না। অনেক চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে এ আন্দোলনকে। স্বকীয়তা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বজায় রেখে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে শত বাধা ও চ্যালেঞ্জ স্বত্ত্বেও এ আন্দোলন যা অর্জন করেছে তা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক বিরাট মাইল ফলক হয়ে থাকবে। সাথে সাথে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণে এ অর্জন অব্যাহত প্রের-ণার উৎস হয়ে থাকবে। নিম্নে এম.সি.এ পরিবারের অর্জন সমূহের এক চিত্র তুলে ধরা হলো:

এ পর্যন্ত যা অর্জিত হয়েছে

একটি প্রেরণাদায়ক দাওয়াহ প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা।	মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি এবং বহুক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠা	একটি প্রেরণাদায়ক দাওয়াহ প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা।	মসজিদসহ বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। মসজিদ সমূহকে শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতি অনুভূতি সৃষ্টি এবং একদল নিবেদিত দায়ী তৈরি করা	হতাশা দূর করে কমিউনিটির মধ্যে আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম হওয়া	ভবিষ্যত প্রজন্মকে আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা	
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমি-উনিটি লিডার তৈরি এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি	ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা অপনোদনে উল্লেখযোগ্য সফলতা	সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও বিদ্বেষ দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন	ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে বহুলাংশে

প্রকৃত সফলতা কোথায়?

হ্যাঁ, এ আন্দোলনের গত তিন দশকেরও অধিক সময়ের সফলতা বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী হলেও প্রকৃত সফলতা অর্জনে এম.সি.এ কে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সম্প্রতি এম.সি.এ শুরা কাউন্সিল সংগঠনের বিগত ৩০ বছরেরও বেশি সময়ের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে উপরে বর্ণিত সফলতাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি পাশ্চাত্যে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত একটি সংগঠন হিসাবে প্রকৃত সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে তাও চিহ্নিত করে। শুরা কাউন্সিল মনে করে যুক্তরাজ্যসহ পাশ্চাত্যে এম.সি.এ'র মতো ইসলামী সংগঠনের সাফল্য নিম্নোক্ত চারটি ক্ষেত্রে সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল;

১. ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মাঝে কতটুকু ইতিবাচক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

২. কি পরিমাণ মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো গেল এবং কতজন এ দাওয়াত কবুল করল?

৩. শতকরা কত সংখ্যক মুসলমান দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করল?

৪. আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এদেশের নাগরিক হিসাবে, ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ব্যাপারে আপোষহীন থেকে, এদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভিশন ও প্রত্যয়ের সহিত কতটুকু তৈরি হয়েছে?

উপরিউক্ত চারটি প্রশ্নের উত্তরে যতবেশি ইতিবাচক জবাব পাওয়া যাবে ততবেশি এম.সি.এ'র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য আসবে। ইনশাআল্লাহ।

সাফল্য অর্জন কিভাবে?

উপরের চারটি ক্ষেত্রে টেকসই সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে এম.সি.এ'র সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীকে নিম্নোল্লেখিত বিষয়গুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এগুলোকে সামনে রেখে বাস্তবমুখী কার্যপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

১. যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের সকল দেশ দাওয়াতি কাজের উর্বর ক্ষেত্র তথা দার-আল দাওয়াহ। মুসলিম হিসাবে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে উদারতা, ভালবাসা ও উন্নত নৈতিকমান সহকারে মানুষের কাছে ইসলামের শ্বাশত বাণী তথা সত্যের সাক্ষ্য উপস্থাপন করা।

২. ইউরোপে ইসলামের ভবিষ্যত নির্ভর করছে স্থানীয় জনসাধারণের ইসলামকে একটি কল্যাণধর্মী জীবনাদর্শ হিসেবে স্বাগত জানানোর উপর।

৩. মুসলমানরা যদি ইসলামী সভ্যতার নৈতিক, সামাজিক ও বিজ্ঞান বান্ধব, আলোকিত ও গৌরবোজ্জল দিকগুলো সফলভাবে তুলে ধরতে পারে তাহলে সামাজিক বিপর্যয়, নৈতিক অবক্ষয় ও পরিবার কাঠামোর বিপর্যয়ের এ যুগে ইউরোপ ইসলামী সভ্যতাকে আলিঙ্গন করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইউরোপে একটি শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের এ সুযোগ হাতছাড়া করা মোটেও উচিত নয়।

৪. ইউরোপ ইসলামী সভ্যতা দ্বারা কতটুকু লাভবান হবে অথবা এ কালজয়ী সভ্যতার আলো ছড়াতে আমরা কতটুকু সফল হবো তা নির্ভর করছে আমাদের যথাযথ দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের ওপর।

৫. ইসলামের সঠিক দাওয়াত মানুষের কাছে তুলে ধরা কারো একার কাজ নয় এটা সম্মিলিতভাবে সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

৬. সংগঠন হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলিম কমুনিটির মাঝে দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের সঠিক অনুভূতি জাগ্রত করা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন দায়ী তৈরি করা। অতএব-

৭. একটি দক্ষ ও যোগ্য কমিউনিটি গঠন আমাদের (সংগঠন হিসাবে) দাওয়াতি কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমাদেরকে আরও পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত মনে রাখতে হবে যে;

১. আমাদের পূর্ব পুরুষদের অথবা First genaretion এর যারা ইউরোপে এসেছেন তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল তথাপি তারা তাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে পূর্ণ আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত পরবর্তী প্রজন্মের

জন্য ঈমান-আকীদা ও চরিত্র সংরক্ষণের নিমিত্তে মসজিদ ও মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাদের ছেলে সন্তানদের শিক্ষিত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শত বৈষম্য এবং বর্ণবাদী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে একটি স্বতন্ত্র কমিউনিটি গড়ে তুলেছেন।

২. প্রথম প্রজন্মের এ অর্জনের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আরও উচ্চতর অর্জনের জন্য সহায়ক সুযোগ সুবিধা ও কার্যকর পরিবেশ তৈরি করতে পারি।

৩. এ ধরনের কার্যকর তথা ফলপ্রসু সাংগঠনিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে হলে আমাদেরকে তরুণ ও যুবকদের আরও বেশি আস্থা অর্জন করতে হবে। এজন্য তরুণ ও যুবকদের উপযোগী সৃষ্টিশীল ও উপভোগ্য কার্যক্রম বা কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

৪. মনে রাখতে হবে তরুণ ও যুবকদের মাঝে আশা এবং সমাজগঠন ও পরিচালনার উপযোগী আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ।

আমাদের পূর্ব পুরুষদের অসাধারণ অর্জনগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বিশাল সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত করে, ইউরোপের এ ভূমিতে একটি শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ গতিশীল সমাজ উপহার দেওয়ার জন্য এম.সি.এ কে একটি ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াহ ও কমিউনিটি সংগঠন হিসাবে ঢেলে সাজানো সময়ের অনিবার্য দাবি।

সময়ের এ অনিবার্য দাবি পূরণের জন্য এম.সি.এ কে অচিরেই নিম্নোক্ত মাইলফলক সমূহ অর্জন করতে হবে

১. এম.সি.এ কে সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত একটি দাওয়াতি সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। যার শিকড় হবে সমাজের গভীরে। এ জন্য এম.সি.এ'র দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং প্রবেশ উপযোগী করে সাজাতে হবে।

২. মানুষের মনের মাঝে এম.সি.এ কে এভাবে আস্থা অর্জন করতে হবে যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষ যেন বিশ্বাস করে যে, এম.সি.এ একটি শান্তিপূর্ণ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু সমাজ বিনির্মাণে নিবেদিত সংগঠন। এরা কোন সমস্যা সৃষ্টিকারী সংগঠন নয়, বরং সমস্যা সমাধানে বিবেচিত।

৩. মানুষ পূর্ণ আস্থার সহিত বিশ্বাস করবে যে, এম.সি.এ সমাজের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত একটি সংগঠন। উন্নত সমাজ বিনির্মাণে নিবেদিত একটি গঠনমূলক আন্দোলন।

৪. এম.সি.এ'র প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

৫. সমাজে ইসলামকে একটি গ্রহণযোগ্য আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৬. এম.সি.এ'র দাওয়াহ কাজ Native people এবং Wider society কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে।

৭. ইউরোপে একটি বৈষম্যমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এম.সি.এ'র সকল কার্যক্রম নিবেদিত হবে।

৮. আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দা'য়ী এবং কমিউনিটির নেতা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য এম.সি.এ হবে তরুণ ও যুবকদের প্রেরণার উৎস।

৯. এম.সি.এ'র ভূমিকার ফল স্বরূপ অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

এম.সি.এ কিভাবে এ মাইল ফলকসমূহ অর্জন করবে?

১। নিম্নোক্ত ৩টি প্রক্রিয়ায় ইসলামের বাস্তবরূপ তুলে ধরার মাধ্যমে:

ক. সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও মানুষের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে।

খ. এম.সি.এর নেতা ও কর্মীদের উত্তম চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে।

গ. সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজের মানুষের সুখ দুঃখে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

২। যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের সাথে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে।

৩। কাজ ও চরিত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদনের মাধ্যমে।

৪। ইসলামের সাম্য, সম্প্রীতি, ভালবাসা এবং ইসলামী মূল্যবোধ উপস্থাপনের মাধ্যমে।

৫। উন্নত মনোভাব, প্রাণের উৎকর্ষতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং উত্তম চরিত্র ও ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদেরকে স্ব-স্ব দেশের (যেখানে বসবাস করে) মানুষের কাছে সে দেশের সম্পদ হিসাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে।

উপরিউক্ত মাইফলকগুলো অর্জন করতে এবং প্রকৃত লক্ষ্য হাসিল করতে হলে এম.সি.এ'র সর্বস্তরের জনশক্তিকে সকল অবস্থায় ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, নীতি ও নৈতিকতার উপর অবিচল থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাসের সহিত নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় সমুন্নত রাখতে হবে। কিন্তু সকল অবস্থায় সততা ও বিশ্বাসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সব সময় স্মরণ রাখা যেতে পারে।

"তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, উত্তম আমল করে এবং (বলিষ্ঠতার সহিত) ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা ফুসসিলাত)

আমাদেরকে সমাজে কল্যাণের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজকে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয়ে ইসলামী নীতি মেনে আমাদেরকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। যেখানে সম্ভব সেখানে সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প হাতে নিয়ে সমাজের লোকদের সাথে নিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধান বা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে এমন সুনাম অর্জন করতে হবে; যেন মানুষ আমাদেরকে তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে কাছে টেনে নেয়।

আমাদের প্রত্যেক কর্মীর ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও গভীর মান উন্নয়নের জন্য যেখানে সম্ভব সেখানে এম.সি.এ'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান অথবা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পরিবারগুলোকে ইসলামের রোল মডেল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, এজন্য পরিবারের সকল সদস্যকে এম.সি.এ'র মাধ্যমে দাওয়াতি ও সমাজকল্যাণ মূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। সর্বোপরি সবসময় এ কথা স্মরণ রেখে কাজ করার

সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যে, আমাদের উত্তম ব্যবহার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সব কিছুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

কাজের ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ

একথা এম.সি.এ'র সর্বস্তরের জনশক্তিকে সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সংগঠন শুধুমাত্র দুনিয়াবী সাফল্য অর্জন বা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কাজ করছে না। মূলত; দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামতের পূর্ণ ব্যবহার করে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে অনন্ত জীবন তথা আখেরাতের সাফল্য অর্জনই এ কাফেলার সকল কার্যক্রমের আলটিমেট টার্গেট। দুনিয়া হচ্ছে প্রকৃত জীবনে সাফল্য অর্জনের "শস্য ক্ষেত্র" মাত্র। অতএব, আমরা দুনিয়াবিমুখ হবো না। কিন্তু দুনিয়ার গোলামেও পরিণত হবো না। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তার সৃষ্ট দুনিয়ার সকল উপায় উপকরণকে তারই প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুসারে আমাদের তথা মানবতার কল্যাণে কাজে লাগিয়ে অনন্ত জীবনের সাফল্যকে নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কাজের ব্যাপ্তিকে অনেক বেশি সম্প্রসারিত করতে হবে।

কিভাবে?

আমাদের কাজের ব্যপ্তি সম্প্রসারণ পূর্বক সাফল্যের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ নেওয়া আবশ্যক;

১. আমাদের প্রত্যেককে অনেক বড়ো মনের অধিকারী হতে হবে।

২. একমুখী না হয়ে আমাদের জনশক্তির মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে বহুমুখী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩. সব কাজ নিজেরা না করে অন্যান্য মুসলিম সংগঠন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে সব কাজ করছে তাতে সহযোগিতা করার মাধ্যমে, কম বিনিয়োগে বেশি ফল লাভ করে, উম্মাহকে শক্তিশালী করতে হবে।

৪. সমাজের কল্যাণে সমমনা অন্যান্য সাধারণ সংগঠনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং ক্ষেত্র বিশেষে একসাথে কাজ করতে হবে। যেমন: স্কুলের মান উন্নয়নে সকল Guardian এর সাথে করা, সমাজে অপরাধ নিরোধে Local Organizetion বা স্থানীয় সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সাথে কাজ করা।

৫. আমাদের চারপাশে (সমাজে, রাষ্ট্রে) কি হচ্ছে তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকতে হবে।

৬. বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণকারী গ্রুপ বা বডি যাদের সিদ্ধান্ত সমাজ তথা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেসব Platfrom এর সাথে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত হতে/থাকতে হবে।

৭. জনশক্তির গঠন ও মান উন্নয়নে ASK মডেল (Attitude, Skills , Knowledge) অনুসরণ পূর্বক সর্বস্তরের জনশক্তির নিয়তের পরিশুদ্ধি সমাজ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন ও দ্বীন এবং সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রশিক্ষণের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. কোরআন ও হাদিসের সাথে সকল স্তরের জনশক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ তথা আন্তরিক সম্পর্ক কায়েম করতে হবে।

৯. ইংরেজী তথা স্থানীয় ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

১০. স্থানীয় জনসাধারণের সাথে ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

১১. কমফোর্ট জোনের বাইরে গিয়ে সকলকে সাথে নিয়ে একসাথে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

১২. কাজের স্থায়ী ও সুসমন্নিত ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ভিশনকে সামনে রেখে প্রতি সেশনে কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে তা অর্জনে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।

এম.সি.এ এর ২০২২-২০২৩ সেশনের কর্মসূচি ভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা

দাওয়াহ

১. স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দাওয়াহ
২. পারিবারিক দাওয়াহ
৩.যুবকদের মাঝে দাওয়াহ

সংগঠন

১. ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণ।
২. চিন্তার ঐক্য সাধন।
৩. সাংগঠনিক মজবুতি অর্জন

প্রশিক্ষণ

১. কোরআন ও হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান অর্জন।
২. উন্নত চরিত্র গঠন।
৩.কোর্স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ।

বির (সমাজ কল্যাণ)

১. পরিবার কল্যাণ ও পরামর্শ দান সার্ভিস।
২. প্যারেন্টিং।
৩.দুর্যোগ মোকাবেলায় অংশগ্রহণ

আদল (ন্যায় ও ইনসাফ)

১. ইসলাম বিদ্বেষ ও অপরাধ নিরোধ।
২. সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ।
৩. দুর্যোগ মোকাবেলায় অংশগ্রহণ

উপসংহার:

এম.সি.এ এবং তার পূর্বসূরী সংগঠনসমূহ এক বিশাল মানবহিতৈষী লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ শুরু করেছে। মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে এ আন্দোলন অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। সময়ের আবর্তনে সমাজ ও সমাজের মানুষের জীবনমান অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। জীবন অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে। যুগ যুগ ধরে আমরা শুনে আসছি "Survival of the fittest"এখন সে সূত্র আর কাজ করছে না। এখন উন্নয়ন ও টিকে থাকার নতুন সূত্র হচ্ছে " Survival of the fastest" দুনিয়া আমাদের কল্পনার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সভ্যতার বিবেচনায় Stone age, industrial age এবং Knowledge age যত সময় পেয়েছিল Wisdom age কিন্তু তার শিকি ভাগও সময় পায়নি। আমরা এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ পাড়ি দিচ্ছি এবং Al তথা Artificial Intelligence তথ্য প্রযুক্তিকে হার মানিয়ে দ্রুত আরেক বিপ্লবী যুগের সূচনা করছে। এম.সি.এ কে যদি এ অকল্পনীয় দ্রুত গতির যুগে তার আদর্শ নিয়ে মজবুতির সহিত টিকে থাকতে হয় তাহলে সর্বপ্রকার চিন্তার পরিধিকে অনেক প্রশস্ত করতে হবে। মনের ব্যপ্তিকে অনেক বড়ো করতে হবে এবং কাজের গতিকে অনেক গুণ বেশি বাড়াতে হবে। এ সংগঠনের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত সতর্কবাণী ও দিকনির্দেশনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ;

"অবশ্যই আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেকে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।" (সুরা রাদ: ১১)

অতএব, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের পর্বতসম চ্যালেঞ্জের প্রাক-কালে সংগঠনকে ঢেলে সাজানো জন্য এম.সি.এ শুরা কাউন্সিল যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, তবে এ উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করছে সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মী বাহিনীর নিরলস চেষ্টা ও আন্তরিক ভূমিকার উপর। সকলের আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ও যুগের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এম.সি.এ কে এ ভূখণ্ডে ইসলামের আলোক বর্তিকা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমিন।

MCA: Our dream

A	**SMART Organisation**
A	**Systematic and Shining Organisation**
A	**Model but motivating Organisation**
An	**Akhirah centric Accountable Organisation**
A	**Resoureceful & Respectful Organisation**
A	**Time Focused and Trusted Organisation**
A	**Piece of Jannah.**

লেখক: জেনারেল সেক্রেটারী, মুসলিস কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

সংঘবদ্ধ জীবন বা জামায়াতী জিন্দেগী

নূরুল মতীন চৌধুরী

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে একটি সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থায়ই মানুষ একা জীবন যাপন করতে পারে না। সকল মানুষই সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। যেমন- পরিবার, মসজিদ, মাদ্রাসা, সমিতি এবং সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এরই বিভিন্ন রূপ । আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে কোন কাজের সফলতার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক, সুতরাং একজন মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআনকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। জামায়াহ একটি আরবী শব্দ যার বাংলা প্রতি শব্দ হলো সংগঠন এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো organisation, যার অর্থ হলো সংঘবদ্ধ, দল বা দলবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ইত্যাদি।

সংঘবদ্ধ জীবন বা জামায়াতে জীন্দেগী এর সংজ্ঞা ঃ

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পরিপূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর দ্বীনকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক লোকের সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করাকে সংঘবদ্ধ জীবন বা জামায়াতে জীন্দেগী বলা যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছে। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার । (সুরা আল ইমরান-১০৩)।

জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্বঃ

জামায়াতবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা একজন মুসলমানের জন্য ফরজ। প্রত্যেক নবী ও রাসুল তাদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন

কুরআন এর দলীলঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম । (সুরা আল ইমরান-১০৪)।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাডালা প্রাচীর । সুরা আস-সাফ- ৪

খ. হাদীসের দলীলঃ

১. ‘হযরত হারেস আল আ‘শআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘ আমি পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করছি, আল্লাহ আমাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। ১. জামায়াতবদ্ধ হবে, ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, ৩. এবং মেনে চলবে, ৪. হিজরত করবে, এবং ৫. জিহাদ করবে। (আহমদ ও তিরমিযি)

২. 'হযরত আবু যার (রা:) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিগদ পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রশ্মিকে তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল'।(আবু দাউদ)

৩. 'হযরত নুমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন মুমিনদের পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতি মানবদেহ সদৃশ। তার কোন অংশে রোগাক্রান্ত হলে সমগ্র দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়ে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৪. 'রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বের হলো সে ইসলাম থেকে দূরে সরে গেলো'। রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মারা গেল তার মৃত্যু হলো জাহেলিয়াতের মৃত্যু'।

এ ধরনের কোরআনের আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে জামায়াত বদ্ধ জীবনযাপন ও মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জামায়াতবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যঃ

১. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন- আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (সুরা বাক্বারা- ৩০)

২. নবী রাসূলদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করা

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তার রাসুলকে পথ নির্দেশিকা ও সত্য দ্বীন তথা আল ইসলাম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে করেও একে অপর সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকদের জন্য তা খুবই অপছন্দনীয়।'
(সুরা অস- সাফ-৯)

৩. ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করা

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (সুরা আল- ইমরান-১১০)

৪. সমাজে আমূল পরিবর্তন করা

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

'তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না সমাজ থেকে ফিৎনা - ফাসাদ দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা না হয়।' (সুরা- বাক্বারা-১৯৩)

জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনে শরীক হবার জন্য আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজনঃ

আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে এই কাজটা হলো আল্লাহর কাজ। এ কাজের সুযোগ পাওয়াটা আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীর উপর নির্ভরশীল। কেউ ইচ্ছা করলেই কিন্তু এই মহতি কাজে শরীক হতে পারবেনা। আর কারা আল্লাহর এই বিশেষ মেহেরবাণী পাবার যোগ্য তাও আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। সুরা আল-মায়েদা-৫৪

জামায়াতবদ্ধ হয়ে টিকে থাকাও কিন্তু আল্লাহর মেহেরবাণীর উপর নির্ভরশীলঃ

অনেকেই মনে করতে পারেন যে, আমরা এই দ্বীনের পথে এসেছি এবং আমরা আজীবন এই পথেই থাকব, তাহলে এটা ভুল ধারণা। মনে রাখতে হবে এই পথে আসতে হলে যেমন আল্লাহর মেহেরবাণীর

প্রয়োজন হয়, তেমনি এই পথে ঠিকে থাকতে হলেও আল্লাহর মেহেরবাণীর প্রয়োজন হয়। আল্লাহর মেহেরবাণী ছাড়া কারো পক্ষে এই পথে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

আল্লাহ পাক এই জন্য আমাদের সকলকে নিম্নোক্ত দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেনঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। সুরা আল ইমরান-৮

এছাড়াও জামায়াতবদ্ধ হয়ে টিকে থাকার জন্য আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সকল কাজ হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর প্রতিদান কেবলমাত্র আল্লাহই দেবে এবং এই প্রতিদান হবে কেবলমাত্র আখেরাতে।

জামায়াতবদ্ধ লোকদের জন্য নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যকঃ

১.ইসলাম সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ জ্ঞান থাকাঃ

ইসলাম সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে যাতে নিজের সমমানের লোকদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা দিতে পারেন। সেজন্য অবশ্যই কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলো, যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি কখনও সমান হতে পারে?" সুরা জুমার- ৯

২.খাঁটি ঈমান ও অবিচল বিশ্বাস থাকাঃ

দ্বীনের প্রতি অবিচল ঈমান, সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় মুক্ত হওয়া।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

"যারা অদেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করে এবং নামায কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতের প্রতি যারা অবিচল বিশ্বাস রাখে। " সুরা বাক্বারা- ২-৪

৩. ঈমান ও আমলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকাঃ

বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধান মেনে চলতে হবে। যার চরিত্রে ইসলাম নেই তার দাওয়াত কে কবুল করবে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব কথা কেন বল, যা তোমরা করো না। তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অপ-ছন্দনীয়।"

৪.দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হওয়াঃ

জামায়াতবদ্ধ লোকদের দৃঢ় সংকল্প ও মজবুত সিদ্ধান্তের অধিকারী হতে হবে। নিজের দায়িত্ব পালনে মজবুত থাকতে হবে। কেউ কাজ করুক আর নাই করুক সে তার দ্বীনি দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা করে না।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালন কর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতি-শ্রুত জান্নাতের সু সংবাদ শুন।" (সুরা হা-মীম সাজদা- ৩০)

৫.সাহসী হতে হবেঃ

এই পথের লোকদের অবশ্য আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করা চলবে না বা কোন বিপদের আশংকায় পিছিয়ে থাকে না। মনে রাখতে হবে যে, মুমিন কখনো মওতের পরওয়া করে না বরং বিশ্বাস রাখে হায়াত ও মাউতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ।

৬. এখলাছ বা নিঃস্বার্থ থাকাঃ

আমাদের সকল কাজ একমাত্র ও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্ঠি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য হতে হবে। দুনিয়ায় সম্মান ও সুযোগ সুবিধার জন্য লালায়িত নয়।

৭. সুশৃংখল থাকাঃ

সংগঠনের নিয়ম শৃংখলা নিষ্ঠার সাথে পালন করা ও দায়িত্বশীলের আনুগত্য করা। এমন কোন কাজ না করা যাতে সংগঠনে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৮. সকল কাজে আখেরাতকে অগ্রাধীকার প্রদানঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন তোমরা মাটিকে জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে

গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি নগণ্য। ”
(সুরা তাওবাহ-৩৮)

৯. সবসময় তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ বা আল্লাহর উপর ভরসা রাখাঃ
নিজের প্রস্তুতির উপর ভরসা না করে আল্লাহর উপর সবসময় ভরসা রাখা।

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“আপনি বলুনঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই পৌছবেনা। তিান আমাদের অভিভাবক, আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত। ”
সুরা তাওবাহ-৫১

১০. সর্বাবস্থায় আন্দোলনে টিকে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ় কদমে টিকে থাকার তাওফিক দাও। আর আমাদের সাহায্য করো কাফের জাতির বিরুদ্বে।
(সুরা বাক্বারা-২৫০ ”)

১১. ত্যাগ ও কুরবাণীর নজরানা পেশ করাঃ
এই পথের পথিকদের জন্য ত্যাগ ও কুরবাণীর নজরানা পেশ করা অপরিহার্য। নিজের সময়, শ্রম, জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, অতঃপর তারা দুশমনদের মারে এবং নিজেরাও মরে। ”
(সুরা তাওবাহ-১১১)

**লেখক: ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারী,
মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।**

তাক্বওয়া

শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম

তাক্বওয়া বলতে কি বুঝায়?

আল্লাহর ভয়। আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুমকে পালন করা। যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা। ফরজ, ওয়াজিবের পর সুন্নত ও নফলের ব্যাপারেও সক্রিয় থাকা। হারাম ও গুনাহ থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি মাকরুহ ও বেহুদা কাজ এবং কথা থেকে দূরে থাকা। এক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সংক্রান্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। ইমাম ইবন কাসীর (রহ.) নিম্নোক্ত আয়াতটির তাফসিরে তাক্বওয়ার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٢

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যে ভাবে তাকে ভয় করা উচিত, আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (সুরা আল ইমরান: ১০২)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন; “তার আনুগত্য করা, নাফরমানী না করা। তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া, তাকে স্মরণে রাখা, ভুলে না যাওয়া।”

তাকে ভুলে যাওয়া বা তার বিষয়ে গাফিল হয়ে থাকার ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই দেখুক আগামী দিনের জন্যে সে যা পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (সুরা হাশর: ১৮)

তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের পোশাক

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

“হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে রাখে এবং সাজ-সজ্জা স্বরূপ। আর তাক্বওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম।” (সুরা আরাফ: ২৬)

জীবন চলার পথে তাক্বওয়া সর্বোত্তম পাথেয়। খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি সবকিছুর চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজনীয়।

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ١٩٧

“আর তোমরা (হজের সফরের জন্যে) পাথেয় নাও। তবে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া।” (সুরা বাক্বারা: ১৯৭)

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন; রাসুল (সা.) এর কাছে একজন লোক এসে বললেন; ইয়া রাসুলুল্লাহ আমি সফরে রওয়ানা করেছি, আমাকে কিছু সম্বল দিন। রাসুল (সা.) বললেন; আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার সম্বল দান করুন। লোকটি বললেন; আমাকে আরেকটি বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন; আর তোমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন। লোকটি আবার বললেন; আমার পিতা-মাতা আপনার খেদমতে নিবেদিত হোন। আমাকে আরেকটি বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন; আল্লাহ তোমার খায়ের (যাবতীয় কল্যাণমূলক বিষয়) সহজ করে দিন।

তাক্বওয়ার পুরস্কার ও মর্যাদা

তাক্বওয়ার কারণে মুত্তাকীগণ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর কাছে বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত হবেন;

১। তারা আল্লাহর কাছে অনেক সম্মানিত হবেন;

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়ার অধিকারী।" (সুরা হুজরাত: ১৩

২। আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন;

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٦٣

"আর জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ, মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।" (সুরা তাওবা:৩৬)

৩। আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন;

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٦٧

"হ্যাঁ অবশ্যই যে (আল্লাহর সাথে কৃত) ওয়াদা পরিপূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।" (সুরা আল ইমরান: ৭৬)

৪। মুত্তাকীদের আমল কবুল হয়ে যায়;

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٢

"আল্লাহ শুধুমাত্র মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।" (সুরা মায়িদা: ২৭)

৫। আল্লাহ মুত্তাকীদের ইল্‌ম বাড়িয়ে দেবেন;

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

"আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদেরকে ইলমে দিক্ষীত করবেন। তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত।" (সুরা বাক্বারা: ১৮২)

৬। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের যোগ্যতা দেবেন ও ক্ষমা করে দেবেন;

إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٩

"তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মত মানদণ্ড দান করবেন। তোমাদের গুনাহ সমূহ সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন।" (সুরা আনফাল: ২৯)

৭। তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং পুরস্কার দেবেন অনেক বড়ো

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ٥

"যে আল্লাহকে ভয় করে তার খারাপ আমলগুলো সরিয়ে দেবেন এবং তার পুরস্কার অনেক বড়ো করে দেবেন।" (সুরা তালাক: ৫)

৮। মুসলমানদেরকে কাফিরদের মোকাবিলায় ফিরিশতা নাযিল করে সাহায্য করবেন

بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ٥٢١

"হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা যদি সবর কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, আর তারা যদি তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার বিশেষভাবে চিহ্নিত ফিরিশতা পাঠিয়ে দেবে।" (আল ইমরান: ১২৫)

৯। মুত্তাকীদের সবকিছু আল্লাহ সহজ করে দেন;

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ٤

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার যাবতীয় বিষয়কে সহজ করে দেন।" (সুরা তালাক: ৪)

১০। জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেন;

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ٢
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ খুলে দেবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযক দেবেন, যা সে ধারণাও করতে পারেনি। আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তিনি একাই তার জন্যে যথেষ্ট।" (সুরা তালাক: ২-৩)

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আররবী বিন খুদ্দাইম বলেন;

আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্যে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, যে তার প্রতি ভরসা করবে, তিনি তার জন্য একাই যথেষ্ট হয়ে যাবেন। যে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, তাকে হেদায়াত দেবেন। যে তাকে তাকে ঋণ (সাদাকা) দেবে তাকে তার পাওনা দেবেন। যে তার প্রতি অটুট আস্থা রেখেছে, তাকে নাজাত দেবেন। যে তার কাছে দোয়া করছে, তার ডাকে সাড়া দেবেন।

১১। মৃত্যুর পরে সন্তান সন্তুষ্টির হেফাযত;

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ٩

"এবং তারা যেন ভয় করে যেমন ভয় করত যদি তারা নিজেদের অসহায় সন্তান রেখে মারা যায় (তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে)। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।" (সুরা নিসা: ৯)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আশশাই বানী (র:) বলেন; আমরা যখন কনস্ট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুলে) মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের বাহিনীতে যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম, সেখানে একদিন ওলামাদের

মজলিশে বসার সুযোগ হল। প্রখ্যাত আলিম আদ্দাইলামীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এক পর্যায় আলোচনায় এসেছিলো আখেরী যামানায় ফিৎনাসমূহ কিভাবে বাড়তে থাকবে। আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, আমার মনে চায় সন্তান-সন্ততি না হলেই বোধ হয় আমি নিরাপদ। তখন তিনি আমাকে বললেন; আমি কি তোমাকে এমন কিছু বলে দেব না, যার মাধ্যমে ফিৎনা এসে গেলে আল্লাহ তোমাকে ও তোমার রেখে যাওয়া সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ হেফাযত করবেন?

অতঃপর তিনি সুরা নিসার উপরোল্লিখিত নয় নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে তাকে শুনালেন। যেখানে ব্যক্তির তাক্বওয়ার কারণে তার সন্তানদের হেফাযতের খবর এসেছে।

তেমনি আরেকটি ঘটনা এসেছে সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর কাছ থেকে। তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতে উঠলে তার ঘুমন্ত ছোট ছেলের দিকে নজর পড়লে বললেন;

হে বৎস; তোমার হেফাযতের কামনায় আমি আরেকটু বাড়িয়ে দেবো আমার রাতের সালাত। কারণ; তার মনে পড়লে সুরা কাহফের وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (৮২) আয়াতটির কথা। খিজর (আ:) দুটো ইয়াতিম সন্তানদের পড়ন্ত দেয়ালকে ঠিক করে দিলে মুসা (আ.) কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন যে, তাদের ছালিহ (নক) পিতা এতিমদের সম্পদ রেখে গিয়েছেন।

আপনার রব চেয়েছেন ইয়াতিম সন্তানদ্বয় বড়ো হলে তারা নিজেরা সে দেয়াল খুড়তে গেলে (পিতার পুতে রাখা) ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুন আপনার রবের দয়ার কারণে।

১২। জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার নিশ্চয়তা;

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ١٧
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ٢٧

"তোমাদের প্রত্যেককেই আসতে হবে তথায় (অর্থাৎ জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত সিরাত) এটা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত ফায়সালা। তবে যারা তাক্বওয়া অর্জন করেছে তাদেরকে আমি নাজাত দিয়ে দেবো। আর জালিম (পাপিষ্ঠদেরকে) আমি নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো (জাহান্নামে পতিত হওয়ার জন্যে)" (সুরা মারিয়াম: ৭১-৭২)

১৩। জান্নাতের সুসংবাদ;

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٠٩

"মুত্তাকীদের জন্যে জান্নাতকে নিয়ে আসা হবে অতি নিকটে।" (সুরা শুয়ারা: ৯০)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ٤٥
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ٥٥

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাত ও নহর সমূহে। সত্যের আসনে আসীন মহাশক্তিমান মালিকের সান্নিধ্যে।" (সুরা ক্বামার: ৫৪-৫৫)

১৪। মুত্তাকী বন্ধুদের বন্ধুত্ব আখিরাতেও অটুট থাকবে।

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٧٦

"বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের দুশমন, মুত্তাকীরা ছাড়া।" (সুরা যুখরুফ: ৬৭)

১৫। মুত্তাকীগণ আল্লাহর ওলী, আখিরাতে তাদের কোন ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٣٦
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٤٦

"জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অর্জন করেছে। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। একটিই সফলতা।" (সুরা ইউনুস: ৬২-৬৪)

১৬। শয়তানের প্ররোচনায় কোন সময় পড়ে গেলেও তারা দ্রুত সম্বিত ফিরে পায়;

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٢

"নিশ্চয়ই যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে তাদের কখনও শয়তানের প্ররোচনার ছোঁয়া লাগলে সাথে সাথেই তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তাদের অন্তদৃষ্টি খুলে যায়।" (সুরা আরাফ: ২০১)

১৭। যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়;

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"আর যদি জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান আনতো ও তাক্বওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্যে আসমান ও জমিনের কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।" (সুরা আরাফ: ৯৬)

الٓمٓ ١ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

(সুরা বাক্বারা: ১-৫)

۞ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٧
(সুরা বাক্বারা: ১৭৭)

۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٤ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ١٣٦
(সুরা ইমরান: ১৩৩-১৩৬)

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ١٥ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٩
(সুরা যারিয়াত: ১৫-১৯)

এছাড়া আরও কিছু আমল তাক্বওয়া অর্জনে সহায়ক;

কুরআন হাদিসের আদেশ নিষেধকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরা :

ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣

"শক্ত করে ধারণ কর, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি (দ্বীন, শরীয়ত বিষয়ে) এবং তাতে যা আছে, তা মনে রেখো, আশা করা যায় তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করবে।" (সুরা বাক্বারা: ৬৩)

ইনসাফ কায়েম করা;

تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

"তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটি তাক্বওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।" (সুরা মায়িদাহ: ৮)

وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤

"আর যদি তোমরা মার্জনা কর, উপেক্ষা কর ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সুরা তাগ-াবুন: ১৪)

وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢

"তারা যেন মার্জনা করে এবং (তাদের দোষত্রুটি) উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সুরা আন নুর: ২২)

শোবা সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা;

যা তোমার কাছে শোবা সন্দেহের উদ্রেগ করে এমন বিষয় থেকে দূরে থাক।

এমন বিষয় বা কাজ থেকে দূরে থাকা যাতে ব্যক্তির কোন ফায়দা হয় না;

একজন ব্যক্তির দ্বীনদারী সুন্দর হয় যখন সে তার কোন ফায়দা নেই এমন জিনিস থেকে দূরে থাকে।

কথা কম বলা আর কল্যাণ না থাকলে চুপ করে থাকা

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী যেন ভাল কথা হলে বলুক, নতুবা চুপ করে থাকুক। আরেকটি হাদিস .. সর্বদা আগ্রহী থাক ঐ কাজ/কথায় যা তোমার জন্যে ফায়দা নিয়ে আসবে।

সুন্দর আচার-ব্যবহার;

তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। গুনাহ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে একটি নেক কাজ করে ফেল। গুনাহটাকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে সুন্দর আচার-ব্যবহার কর।

আরেকটি হাদিসে এসেছে;

নেক কর্ম হচ্ছে সুন্দর আচার-ব্যবহার। আর গুনাহ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে অস্বস্তিকর মনে হয়। আর তুমি পছন্দ করো না লোকেরা সেটা জেনে ফেলুক।

আরেকটি হাদিসে এসেছে;

কিয়ামতের দিন মুমিনের নেকীর পাল্লাহকে সুন্দর আচার ব্যবহারের তুলনায় আর কিছু এত ভারী করে দেবে না।

তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যার আচার-ব্যবহার সুন্দর

প্রত্যেকটি কাজকে সুন্দর করে সম্পন্ন করা;

আল্লাহ প্রত্যেকটি কাজকে সুন্দর করে করা ফরজ করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হাদিসে জিবরীল বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

হাদিসের শেষের অংশে ইহসান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা তাক্বওয়ার সাথে জড়িত। সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন; ইহসান হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যে মনে করবে তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো, আর তা যদি না করতে পারো তাহলে এতটুকুতো অবশ্যই মনে রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

লেখক : ইসলামী স্কলার, ইমাম ও খতিব- ইষ্ট লন্ডন মসজিদ।

চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং জ্ঞান

মামুন আল আযামী

সূচিপত্র

১. দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং জ্ঞান বলতে কী বোঝায়?
২. দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান শেখা ও উন্নত করার ক্ষেত্রে মূখ্য ক্ষেত্র সমূহ
৩. চরিত্রে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের গুরুত্ব
৪. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে উন্নত করা যায়
৫. জীবন ঘনিষ্ঠ দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়
৬. কল্যাণকর জ্ঞান কীভাবে বিকশিত করা যায়
৭. কর্মশালা: জীবনের প্রয়োজনে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানকে কী-ভবে উন্নত করা যায়

সেকশন-১

দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান বলতে কী বোঝায়?

বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি

জ্ঞান ও দক্ষতা
অপরের জানা
অপরের অৎনা
দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গি: কেন? তা জানবেন

দক্ষতা: কীভাবে হয় তা জানবেন
সক্ষমতা: উদ্দেশ্য: জ্ঞান-কী জানবেন

জ্ঞান: কী তা জানবেন, উপলব্ধি, তত্ত্ব, বাস্তবতা, কাঠামো, তথ্য, বর্ননা
দক্ষতা: কীভাবে হয় তা জানা, একটি কাজ সুসম্পন্ন করার সক্ষমতা, কার্যক্রম, প্রক্রিয়া, বাস্তবিক প্রয়োগ, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ
দৃষ্টিভঙ্গি: ব্যক্তিগত অবস্থান, মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত ও আন্ত:মানবিক ব্যবহার ও আচরণ

সফলতার তিন স্তর

দক্ষতা: লক্ষ্য নির্ধারণ, সময় ব্যবস্থাপনা, প্রস্তুতি গ্রহণ, যোগাযোগ; আন্ত:মানবিক দক্ষতা
দৃষ্টিভঙ্গি: আত্ম-প্রণোদনা, আত্মবিশ্বাস, একনিষ্ঠতা, সততা, ইতিবাচকতা, আবেগপূর্ন উৎসাহ, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়বদ্ধতা
জ্ঞান: প্রাথমিক বিষয়াবলী, তত্ত্ব, তথ্য, বাস্তবতা, কাঠামো, বর্ণনা, শিক্ষা নেয়া, বিজ্ঞান ইত্যাদি

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা

- সকল মানুষ ও সৃষ্টিকূলের প্রতি শ্রদ্ধা লালন করা
- ভাবনা, কার্যক্রম পরিচালনা ও ফলাফলের জন্য দায়িত্ব নেয়া
- মানুষ ও ঘটনা পরিক্রমার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা লালন করা
- সময়ের মূল্য দেয়া এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা
- সময় কাজে লাগানোর জন্য একনিষ্ঠভাবে শিক্ষা নেয়া
- ভুল স্বীকার করার এবং ক্রমাগত নিজের উন্নতি করার আগ্রহ
- ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা যাতে আন্তরিকতার প্রসার ঘটানো যায়
- প্রয়োজনের সময় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

দক্ষতার কিছু নমুনা

- জীবন ও সময় সম্পর্কে পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-মুল্যায়ন এবং কাজ করা
- বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা/সম্পৃক্ত হওয়া
- সামাজিক সম্পর্ক শুরু করা এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করা
- সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, যত্ন নেয়া এবং সাহসিকতার সাথে কথা বলা
- নেককার বন্ধু বাছাই এবং তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা
- অনুধাবনের জন্য শোনা এবং উন্নতির জন্য উত্তর দেয়া
- প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রন করা
- সৃজনশীলপন্থায় ভাবা এবং প্রজ্ঞার সাথে প্রশ্ন করা।

জ্ঞানের কিছু নমুনা

- আল্লাহকে জানতে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে নিয়ে গবেষণা করা
- মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও সীরাহ অধ্যায়ন করা
- নিজস্ব ভাবনা-অনুভূতি-কার্যক্রম-প্রতিক্রিয়া
- পি-ই-এস-টি-ই-এল। নিজস্ব সমাজের মধ্যকার পরিস্থিতি
- জনগনের সাথে কথা বলার জন্য ভাষার প্রয়োগ
- বিশ্লেষণমূলক-সৃজনশীল-নির্মোহ ভাবনার পার্থক্য গুলো নিরুপণ করা

- দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর ফ্যাক্ট ও ফিগার
- তথ্য ও যাগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

এ্যাটিচিউড প্রদর্শন-ব্যক্তিগত

নিয়ত: কাজ করা/না করা-এটি কার জন্য? আল্লাহর জন্য নাকি মানুষের জন্য?
নামাজ: নামাজ আগে না কি অন্যান্য দুনিয়াবি কাজ আগে?
পরিবার: দাম্পত্যসঙ্গী/সঙ্গীনি/বাচ্চাদেরকে সময় দেয়া না কি অন্য কাজ করা?
সামাজিক: দাওয়াতি কাজ এবং পার্থিব অন্যান্য বিষয়ে ফোকাস করা
অর্থ: ইসলাম অনুসরণ নাকি ফায়দা পাওয়ার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা?
সংস্কৃতি: ইসলামী পদ্ধতিগুলো সমুন্নত রাখা নাকি সমঝোতা করা
আবেগ: কোনটা পছন্দ? ধর্মীয়পন্থা নাকি পার্থিব ট্রেন্ড?
দৈনন্দিন জীবন: আমি কি ২৪ ঘণ্টাই মুসলিম থাকি নাকি ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ ও তাঁর নবিকে সা. অস্বীকার করি?

এ্যাটিচিউড প্রদর্শন-সাংগঠনিক

উদ্দেশ্য: আমি কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি নাকি নাম/খ্যাতি/যশের জন্য কাজ করি
সংগঠন: সাংগঠনিক কাজ নাকি অন্যান্য কাজ
সংযুক্তি: আমার মন কি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত নাকি দুনিয়াবি ফায়দার সাথে?
মতামত: আমার ভিন্নমত আছে। তারপরও আমি কি সংগঠনে সক্রিয় থাকতে পারছি?
আনুগত্য: যদি আমি একমত নাও হই, আমি কি সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকতে পারছি? মতামত দেয়া হালাল।
শ্রদ্ধা: আমি কি ভিন্নমত প্রদানকারীদের শ্রদ্ধা করতে পারছি?
ত্যাগবাবিসর্জন: যদি আমার পদ বা অবস্থান আগের তুলনায় নেমে যায় তাহলে কি আমার খারাপ লাগে?
নেতৃত্ব: যদি আমি ভিন্নমত লালন করি তারপরও নেতার হুকুম মানি?
অনুসরণ: আমি যে নেতা বা কার্যক্রম অপছন্দ করি তা কি অনুসরণ করতে পারি?

সেকশন-২
দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের মূল ক্ষেত্র
জানা ও উন্নতি করা

ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ১০ টি দৃষ্টিভঙ্গি
১)মনে রাখা দরকার যে, কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। (কুরআন)
২)ভালো ও মন্দ সবটাই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয় তা মেনে নেয়া
৩)অভিযোগ/সমালোচনা করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে নেক আমলের দিকে মনোযোগ বাড়ানো
৪)ইতিবাচক চিন্তা থেকেই ইতিবাচক কাজ ও আবেগের জন্ম হয়
৫)ইতিবাচক ভাবনা ও আবেগ মানুষকে শারীরিকভাবে ভালো রাখে
৬)ইতিবাচক ভাবনা-অনুভূতি-আচরণ জীবনকে সুখী করে
৭)নেতিবাচক ভাবনা-আচরণ ভোগান্তিনিয়ে আসে
৮)বিপদের সময় শান্তথাকুন। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করুন।
৯)ইতিবাচক, ধার্মিক ও স্বস্তিদায়ক মুসলিমদের সান্নিধ্যে থাকুন।
১০)আবেগ ও ভাবনার জায়গায় ভারসাম্য ধরে রাখুন তাহলে সার্বিকভাবে ভারসাম্য ও ইনসাফের অনুশীলন করতে পারবেন।

দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৫ করনীয়

১.১. আত্ম-ব্যবস্থাপনা: আবেগ নিয়ন্ত্রন, সময় ও কাজ, ইতিবাচক/যুক্তিসঙ্গত উপায়ে ভাবা, উৎপাদন মুখী হওয়া, চ্যালেঞ্জ সমাধান করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎসাহ ব্যাঞ্জক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি।
২.পড়া, লেখা এবং হিসেব কষে আগানো:পড়া-পাঠের প্রতিফলন-সংস্কার, ভাবনাগুলো লিখে রাখা, নিজের, পরিবার, কমিউনিটি ও সংগঠনের উন্নয়নে চিন্তা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ
৩.বিশ্লেষণমূলক/পর্যালোচনামূলক ভাবনা: তথ্য মূল্যায়ন, ছোট খাটো বিষয় থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদঘাটন, জীবনে এর প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা।
৪.যোগাযোগ:বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলা, আনুষ্ঠানিক ভাবে/অনানুষ্ঠানিক ভাবে, ইতিবাচক সম্পর্ক/সহযোগিতার জন্য
৫.প্রযুক্তি:ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইমেইল, মাইক্রোসফট ইত্যাদি।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ৫টি বিষয়

ধর্ম/দ্বীন: কুরআন-সুন্নাহ-সীরাহ থেকে জানা যে কীভাবে একটি শান্তিপূর্ন, উন্নত ও জান্নাত যাওয়ার উপযোগী জীবন যাপন করা যায়।
ইসলামিক লাইফস্টাইল: আল্লাহ ও রাসূল সা. এর নির্দেশনা গুলো জানা যাতে দৈনন্দিন জীবনে তা অনুসরণ করা যায়, নিজের উন্নতি করা যায়। তাছাড়া শয়তানকে কীভাবে এড়িয়ে চলা যায় কেননা শয়তান প্রতিনিয়ত আমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়
উপলব্ধি: একটি ধার্মিক জীবনযাপনের উপায় হলো প্রাপ্ততথ্য বিশ্লেষণের পরই বিচার/কথা বলা/কাজ করা।
পিইএসটিইএল কনটেক্সট: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত এবং আইনী অবস্থান ভালোভাবে জানা।
কীভাবে জীবন যাপন করতে হয়: একজন মুসলিম হিসেবে কীভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করা যায় তা জানা

সেকশন-৩

চরিত্রের জায়গা থেকে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান কতটা গুরুত্বপূর্ন
দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা আর জ্ঞানের গুরুত্ব.
১. দুনিয়া ও আখেরাতে একটি অর্থবহ ও কল্যাণকর জীবন যাপনের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাসঙ্গিক দক্ষতা এবং উপকারী জ্ঞান অপরিহার্য।
২. যোগ্যতা: দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান মানুষের চরিত্র নির্মাণ করে যার ওপর ভিত্তিকরে একটি শান্তিপূর্ণ এবং সুখী ব্যক্তিগত-পরিবার-সামাজিক-এমসিএ

৩. প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান আমাদের সুপ্তপ্রতিভা গুলো বের করে নিয়ে আসে যাতে একটি সুখী জীবন অতিবাহিত করা যায়। সেইসাথে এমন একটি ধারাবাহিকতা রেখে যায় যা মৃত্যুর পর সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে অব্যাহত থাকে।

আখলাকের জন্য চাই দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান

➨ইসলামে দুটো ব্যক্তিত্বের ধারা আছে: একটি হলো আদব ও অপরটি আখলাক।

➨আখলাক হলো আভ্যন্তরীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সততা, একনিষ্ঠতা এবং বিনম্রতা।

➨আর আদব হলো বাহ্যিক শিষ্টাচার, কথা বলার ভঙ্গি এবং কার্যক্রম।

➨আখলাক হলো প্রকৃত চরিত্র। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ

➨আদব মানুষের সুনাম তৈরি করে যা সুন্দরও হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় প্রতারণাপূর্ণ।

➨একজন উন্নত চরিত্র সম্পন্ন মুসলিম সব সময়ই এমন ভাবে দুনিয়াবি কল্যাণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে যেন এর ফলশ্রুতিতে পরকালীন জীবন বিনষ্ট না হয়।

আখলাকে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের গুরুত্ব

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকুার দুটো অংশ। একটি হলো ইলম আর অপরটি আমল। ইলমের দুটো রূপ। অভিজ্ঞতা, বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা। আমলের দুটো রূপ। একটি হলো কাজ (বিররুন) আর আরেকটি সংযত থাকা (তাকওয়ার কারণে)।

আখলাকে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের গুরুত্ব
সহনশীলতার ৬টি রূপ

১.উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
২.ধৈর্য ও আত্মস্থতা: আবেগ সংযত রাখা, বিশ্লেষণ, শান্ত থাকা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা।
৩.যৌক্তিকতা: সমস্যা সমাধান, সম্পদ বিনির্মাণ, অনুমাণ করা এবং পরিকল্পনা
৪.স্বাস্থ্য: পুষ্টি, ঘুম এবং অভিজ্ঞতা
৫.যৌথকর্ম: নেটওয়ার্ককে সহায়তা, সামাজিক যোগাযোগ
৬.ত্যাগ ও জিদ: অধ্যাবসায়, বাস্তব সম্মত আশাবাদ

আত্মসচেতনতা:
➨শক্তি মূল্যায়ন
➨আত্মবিশ্বাস
➨পরিচয়/পরিচিতি
➨আশাবাদ
➨উদ্দেশ্য সংক্রান্ত চেতনা
➨আবেগব্য বস্থাপনা

গভীরসম্পৃক্ততা:
➨ধারণ করা
➨আশাবাদ
➨যৌথকর্ম
➨নির্মোহ বিশ্লেষণ
➨সুযোগসন্ধানকরা
➨ব্যক্তিগত প্রশিক্ষন

এসইএল পারদর্শিতা:
➨আত্ম ব্যবস্থাপনা
➨সম্পর্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে দক্ষতা
➨দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ
➨তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব

সামাজিক সচেতনতা:
➨অন্তর্নিহিত শক্তি আবিস্কার
➨আত্মবিশ্বাস
➨পরিচয় সত্ত্বা
➨উদ্দেশ্য সংক্রান্ত চেতনা
➨আবেগ ব্যবস্থাপনা

সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণ:
➨মনের কিছু অভ্যাস
➨নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত অভিজ্ঞতা
➨লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেদিকে অগ্রসর হওয়া
➨প্রতিফলন
➨সংযুক্ত হওয়া

সেকশন-৪
কীভাবে ইতি বাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়?

কীভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়-১

➨আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর প্রতিপূর্ন আনুগত্যই জীবনে প্রকৃত সুখ বয়ে নিয়ে আসে। আর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহই ভালো জানেন যে কোনটি আমাদের জন্য উত্তম।

➨আমাদের ভেতরে ও বাহিরে ঈমান বিরোধী ও ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক সব উপকরণ দূর করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তা না করে আল্লাহ ও রাসূল সা. এর হুকুম মানা এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমঝোতা না করা।

➨জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর সকল নির্দেশনা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা। ভুল থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি লালন করা এবং নিয়মিত ব্যক্তি উন্নয়ন করা।

কীভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়-২

➨মনে রাখবেন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই দৃঢ় ঈমানের বহি:প্রকাশ।

➨বিশ্বাস রাখবেন, দুআও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়াকে যেমন শান্তিপূর্ন করে তোলে তেমনি আখেরাতে ও জান্নাত লাভের পথ সুগম করে।

➨ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় ঈমান ও মূল্যবোধ গড়ে তুলুন

➨একমাত্র আল্লাহই দুনিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি দিতে পারেন এবং আখেরাতেও জান্নাত দান করেন।

´তাকওয়া, বিনয় এবং শ্রদ্ধার ওপর ভর করে চরিত্র বিকশিত করুন।

➨নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির বিপর্যয় ডেকে আনে।

´চরিত্রের কোন জায়গায় উন্নতি করতে হবে তা নিজের জীবনসঙ্গী/সঙ্গীনি এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও জিজ্ঞেস করেও নিশ্চিত হতে পারেন।

কীভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়

সামাজিক আবেগ সংক্রান্ত পাঠ

আত্ম সচেতনতা, আত্ম ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পর্ক বিনির্মাণে দক্ষতা

সেকশন-৫

কীভাবে জীবন ঘনিষ্ঠ দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়

➨**দক্ষতা হলো কাজ করার সক্ষমতা:** আমরা স্বয়ংসম্পুর্ন এবং স্বাধীনভাবে জীবন শিখতে চাই। যতক্ষণ না শিখি, আমরা গাড়ি চালানো, সেলাই, সাঁতার এবং খেলা কিছুই করতে পারি না।

➨**কাজের পুনরাবৃত্তি করা এবং পোক্ত হওয়া:** কাজ করলেই দক্ষতা অর্জিত হয় আর বারবার কাজটি করার মাধ্যমে আমরা পাকাপোক্ত হয়ে উঠি। একটি শিশু একা একা কোনো কাজই করতে পারেনা। কিন্তু তারপর বয়স হলে সে নিজে সব করতে শেখে এবং নিজেই নিজের কাজগুলো করতে পারে।

➨পরিবার, বাসা, শিশু, রান্নাঘর, সময়, বৈঠক এবং সম্পর্ক নিয়ন্ত্রন করতে শিখুন। এই কাজগুলো করতে আলাদা আলাদা দক্ষতার প্রয়োজন হয়। আমরা এগুলো দেখে দেখে শিখি এবং বারবার অনুশীলন করে পোক্ত হয়ে যাই।

আন্তঃমানবিক দক্ষতা/কর্মকৌশল

যত্ন, প্রশংসা, চূড়ান্ত করা, রসিকতা, স্পষ্টতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, অভিঘাত, সরলতা/অকপটতা, সম্পর্ক/যোগাযোগ

সেকশন-৬

উপকারী/কল্যাণকর জ্ঞান কীভাবে বিকশিত করা যায়

কীভাবে জ্ঞান বিকশিত করা যায়

➨**পড়া-প্রতিফলন-সংস্কার:** আগে পড়ুন তারপর পঠিত বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন। এর অন্তর্নিহিত বার্তাটি অনুভব করুন এবং এর আলোকে জীবনকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে জীবনে সংস্কার সাধন করুন।

➨**মস্তিষ্ক-হাত-অন্তর:** প্রক্রিয়াটি জানুন। প্রথমে মাথা খাটিয়ে বুঝুন, তারপর মন থেকে মানুন এবং তারপর হাত দিয়ে কাজ করে জীবনকে এগিয়ে নিন।

➨**কুরআন-মান-পরিমাণ:** কুরআনকে মূল মানদন্ড হিসেবে মেনে নিন। কুরআনের আলোকে চরিত্র গড়ে তুলুন এবং তারপর নেক আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।

সেকশন-৭

কর্মশালা:

জীবনের প্রয়োজনে কীভাবে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নত করা যায়

এক বছরের মধ্যে জীবনকে পাল্টে ফেলার গোপন রহস্য

➨আপনার নিয়মিত উন্নয়নের ব্যাপারে দায়বদ্ধ হওয়া
➨জীবন থেকে নেতিবাচক উপকরণ দূর করুন
➨স্বার্থক কিছুঅভ্যাস গড়ে তুলুন
➨নিজেকে গড়ার জন্যই বিনিয়োগ করুন
➨নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করুন
➨কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না

একটি নেক জীবনের জন্য কীভাবে দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানার্জন করা যায়?

ফোকাস	কী	কীভাবে
দৃষ্টিভঙ্গি		
দক্ষতা		
জ্ঞান		

লেখক: তারবিয়াত সেক্রেটারী, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন ইসলামিক স্কলার, প্রশিক্ষক ও চিন্তাবিদ।

ইসলামে আমল ও আখলাক

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

আমলের অর্থ: العمل আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো: ভাল-মন্দ যে কোন কাজ বা কর্ম, তৎপরতা, চাকুরী ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন:

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ

যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তার অসততার পরিণাম তার উপরই বর্তাবে' (হামীম সাজদাহ: ৪৬)। অপর উদাহরণ:

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

'আর কোন কোন লোক রয়েছে এমন যারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অপর একটি বদকাজ'। (ইউনুস: ১০২)। সুতরাং আমল সবসময়ই ভাল এবং মন্দ উভয় অর্থেই ব্যবহার হতে পারে, আমল বললেই কেবল ভাল আমল বুঝায়না বরং মন্দ আমলও হতে পারে। যদিও আমাদের সমাজে আমল বলতে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ জন্য যখনই কোন ভাল আমলের কথা আল্লাহ বলেছেন, তখনই কুরআনে 'সালেহ' বিশেষণ যুক্ত করেছেন, যেমন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ

অর্থাৎ 'যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে; সে পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন (অধিক ভাল কাজ করার তৌফিক দেব, যাতে কম সময়ে বেশী ছওয়াব অর্জন করে) দান করব' (নাহল: ৯৭)। তাহলে একনজরে আমলের সারাংশ এভাবেই দাঁড়ায়:

* সাধারণভাবে আমল শব্দের অর্থ ভাল ও মন্দ দু'টোই

* তাই ভাল আমলকে 'সালেহ বা হাসান' আমল এবং

* মন্দ আমলকে আমলে সূ' বা 'সাইয়িআহ' বিশেষণ দিয়ে বিশেষায়িত করতে হবে

আখলাকের অর্থ: আখলাক শব্দটিও আরবী, যার অর্থ হলো চরিত্র বা চারিত্রিক তৎপরতা, ভাল আচরণ, সুন্দর ব্যবহার ইত্যাদি। তবে একই আরবী শব্দ যখন অধিক অক্ষর যুক্ত হবে তখন তার অর্থ অনেক বড় বা ভিন্ন হয়ে যাবে, যেমন: خلق খুলুক=চরিত্র, تخليق তাখলীক=পুরাতন, مخلوق মাখলুক=সৃষ্টিজগৎ, خلق খালক=সৃষ্টি, خلق এর এভাবে আরো অনেক অর্থ হতে পারে। আখলাককে ইংরেজিতে attitude ev character বলে। কোন মানুষের আখলাক ভাল বললেই বুঝায় আচরণ ও চরিত্রে তিনি একজন ভাল মানুষ। চরিত্র অর্থে কুরআনে এসেছে:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ হে নবী! 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' (সুরা নূন: ৪)। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা:) প্রিয় নবী (সা.) -এর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, كان خلقه القرآن অর্থাৎ 'কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র'। সুতরাং আমল হলো ব্যক্তির কেবল বাহ্যিক কর্মতৎপরতার রূপ বা আচরণ। আর আখলাক হলো কোন ব্যক্তির বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থার রূপায়ণ, যার প্রতিফলন ব্যক্তির চরিত্রে ফুটে উঠে এবং যার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনেকাংশে ইখলাস ও তাকওয়ার সাথে গভীরভাবে প্রোথিত। যে আখলাককে আমরা এককথায় জীবন চরিত বা সীরাহ বলি এবং পর্যালোচনা করে নিজেদের জীবনে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করি।

আখলাকের প্রকারভেদ:

যদিও আখলাকের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিধানে বলা হয়েছে উত্তম চরিত্র মাধুর্যের জন্য যতগুলো গুণের প্রয়োজন সবগুলোই আখলাক (اخلاق) শব্দটি দ্বারা বুঝায়। আখলাক দুই প্রকার। যথাঃ

১। আখলাকে হাসানাহ অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্র।

২। আখলাকে সাইয়্যিআহ বা ক্বিহা তথা মন্দ বা ঘৃণিত স্বভাব চরিত্র।

ইসলামী জীবনধারায় আখলাকের মূল কথা চারটি:

- ইসলামী জীবন ধারার মূল চালিকা শক্তি বা নিয়ামক হলো আখলাক যার কোন বিকল্প নেই
- এ গ্যারান্টিযুক্ত আখলাক অন্য কারো কাছ থেকে ধার করতে মিলেনা, ধার করলে মিক্স হয়ে যায়
- আর মিক্স জিনিষ সচেতন ক্রেতাদের কাছে নকল বা ভেজাল হিসেবেই পরিচিত এবং অচল

- এটি একমাত্র মুহাম্মদ (সা.) থেকেই নিতে হবে, নতুবা ঈমানের মধ্যে পচন ধরা শুরু হবে

তাই আল্লাহ অপরিবর্তনীয় সর্বোত্তম আখলাক দিয়ে নবীকে পাঠিয়ে বলেছেন

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর (জীবন চরিত/সীরাতে) মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা রয়েছে' (আহযাব: ২১)। আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

'বলুন, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে হুবহু অনুসরণ কর' (সুরা আলে-ইমরান: ৩১)।

এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) বলেছেন-

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

'তোমাদের কেউ সত্যিকার মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ আমি নবীকে তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তানদের চাইতে এমনকি সকল মানুষের চাইতেও অধিক ভাল না বাসবে' (বুখারী)। আর তাঁকে ভালবাসার অর্থই হলো তাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা। এ কারণেই নবী করীম (সা.) অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন

صلوا كما رأيتموني اصلي

'তোমরা আমার মত করে নামাজের মত ইবাদত হুবহু পালন করো'। তাই তাঁর অনুসরণে তা করা হলে আল্লাহ তা কবুলও করবেন। উম্মতের হজ্জের মত ফরয ইবাদতের ব্যাপারেও বলেছেন, 'তোমরা সরাসরি আমার কাছ থেকে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা গ্রহণ করো' অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছামত অথবা কারো নিয়মে হাজ্জ সম্পাদন করে ফেললেই হজ্জ হবেনা, বরং আমাকে দেখে দেখে হাজ্জ সম্পাদন করো। এ আয়াত বা হাদীস কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মুমিনের জীবনের সকল দিক ও বিভাগব্যাপী কার্যকর। নবী করীম (সা.) আখলাককে আরো গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন

مَا مِنْ شَيءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَومَ القِيامة مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ،

'পরকালে মু'মিনের ওজনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র'। আর যাঁদের উত্তম আখলাক পাল্লায় ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে,

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আল্লাহ বলেন, 'যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম' (সুরা মু'মিনূন: ১০২)। এ ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে, একজন মু'মিন তার জীবনে নবী মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বোত্তম মডেল ধরে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে তাঁকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকতে হবে, আর নবী হিসেবে তাঁকে মানার স্বার্থকতা এখানেই।

সাহাবী, তাবেয়ী ও মনীষীদের বক্তব্য:

কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য ছাড়াও আখলাকের উপর এবার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, তাঁরা তাঁদের জীবনের রন্দ্রে রন্দ্রে নবী (সা.) -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, এমনকি রাসুল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি সবাইকে দাঁড়িয়ে রেখে বললেন, আমি একটু আসি; এ কথা বলে তিনি কিছু দূর গেলেন এবং সেখানে প্রশ্রাব করার বাহানার মত করে ফিরে এসে বললেন রাসূল (সা.) আমাদেরকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রেখে এই স্থানে প্রশ্রাব করেছিলেন। তাই আমিও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের উদ্দেশ্যে এমনটি করেছি। অথচ আমার প্রস্রাবের কোনই বেগ ছিলনা (রিজামুন হাওলার রাসূল: ৩২৩ পৃঃ)। যাতে নবী (সা.) পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয়, কেননা আমাদেরকে তাঁর সকল কাজে হুবহু অনুসরণ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন

وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ

"এটা এ কারণে যে, যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের যেন পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন" (সুরা মুহাম্মদ: ৩)।

ইমাম আবু হানীফা (রা:) এর মতামত: তাসদীক্ব-(অন্তর দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস), একরার-(মৌখিক ঘোষণা), আমল বিল আরকান-(বাস্তবে কার্যে পরিণত করে স্বাক্ষ্য পেশ করে দেখায়), তবে খেলাফ স্বাক্ষ্য পেশ করলে সে হবে ফাসিক্ব'।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'মানুষ তার নিয়তের ভিত্তিতে যেসব আচরণ প্রকাশ করে, তাই তার আখলাক্ব'। আর 'নিয়তকে ক্বলবে গোপন রেখে কেউ যদি বাইরে এর খেলাফ আচরণ প্রকাশ করে, তাহলে এটাই নেফাক্ব'।

এ ব্যাপারে মাওলানা মওদুদী রাহি: বলেন, 'মু'মিনের আখলাকের দাবী হলো, যে মু'মিন তাঁর দৈনিক কার্যক্রম, জীবন প্রণালী ও চরিত্রের মধ্যে বিশ্বনবী (সা.) কে অনুসরন করে এবং বিশ্বে মানবতার সামনে তাঁর কর্মসূচি ও চরিত্র দ্বারা এ কথার প্রমাণ পেশ করতে কোন পরোয়া করেনা, সেই প্রকৃতপক্ষে আখলাক ওয়ালা (নবী ওয়ালা কাজের) মানুষ' ইসলামী সংস্কৃতির মর্ম কথা: ১০৭ পৃঃ।

ইমাম হাসানুল বান্না রাহি: -এর উক্তি রয়েছে, 'কালিমার ঘোষণার পর যে ব্যক্তি তাঁর জীবনভর এ কালিমার বিপ্লবী ধ্যান-ধারণাকে জগতের সামনে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাবে সেই প্রকৃত আখলাকের উপর দাঁড়িয়ে আছে' 'যার কথায়-কাজে ইসলামী আদর্শের নমুনা প্রকাশ পাবে, পৃথিবীর মানুষরূপী শয়তান অথবা কারো প্রভাবে চরিত্রে কোন বৈপরিত্ব আনবেনা, এমনকি ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলতে গেলেও আপোস করবেনা এবং আহলে কিতাব ধারীদের পরিবর্তিত চরিত্রের অনুসরণ করবেনা, সেই দাঈ ইলাল্লাহ বলে স্বীকৃত'

এ আখলাক এম.সি.এ এর মেম্বারদের জন্য এতটা আবশ্যক কেন?

এম.সি.এ সংগঠনটি যেহেতু একটি ইসলামী সংগঠন, তাই এর মধ্যে যারাই একত্রিত হবেন এবং এর নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান ও ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ মেনে চলতে যেহেতু তারা একমত হবেন,

তাঁদের একটি বিশেষ পরিচিতি বহন করে চলেন বা চলতে বাধ্য বলে সমাজে স্বীকৃতি থাকতে হবে, যেমন-

* মেম্বারগণ যেহেতু কিছু লিখিত নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন বলে শপথ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন

* দীর্ঘ দিন প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজের জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন

* সুরা আত-তাওবাহর ১১১ নং ও সুরা আনআমের ১৬২ ও ১৬৩ নং আয়াতের আলোকে ওয়াদাবদ্ধ হন

* সদস্য হতে সংবিধানের শপথের শর্তাবলী মেনে চলতে স্বেচ্ছায় একমত হন, যেমন:

ক. দুনিয়াবী সকল ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবেন এবং নবী (সা.) কে অনুসরন করবেন

খ. দুনিয়তে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জন করে চলবেন,

গ. কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হবেন এবং সত্যিকার ইসলামকে অগ্রাধিকার দেবেন

ঘ. সংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের ন্যায়ানুগ বিষয়ে আনুগত্য করবেন

ঙ. তাঁদের ভুল-ত্রুটির প্রকাশ্য সমালোচনা না করে বরং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সংশোধন করবেন

চ. সংগঠনের সকল কাজে (শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে) সক্রিয় থাকবেন

ছ. নিজ আয়ের নির্ধারিত একটি অংশ মাসিকভাবে ইয়ানত দিয়ে যাবেন, ইত্যাদি।

সুতরাং এ শপথের আলোকে এম.সি.এ-এর মেম্বারদের জন্য ৩ টি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হচ্ছে নিম্নরূপ:

- ইবাদতে যেমন নবী (সা.) কে হুবহু অনুসরন করা ফরয, তেমনি সংগঠনিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রিয় নবী (সা.) -এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা জরুরী, কেননা তাঁকে হুবহু বা যথাযথ অনুসরণ করাই হচ্ছে মু'মিনের আখলাকের আসল চেতনা। যার মধ্যে একজন মেম্বারের জাগতিক শান্তি ও পরকালীন চূড়ান্ত মুক্তি বা নাজাত নিহিত।
- আহলে কিতাবদের মত অমুসলিম দেশে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ-বর্জন, চাকুরী করা বা নাকরা, রাজনৈতিক দর্শন, দেশের প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সামাজিক সহাবস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈমান ও আখলাক বিরুধী যেসব নীতি আহলে কিতাবদের রয়েছে, তা অবশ্য পরিতাজ্য।
- বরং প্রত্যেক মেম্বারকে পরিবার ও সমাজে সংবিধানের আলোকে (কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক) এমন আখলাক অর্জন করা জরুরী, যাতে অন্যরা দেখে নাক চিটকানোর পরিবর্তে আমাদের অনুসরন করতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলেই আমরা কমিউনিটির কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবো। এ গ্রহণযোগ্যতা বা সমর্থন পেতে হলে ইসলামের আখলাক বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং আখলাক অর্জন করে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে তার মার্কেটিং করতে হবে।

আখলাক প্রকাশের ক্ষেত্রসমূহ: আখলাকের মার্কেটিং এর স্থল বা আখলাক প্রকাশের ক্ষেত্র তিনটি। যথা:-

এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) -এর প্রতি আচরণ:

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও রাসূল (সা.) এর আনীত জীবনাদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস সঠিক বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আনীত শরীয়তকে মানুষের মতের উপর প্রাধান্য দান এবং তা হুবহু মেনে চলা।

দুই. নিজের সঙ্গে সদাচরণ:

নিজের সঙ্গে সদাচরণ করার অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট না দেয়া। যেমন অসুস্থ হলে ওষুধ সেবন করা, পরিমিত খানা ও ঘুমানো, দৈহিক শ্রম দেয়া, প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে চলাফেরা করা, বিপদে ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহকে মেনে চলার জন্যে মানবতাকে উন্মোক্তভাবে আহ্বান জানানো ইত্যাদি।

তিন. অন্যান্য মানুষ এবং জীব-জন্তুর সঙ্গে সদাচরণ:

যেমন পরিবার ও অন্যান্য মানুষের সাথে সদাচরণ, সত্য বলা, কষ্ট না দেয়া, আমানত রক্ষা করা ইত্যাদি। অন্য জীবের সঙ্গে মানুষের জীবনে বহু ঘনিষ্ঠতা আছে। সেখানেও প্রয়োজন হয় আচার আচরণের। ঈমান আনার যেমন আদেশ আছে তেমনি নিজেকে সব পাপ কর্ম থেকে বাঁচানোর আদেশও আছে। অন্য মানুষের সঙ্গে যেমন ভালো আচরণের হুকুম ইসলাম দিয়েছে, তেমনি ভাষাহীন প্রাণীর সঙ্গে সদাচরণের হুকুম ইসলাম দিয়েছে।

আমল ও আখলাক উন্নত করার ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে:

মু'মিনের আখলাক সৃষ্টি ও তা ক্রমান্বয়ে শাণিত করা অথবা ধরে রাখার ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সবখানেই রয়েছে। এজন্যই নবী করীম (সা.) বলেছেন الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر "দুনিয়া হচ্ছে মু'মিনের জন্য জেলখানা তুল্য আর কাফেরদের জন্য হচ্ছে জান্নাত তুল্য" (ছহীহ মুসলিম)। অতএব আমল ও আখলাক্ব উন্নত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার তালিকা করলে শেষ হবেনা, আমরা নীচে বাস্তবভিত্তিক কিছু প্রতিবন্ধকতার সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করব যা মেম্বারদের জীবন থেকে দূর করা জরুরী:

* নফসের ব্যাপক তাড়না ও অত্যধিক পার্থিব চাহিদা
* শয়তানের অহরহ প্ররোচনা এবং বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ
* একজন মু'মিন হিসেবে ইসলামের স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জনের প্রচন্ড অভাব
* অপর মানুষের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত 'হাওয়া' বা কুমন্ত্রণার শিকার হওয়া এবং তা বিশ্বাস করে বসা
* বাজারে প্রচলিত ধ্যাণ-ধারণার মধ্যে নিপতিত হয়ে ইসলামী আন্দোলনের স্পিরিট হারিয়ে ফেলা
* ইসলামের উপর অবিচল বিশ্বাসের পরিবর্তে বিভিন্নমুখী কথা শুনে সন্দিগ্ধ হয়ে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়া
* আল-কুরআনের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট না থাকার কারণে ঈমানী স্পিরিট ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলা
* বেখেয়ালীপনার কারণে দৈনিক ইবাদতে মনোযোগ মিস করে দায়সারাগোছের ইবাদত করা
* চরম অমনযোগীতার কারণে দৈনিক যিকর বা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া

* পরিবার ও সমাজের চাপে শির্ক-বিদআতের প্রচন্ড বেড়াজাল থেকে বের হতে না পারা

* পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অহরহ কলহ-বিবাদ ও পরিণতি

হিসেবে তালাকের ব্যাপকতা

* নিজে ও সন্তানদের বিপথে চলা ও ফিরিয়ে আনতে পিতা-মাতার চরম ব্যর্থতা

* জীবন চলার পথে অসংখ্য হারামের হাতছানি ও বিবিধ লোভে নিজে জড়িত হয়ে পড়া

* কোন কোন ক্ষেত্রে সোসাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও তার কুপ্রভাবে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলা

* পরিবার ও সমাজের প্রতিযোগীতামূলক আর্থিক ডিমান্ডকে প্রাধাণ্য দান

* পাশ্চাত্যের মারাত্মক সাংস্কৃতিক প্রভাব: (অতি আধুনিকতা, লিবরেলিজম অথবা ধর্মান্ধতা...)

* আদর্শিক দ্বন্দ্বে পড়ে ঈমানের সরল পথ ত্যাগ করে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া (এক্স মুসলিম...)

* বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ব্যাধির প্রাধান্য: (ড্রাগ, মাদকতা, অবাধ যৌন চর্চা, পারিবারিক হিজাব না মানা)

* হালাল-হারাম বিচার না করে বিলাসী জীবন-যাপন ও অধিক রোজগারের ধান্ধায় সময় নষ্ট করা ইত্যাদি।

এম.সি.এ'র মেম্বার হওয়া মানে একজন মু'মিনের ফেরেশতা হয়ে যাওয়া নয় যে, তার জীবনে আর ভুল-ভ্রান্তি হবেনা বরং তিনি শপথের আলোকে ধীরে ধীরে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে ভাল মানুষ হবার দ্বারপ্রান্তে মাত্র প্রবেশ করেছেন। যাতে করে একজন ভাই বা বোনের সঠিক ইসলামের পথে নিজেকে পরিচালনা করতে পারস্পরিক সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয় এবং সংঘবদ্ধ থাকার কারণে শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। কেননা শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যেই আমরা মূলত: নবীর কথায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে শিখেছি, অন্যথায় একা থাকলে শয়তান সহজে তার শিকারে পরিণত করে ফেলবে, যার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

আমাদের প্রজন্মদের প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ

শুধু নিজের হিসেব কষলে হবেনা, বরং আগামী প্রজন্মের হিসেব করার এখনই সময়, নচেৎ তাঁরা আমাদের হাত থেকে হারিয়ে যাবার পর কান্নাকাটি করলেও লাভ হবেনা। বিশেষত: ইউরোপে এ চ্যালেঞ্জগুলো অনেক বেশী। যেগুলোতে আমরা কোন রকম পার পেয়ে গেলেও আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষে মোকাবেলা করা অতীব কঠিন; সেগুলো আমরা যদি নোটিশ না করি তাহলে আমরা এম.সি.এ'র মেম্বার থেকেই বা লাভ কি? তাই আমাদের ভাল মুসলিম থাকতে চেষ্টা করা যেমন জরুরী, আরো বেশী জরুরী হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে চ্যালেঞ্জগুলো অবহিত করা এবং তাদেরকে এগুলোর মোকাবেলা করার পথ ও দিক নর্দেশনা দিয়ে যাওয়া। যেহেতু অনিচ্ছা থাকলেও আমাদের সন্তানদের আখলাক্ব গঠন করার পুরো দিনের মূল্যবান সময়টি তাদের হাতেই সোপর্দ করে দিতে হয়। কাজেই তাদের জন্য এ চ্যালেঞ্জগুলো কি কি আসুন! আমরা একটু ভেবে দেখি:

- আমাদের মুসলিম সন্তানটি নার্সারী থেকে কলেজ (৩ থেকে ১৮ বছর) পর্যন্ত সারাদিন তাদের হাতে
- সিলেবাসের পাঠ্য বইপত্র এবং ন্যাশন্যাল কারিকুলামের অধীনে পড়ালেখা করে পাশ করার প্রতিযোগিতা
- আমাদের ঘরগুলোতে টিভি, সন্তানদের হাতে অনিচ্ছায় হলেও মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ইত্যাদি
- তাদের স্কুলের গুরু (মেন্টর) বা শিক্ষকদের চিন্তা চেতনা ও ভাবধারার (আইডুলজিক্যাল) প্রভাব
- চিন্তা-চেতনায় অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের মুসলিম সন্তানদেরকে ইসলাম থেকে সরানোর লেসন দান
- তাদের চলার সঙ্গী এবং বন্ধু-বান্ধবদের (পিয়ার গ্রুপ) চলাফেরা ও সংস্কৃতিগত বাস্তব প্রভাব
- সহজে ফ্রীতে পাওয়া ও অসত সঙ্গ-এর প্রভাবে স্কুল জীবন থেকেই হারাম সম্পর্কে জড়িত হয়ে যাওয়া
- স্কুল-কলেজে মুসলিম সন্তানদের জুমা সহ দৈনিক ফরয নামায না পড়ার স্থায়ী অভ্যাস গড়ে উঠা
- শিক্ষা সমাপন করে কাজ পাওয়া ও সন্তান কোন পরিবেশে কাজ করে তা আরেক চ্যালেঞ্জ
- স্কুল-কলেজের এ বয়স শেষ হতে না হতেই বিয়ে-শাদী করা বা দেয়ার আরো বড় চ্যালেঞ্জ

তাছাড়া একটি সন্তানের কচি বয়সে সুকুমার বৃত্তিগুলো নষ্ট হবার অন্যান্য সহজলভ্য উপাদান আরো অনেক আছে, যা আমরা পিতা-মাতারা কিছু জানি আর অনেকগুলো আমাদের অজানা, যেমন: ধর্মহীন শিক্ষা, কচিদের যৌন শিক্ষা, লিঙ্গ পরিবর্তন, ক্রিসমাস ইত্যাদি। যা সন্তানরা আমাদের সাথে ভুলেও শেয়ার করতে চায়না বা করেইনা। এ ব্রিটিশ মুসলিম সন্তানগুলোকে কিভাবে মুসলিম রাখার জন্য ইসলামের আখলাক উপহার দেয়া যায় তার ব্যবস্থা করা আমাদের এম.সি.এ'র শপথের মেম্বার ও সর্বোপরি কর্মীদের জন্য খুব বড় ধরণের একটি চ্যালেঞ্জ। ইসলামী আখলাক সৃষ্টি ও পরিচর্চার বেলায় সন্তান ইউরোপিয়ান হোক অথবা এশিয়ান চ্যালেঞ্জগুলো তাদের সামনে আসবে এবং তাদেরকে তা মোকাবেলা করতেই হবে, তাই তাদের তা জানাতে হবে। চ্যালেঞ্জ মূলত চার ধরণের, যথা:

১. আক্বীদা বা বিশ্বাসগত: ট্রিনিটি, গডলেস, ক্রিসমাস, বাইবেলের দাওয়াত, ইত্যাদি

২. সংস্কৃতিগত: সাথে থেকে থেকে তাদের মত করে চলা, খাওয়া, পরা, এককথায় তাদের বন্ধুত্বের প্রভাব

৩. ব্যক্তিগত: ব্যক্তি যখন স্বাধীনচেতার বয়সে পৌঁছে তখন পিতা-মাতার চাইতে বন্ধুর কালচাড়ে বেড়ে উঠে

৪. সামাজিক: পরিবার থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তি চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ তার সংস্কৃতির কাছে পরাজিত হতে বাধ্য, যার ফলে মাতা-পিতা-এম.সি.এ'র কর্মী-মেম্বার হলেও একসময়ে সন্তান ইসলাম হারাতে বসে। তাই সন্তানদের সঠিক দ্বীনের উপর রাখার উপায়গুলো স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের সবাইকে নিজ নিজ চিন্তা-গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করতে হবে, যেহেতু আল্লাহ আমাদের পরিবার বাঁচাতে কুরআনে হুকুম দিয়েছেন এই মর্মে যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুনের দাউ দাউ করা আযাব থেকে রক্ষা কর" (সুরা আত-তাহরীম: ৬)।

এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার বাস্তব উপায় কি হতে পারে

উপরউক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার বাস্তব উপায় অনেক রয়েছে, কিন্তু পরিসর দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই অতি জরুরী কতিপয় বাস্তব উপায় এখানে সন্নেবেশিত হলো, বাকিগুলো এম.সি.এ'র মেম্বারদের খুঁজে বের করতে হবে:

* শয়তানের প্ররোচনা ও চ্যালেঞ্জ থেকে বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করা: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ আল্লাহ বলেন 'যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কোন কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন' (হামীম সাজদাহ: ৩৬)। অর্থাৎ ১. বেশী করে أعوذ بالله ... পড়া, ২. সুরা ফালাক্ব ও নাস পড়া, ৩. শারিরীক ও মানসিক প্রশান্তি পেতে কুরআন ও হাদীস থেকে রুকইয়া করা, ৪. অন্যান্য দোয়া পড়ে আল্লার আশ্রয় কামনা করা, যেমন: رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি' (সুরা মু'মিনূন: ৯৭)।

***নিয়মিত তাওবাহ-ইস্তিগফারসহ যিকরের সাথে কানেক্টেড থাকা:**

'হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর'।

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

'আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর ফিরে আস তাঁরই কাছে। তাহলে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে আরো বেশী করে দেবেন'। (সুরা হুদ: ৩)। সুতরাং মুমিন সর্বদা কানেক্টেড থাকবে তাঁর রব্বের সাথে যিকর-আযকার ও তাসবীহের মাধ্যমে, যাতে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শয়তানের খপ্পরে পড়ে না যায়। যেমন আল্লাহর যিকরের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর' (আহযাব: ৪১।

*আল-কুরআনের সাথে নিগুঢ় সম্পর্ক রাখা: তাছাড়া কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর যিকরের আরেক বড় উপায়, তাই মু'মিনদের আল্লাহ কুরআনের জন্য বাছাই করেছেন, তিনি বলেন:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি' (ফাতির: ৩২)। সুতরাং তাঁরা যেন নিমিত কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করে এবং এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে, তাহলে কুরআন তাঁদের জন্য পরকালে সুপারিশ করবে। নবী করীম (সা.) বলেছেন,

الصوم والقرآن يشفعان يوم القيامة

'সাওম এবং কুরআন পরকালে আল্লাহর কাছে তার আহলের জন্য শাফায়াত করবে'। কিন্তু যে বা যারা দৈনিক যিকর-আযকার বা কুরআনের সাথে কানেক্টেড হবেনা তাদের জন্য অনাকাংখিত হলেও আল্লাহ শয়তান নিয়োজিত করে দেবেন:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকর (কুরআন পড়া/যিকর-আযকার করা) থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী' (যুখরুফ: ৩৬)। কুরআনের সাথে সম্পর্ক না থাকার ভয়াবহ পরিণতি মেম্বার হিসেবে আমাদের জানা জরুরী। তাই কুরআন তিলাওয়াত সহ অধ্যয়ণ করে বুঝে বুঝে পড়ে জীবন গড়া যেখানে সকল মু'মিনের উচিত, সেখানে আমাদের মেম্বারদের জন্য তার কোন বিকল্প নেই।

***ঈমান বিধংসী শির্ক-বিদআত থেকে বাঁচা:**

এটা সর্বজন বিদিত যে, ইসলামে আসার পূর্বে সাহাবীগণের অধিকাংশই মুশরিক বা পৌত্তলিক ছিলেন, এমনকি শেরেকী ধ্যাণ-ধারণা বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের চরিত্রে ছিল। যা রাসূল (সা.) এর প্রচেষ্ঠায় ও সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়েছে। ঐ সময়ে শির্কের যে দৌরাত্ব ছিল, তা আজকের ইউরোপের শির্ক থেকে কম ছিলনা, যেমন: এক আল্লাহর স্থলে দেবতাদের বিশ্বাস, হুবল মানাত ও লাতের প্রতি শ্রদ্ধা ও পুঁজা, ৩১৩ মূর্তির কাবাগৃহে অবস্থান; এসব ইউরোপ থেকে কোন অংশে কম নয়। তাই আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যে, রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে আমাদের থেকে আরো শক্তিশালী ইউরোপিয়ান জাহেলিয়াতের মধ্যে ছিলেন। ঐ কঠিন সময়ে যদি তিনি তাঁর সাহাবীদের আখলাক গড়ে থাকেন ওহীর ইলম দিয়েই, তাহলে আমাদের ইউরোপিয়ান সাজার পরিবর্তে সে ওহীর ইলম দিয়ে তা পরিবর্তন করার সাহস করতে হবে, নচেৎ আম যাবে ছালাও যাবার প্রচন্ড ভয় রয়েছে। তাই প্রথমে শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে সরাসরি বলেছেন, শির্ক করলে জাহান্নাম ওয়াজিব, যেমন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' (সুরা মায়েদা: ৭২)। অপর আয়াতে এসেছে,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ ছিল, যদি আপনি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' (সুরা যুমার: ৬৫)।

إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار

'সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম হেদায়েত হলো নবী (সা.) প্রদত্ত হেদায়েত, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে নব আবিষ্কার, প্রত্যেক নব আবিষ্কার হচ্ছে বিদআহ, আর প্রত্যেক বিদআহ হচ্ছে ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার শেষ ঠিকানা হচ্ছে

জাহান্নামের আগুন' (নাসায়ী: ৩/১৮৮) আম্মাজান আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের এই দ্বীনের ভেতর কেহ নতুন কিছু সংযোজন করলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য' (মুসলিম: ১৭১৮)।

*ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাওয়াতী কাজ করা: যাতে অমুসলিম দেশে অন্যান্য ভাল মুসলমানদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকা যায়, কেননা আল্লাহ হুকুম করেছেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

'আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (আলে-ইমরান: ১০৩)। দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ

'হে নবী! আপনি আল্লাহর পথে আহবান করুন জ্ঞানের কথা ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে' (নাহল: ১২৫)। নবী জীবনের উপর সেমিনার করে মানুষকে কেবল ওয়াজ করলে হবেনা, বরং বাস্তব জীবনে নবীকে পদে পদে অনুকরণ করার মহড়া প্রদর্শন করাই মেম্বারদের শপথের মূল দাবী। তাই দাওয়াতী কাজকে মেম্বারদের জীবন মিশন হিসেবে গ্রহণ করা জরুরী।

* হারাম বর্জন করে জীবন-যাপন করা, যেমন:

ইউরোপিয়ান সমাজে হারামের অভাব নেই, তবুও কতিপয় জঘন্য হারাম সম্পর্কে আলোকপাত করছি, সুদের লেন-দেন, মদের ব্যবসা বা মাদকতা, ফ্রী মিক্সিং, ড্রাগ, ধর্মীয় আপসকামিতা, অবাধ যৌনতা, লিঙ্গ পরিবর্তন, সোশ্যাল মিডিয়ার অবাধ ব্যবহার ইত্যাদি।

১. প্রথমত সুদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের উপর দেয়া যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও"। (বাক্বারা: ২৭৮-২৭৯)। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন,

لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه

"সুদ যে খায়, যে কারবার করে, যে ইনভয়েস লিখে দেয় এবং যারা তার স্বাক্ষী হয় সবার উপর রাসূল (সা.) অভিশাপ করেছেন" (মুসলিম: ১৫৯৮)

২. তারপর মদ, জুয়া, প্রতিমা ইত্যাদি নিষিদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারকসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে তোমরা বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও" (সুরা মায়েদা: ৯০)। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ ، وَلَا يَبِعْ

"আল্লাহ তা'লা (উপরউক্ত আয়াত দ্বারা) মদ হারাম করেছেন, অতএব যার কাছে এই আয়াত পৌঁছবে সে যেন আর মদ না পান করে এবং মদের ব্যবসা না করে" (মুসলিম: ১৫৭৮) এ হুকুম শুনা মাত্রই সাহাবীগণ (নতুন-পুরাতন) মদসহ মদের সবগুলো বোতল মদীনার অলিতে-গলিতে ভাসিয়ে দিয়েছেন, যাতে শুনা মাত্রই আয়াতের উপর তাঁরা আমল করেন।

৩. অন্যান্য হারামের ব্যাপারে তাদেরকে দায়ী করে আল্লাহ তালা বলছেন,

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

'আচ্ছা তোমরা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের ব্যবহারের জন্য অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল দেখি, আল্লাহ কি তোমাদের এগুলোর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি (তোমরাই গ্রহণ করে উল্টো) আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ? (ইউনুস: ৫৯।) অন্য আয়াতে এসেছে,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

'তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল কখনোই হবে না' (সুরা নাহল: ১১৬)। সমাজে হারামের ব্যাপক প্রচলন আছে বলেই হারাম গ্রহণ করে ফেলবেন, না তা করা যাবেনা; বরং তা করা ঈমান বিরোধী আখলাক। অথচ হারামকে হারাম জেনে পরিহার করা একজন মেম্বারের শপথের দাবী।

৪. যৌন বিকার গ্রস্থতা: অপর আয়াতে বিকৃত যৌনাচারের ব্যাপারে আল্লাহর সাবধান বাণী দেখুন, নবী লূত (আ.) সময়ে শুরু হলেও বংশ পরম্পরায় আজ তা ইউরোপে বিভিন্ন সংসদীয় আইনের মর্যাদা পেয়ে গেলেও তা আসলেই হারাম। যা চরম বিকৃত যৌনাচার বলে ইসলাম মুমিনদেরকে সাবধান করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

'এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ার কেউ করেনি? তোমরা তো নারীদের স্থলে বিকৃত যৌনাচারের উদ্দেশ্যে পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ' আমার নবীর কথা না মানার কারণে আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করে শাস্তি দিলাম। (সুরা আ'রাফ: ৮০-৮১)। তবুও তারা তাদের বিকৃত আচরণ জারী রাখল, যার ক্রমধারা ও ভোগান্তি আজ ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ডেভেলাপ হয়েছে এবং এ নোংরা পরিবেশ ও ইসলামের সঠিক শিক্ষার অভাবে আমাদের মুসলিম প্রজন্ম তাদের এ অপকর্মের সহজ শিকার হতে চলেছে। এমনকি স্কুল কলেজের সন্তানদেরকে সেক্স এডুকেশনের নামে আজ তাদের এ লজ্জাহীন নোংরামীর শিকারে পরিণত করছে। আজ মুসলমানের

সন্তানরা এসব বেহায়াপনা শিখে চলেছে, আমরা এদেরকে কিভাবে পরিবর্তন করতে পারবো? এ নিয়ে বিলেতের মুসলিম কমিউনিটি যারপর নেই উদ্বিগ্ন এবং উৎকণ্ঠিত। সুতরাং আখলাক কেবল নিজের বেলায় নয়, বরং সন্তাদের বেলায় আরো বেশী প্রযোজ্য।

***আহলে কিতাবদের দর্শন গ্রহণ ও তাদের সাথে আপসকামীতা:**

নবী ও সাহাবীগণ আমাদের থেকে অধিক ইউরোপিয়ান ছিলেন, তা সত্বেও তারা আহলে কিতাবদের সাথে আখলাকের ব্যাপারে একটুও আপোষ করেননি, বরং তাঁরা সর্বদা আপসহীনতার সাথে শক্ত অবস্থানে ছিলেন।

কেননা আহলে কিতাবদের চিন্তা-চেতনা ও তাদের দার্শনিক খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন,

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

'এবং (আহলে কিতাবদের) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আর নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভূলে যায়' (সুরা সোয়াদ: ২৬)। তারা তাদের নবীর আনীত শরীয়তকে বিকৃত করেছে এবং আল্লাহর কিতাবকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করে ছেড়েছে। নিজেদের পছন্দ না হলে আল্লাহর আয়াতের হুকুম পাল্টে দিয়েছে। দ্বীনের মূল আকীদাগত বিষয়ে আহলে কিতাবদের সাথে কোন আপোস করা যাবেনা, বরং মজবুতির সাথে ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকতে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, আল্লাহ বলেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

'ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল আসল পথ' (বাক্বারা: ১২০)। সুরা ফাতিহার শেষ আয়াতে তাদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ প্রতিদিন সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

'সে সমস্ত লোকের (ইয়াহুদী) পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং তাদেরও নয়, যারা (খৃস্টান) পথভ্রষ্ট হয়েছে' (সুরা ফাতিহা: ৭)। অতএব সমাজে সহাবস্থান একজিনিস আর তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসরণ বা অনুকরণ অন্য জিনিস, যা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে এ আয়াতগুলো পরিস্কার ম্যাসেজ দিচ্ছে। যার ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে, সহাবস্থানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দোষনীয় না হলেও ধর্ম চিন্তায় পরিবর্তন অবশ্যই দোষনীয়। কেননা মু'মিন তার মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনায় কোন পরিবর্তন আনতে পারবেনা। যে আপোসহীন চেতনার শিক্ষা আমরা সুরা কাফিরুনের শানে নুজুল থেকে পাই। অপর আয়াতে আপোসকামিতার পরিবর্তে আল্লাহ আমাদের দ্বীনের উপর অবিচলতার সাথে সুদৃঢ় থাকতে বলেন।

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ

'সুতরাং আপনি আমার হুকুমের উপর অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বরং বলুন, আল্লাহর নাযিল করা কিতাবেই আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি' (সুরা শুরা: ১৫)। সুতরাং ইউরোপে বসবাস করে কোন কোন লোক ইউরোপের দোহাই পেড়ে নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলছে, এটি তাদের নিছক ঈমানী দুর্বলতা বৈ কিছুই না। যারা এ জাতীয় বিশ্বাস রাখত বা মৌলিক বিশ্বাসে মিশ্রণ করত তাদের ব্যাপারে নবী (সা.) কে হুশিয়ার করে আল্লাহ তা'লা জিজ্ঞেস করছেন হে নবী! আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা নিজের নাফসকে ইলাহ বানিয়েছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর ইত্তেবা করতে বসেছে।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর ফেলে রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না"? (জাসিয়া: ২৩)।

অতএব এ জাতীয় মুসলমানদেরকে চিনে পরিহার করা এম.সি.এ'র সকল জনশক্তি তথা মেম্বারদের শপথের দাবী। অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটি যেভাবে ইসলাম ও ইসলামী ধ্যাণ-ধারণা নিয়ে এখানে বসবাস করছে, সেভাবেই আমাদেরকেও মজবুত ঈমানের সাথে ইউরোপে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এটিই হল, মুসলমানের ইসলামের উপর মজবুতির আলামত, যা আপসহীনতার আসল পরিচয় বা আখলাক। তাদের কিছু আলামত হলো:

- ইসলামের আবরণে থেকে আধুনিকতার নামে ধীরে ধীরে মৌলিক বিশ্বাসে শিথিলতার জন্ম দান
- ইসলামের মধ্যপন্থার নামে তাদের কালচারকে নিজেদের মধ্যে এডপ্ট করার মানসিকতা
- এ ব্যাপারে নিজেদের পক্ষের মানুষ প্রদত্ত মতামতগুলোকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া
- এবং অতি সুকৌশলে কুরআন-হাদীসের মতামতগুলোকে পাশ কেটে চলে যাওয়া

***বিলাসী জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ও অধিক দুনিয়া লোভী না হওয়া:**

দুনিয়া লোভী ও বিলাসী না হতে আল্লাহ বলেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

'যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না' (সুরা হুদ: ১৫)।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পার্থিবজীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ দিয়েছি দুনিয়াতে পরীক্ষা করার জন্যে। হে নবী! আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি আদৌ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আফসুস করবেন না। বরং আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিকই আপনার জন্য উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী' (সুরা তাহা: ১৩১)।

তাই এম.সি.এ-র প্রত্যেক মেম্বারেরই দুনিয়া অর্জনের একটা লিমিট ঠিক করে ফেলা উচিৎ যে, আমার এত টুকুন আয়-রোজগার হলে চলবে। অন্যথায় জীবনভর শুধু রোজী করাই হলো, কিন্তু পরিশেষে ভাগ্যে শান্তি জুটেনি। কারণ তলা বিহীন ঝুড়িতে শুধু মাল জমাতেই থাকলাম, কিন্তু ভোগও করতে পারলামনা। এদিকে সময়ের অভাবে পরিবারে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি, সন্তান ও স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি হয়েছে, সুন্দর মনে ইবাদত করা যায়নি, দাওয়াতী কাজ বা কুরআন শিক্ষাসহ নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য সময় মিলেনি ইত্যাদি।

কিভাবে সর্বোচ্চ আমল ও আখলাক অর্জন করা যাবে

আমল যেহেতু কেবল বাহ্যিক আচরণের নাম, তাই উপরের আলোচনা থেকে পার্থিব জীবনে আমলী হওয়ার চাইতে সকল মেম্বারকে বরং আখলাকী হওয়া জরুরী প্রতিভাত হলো। আখলাক অর্জনের মূল উপাদান ৫টি:

- আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বনে সচেতনতার সাথে আবদ্ধ হওয়া
- আল্লাহর কথা শুনা ও নবী (সা.) এর তরীকা মত জীবন পরিচালনা করা
- মেম্বার হিসেবে শপথের শর্তাদি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা সময় সময় পর্যালোচনা করা
- আল্লাহর সাথে কানেক্টেড হয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে দৈনিক সালাত আদায় করা
- সবরের পথ অবলম্বন ও বিবেকের বিরুদ্ধে কিছুই না করার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উত্তম আখলাকের জন্য নিম্নের গুনাবলী অর্জন একান্ত জরুরী:

নবী, সাহাবী ও খুলাফায়ে রাশিদুনের ৪০ বছরের সময়কালের ইতিহাসে নিজেদের মূল দ্বীন থেকে পরিবর্তনের যেহেতু কোন উপমা মিলেনা, সেহেতু আমাদেরকেও কঠিন আখলাকী বিড়ম্বনার সময়ে ইউরোপে মজবুতির সাথে টিকে থেকে ঈমান ও ইসলামের পাহারাদারী করতে হবে, আর এখানে দুর্বলতা প্রদর্শন করলে আর কি থাকবে? তাই নিম্নের আখলাকগুলো আসুন আমরা আঁকড়ে ধরি:

১. এখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়ত: এরশাদ হয়েছে, "আমি এক মুখী হয়ে আমার চেহারা ঐ সত্তার দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই" (সুরা আন-আম: ৭৯)। আল্লাহ আরো বলেন, "অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত" (সুরা যুমার: ২-৩)। নবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

'আল্লাহ পাক তোমাদের অবয়ব-আকৃতি দিকে লক্ষ করেন না, লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন এখলাসের দিকে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৪) এ ব্যাপারে কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

২. কথা দিয়ে কথা রাখা: নেককারের গুণাবলীর আলোচনায় আল্লাহ পাক বলেন, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 'এবং আল্লাহ পাকের দরবারে নেককার তারা, যারা কথা দিলে কথা রাখে'। (সুরা বাকারা: ১৭৭) নবী (সা.) অধিকাংশ ভাষণে বলতেন, 'যে ব্যক্তি কৃত ওয়াদার বরখেলাপ করে তার মাঝে দ্বীন নেই'। (আহমদ, ১২৩৮৩)। অতএব চরিত্রে কারো নেফাকী আচরণ থাকলে তা পরিবর্তন করে নেওয়ার দাবী এখানে এসেছে। আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, কেননা তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন" (সুরা নাহল: ৯১)।

৩. আমানতদারী: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

'ঈমানদার তারা, যারা তাদের নিকট গচ্ছিত আমানত এবং তাদের কৃত ওয়াদার হেফাজত করে'। (সুরা মুমিনূন: ৮)।

রাসূল (সা.) বলেন,

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،
وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر

"মুনাফিকের স্বভাব হচ্ছে মোট চারটি: ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. আর যখন সে ওয়াদা করে তখন ওয়াদা খেলাফী করে, ৩. আর যখন সে তর্কে লিপ্ত হয় তখন তার ভাষা খুবই উগ্র ও অসাধু হয় এবং ৪. যখন সে কোন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে অথবা তার কাছে কোন আমানত রাখলে সে তা খেয়ানত করে বসে"।

৪. ইনসাফ ও ন্যায়বিচার: মুমিনকে দৈনন্দিন কাজেকর্মে ন্যায়নিষ্ঠ হতে আল্লাহর নির্দেশ:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই ন্যায়বিচার ও সদাচারের আদেশ দিয়ে থাকেন'। (সুরা নাহল: ৯০)। আল্লাহ তা'লা অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও" (সুরা নিসা: ১৩৫)।

৫. গোস্বা হজম করা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন: আল্লাহ বলেন,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

'যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, আল্লাহ এমন সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' (নিসা: ১৩৪)। নবী (সা.) বলেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

'যে ব্যক্তি কাউকে ক্ষমা করেনা, কারো প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করেন না', অর্থাৎ তার প্রতি তিনি দয়া করেন না। (বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯৭)।

৬. নম্রতা ও কোমলতা: নবী (সা.) বলেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

'আল্লাহ তাআলা নিজে সহজ আচরণ করেন, বান্দাদের থেকেও তিনি সহজ আচরণ পছন্দ করেন। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯৩)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন" (আলে-ইমরান: ১৫৯)

৭. মিষ্টি ভাষা ও সদালাপ: সদালাপকারী ও মিষ্টভাষী হওয়া খুবই কাম্য বিষয়। আর অশ্লীল ও কর্কশ ভাষা একান্তই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বিষয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে (সহাস্য বদনে) কথা বলো। (সুরা বাকারা: ২৩)। অনি আয়াতে আলাহ বলেন,

৮. বিনয়ী হওয়া: নবী (সা.) এরশাদ করেন,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ

'যে ব্যক্তি আত্মবিলোপের নীতি এখতিয়ার করবে, আল্লাহ তাকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করবেন যে, জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম 'আ'লা ইল্লিইয়ীনে' তাকে পৌঁছে দেবেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১৭২৪)।

৯. সকল ধরণের অহংকার ত্যাগ করা: আল্লাহ বলেন,

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই অহংকার বিরাজিত। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (জাসিয়াহ: ৩৭)। সুতরাং অহংকার করা আর কারো সাজেনা। নবী (সা.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

'অহংকার এত মারাত্মক দোষ যে, কারো ভিতর সামান্য শরিষ-দানা পরিমান এই দোষ থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১)। সুতরাং মুমিন চরিত্রে এ জাতীয় দোষ অনাকাংখিত।

১০. হিম্মত ও সবর করা বা সংযমী হওয়া: আল্লাহ তাআলা পূণ্য কর্মের বেলায় সবর ও সংযমী হতে বলেন,

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(এগুলি অনেক বড় পূণ্যের বিষয় যে,) লোকেরা রোগে-শোকে ছবর করবে, অভাব-অনটনে ধৈর্য ধারণ করবে এবং যুদ্ধকালে অবিচল থাকবে। মূলত এমন লোকেরাই সত্যিকারের মুমিন ও মুত্তাকি নামে অভিহিত হবার যোগ্য। (বাকারা ১৭৭)।

১১. সততা ও সত্যবাদিতা: আল্লাহ পাক বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে ঈমান-অলা বান্দারা! আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করো'। (সুরা তওবা: ১১৯)।

১২. সঠিকভাবে ফরয ও ওয়াজিব আদায়: একজন মু'মিন তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত ইবাদাহ বাদ দিয়ে সে পরহেজগার হবে কিভাবে? অতএব তাঁর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ সবার আগে পড়তে হবে, এটি তার অগ্রাধিকার ইবাদাহ, এ ব্যাপারে এম.সি.এ'র মেম্বারদের শিথিলতা প্রদর্শন কাম্য নয়।

উপসংহার:

আগেই বলেছি যে, আখলাকের সাথে তাক্বওয়া ও ইখলাস গভীর-ভাবে কানেক্টেড। তাই আমাদেরকে বাহ্যিক নয় বরং তাক্বওয়া ও ইখলাসের আলোকে অভ্যন্তরীন আচরণ (নিয়ত ও সওয়াব পাওয়ার আশায়) অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এম.সি.এ'র মেম্বারদের জীবন মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।

লেখক: দাওয়া সেক্রেটারী, এম. সি. এ.

ইমাম: ইস্ট লন্ডন মসজিদ ।

কুররাতুল আইয়ুন বা চোখ শীতলতা সন্তান ও পিতা মাতার কতিপয় করণীয়

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

কুররাতুল আইয়ুন সন্তান এর জন্য পিতা-মাতার অনেক করণীয় রয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে গরুর পেট থেকে জন্ম নিলে গরু হয়; ছাগলের পেট থেকে জন্ম নিয়ে ছাগল হয়। কিন্তু মানুষের পেট থেকে জন্ম নিলে আকৃতিতে মানুষ হলেও তাকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ার চেষ্টা না করলে মানুষরূপী অনেকেই পশুরমত আচরণ করে (উলায়েকা কাল আনআম) অথবা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ করতেও আমরা অনেক সময় দেখি। কারণ একটি পশু তার মাকে কখনও মারতে দেখিনাই; কিন্তু অনেক ছেলে-মেয়ে তার পিতা-মাতাকে মারছে-কষ্ট দিচ্ছে এমন অনেক খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন বকরা হবে। ইমাম-নেতা তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবার পরিজনের কর্তা; তার কর্তৃত্বের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে। মহিলা হচ্ছেন তার স্বামীর ঘরের কর্তৃত্বকারিণী। তাকেও তার অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। (বুখারি)

আল্লাহর রাসুল আরও বলেন, "একজন মানুষের এতটুকুন গুনাহ যথেষ্ট যে সে তার উপর নির্ভরশীলদেরকে (সন্তানদেরকে) বরবাদ করে দেয় (আবু দাউদ)। অতএব পিতা মাতাকে সন্তানের দায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ত আমানত হিসাবে যথাযথভাবে লালন পালনের চেষ্টা করতে হবে।

চোখ শীতলতা সন্তান এর জন্য পিতা-মাতার কতিপয় দায়িত্ব হচ্ছে:

১. আল্লাহর কাছে দুআ করা:

আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য দুআর কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। হযরত যাকারিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন সন্তান উপহার পেতে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দান করেন; আর এই ইয়াহইয়া নামটি ইত-ঃপূর্বে আর কারো নাম ছিলনা। তাই কারো সন্তান না হলে কোন দরবার বা মাজারে নয় বরং আল্লাহর কাছে ধরণা দিতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরামও দুআ করতেন, "রাব্বি লাতাযারনি ফারদাও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারেসীন- হে আল্লাহ আমাকে নিঃসন্তান রেখো না। আর তুমিইতো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী"। (সুরা আম্বিয়া: ৮৯)। কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায় যে নেক সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা প্রয়োজন। কুরআনের ভাষায় এভাবে দুআ করা যায়, "রাব্বি হাবলি মিনাসসালেহীন" হে আল্লাহ আমাকে এমন একটি সন্তান দান কর যে হবে সালেহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা সাফফাত: ১০০)।

অন্যত্র এই ভাষায় দুআ উল্লেখ আছে,"মালিক আমার রব তোমার বিশেষ কুদরাতে আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি দুআ শ্রবণকারী। (সুরা আল ইমরান: ৩৭-৩৮)।

আর সন্তান পাওয়ার পর আল্লাহর শোকরিয়া করতে হবে। অনেকে ছেলে হলে খুশী হয়; আর মেয়ে হলে অখুশী হয়। আবার কারো শুধু ছেলে হয় কিন্তু মেয়ে হয় না। তখন আবার মেয়ে চায়। আবার কারো শুধু মেয়ে জন্ম নেয়; ছেলে হয় না। আবার কারো ছেলে-মেয়ে সবই দেন। আবার কাউকে ছেলে-মেয়ে কিছুই দেয় না। আবার কারো সন্তান সুন্দর হয়। আবার কারো সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। মনে রাখতে হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে; আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহর তায়ালা অনেক সময় এই ধরনের বিকলাঙ্গ সন্তানের উসিলায় আমাদের রিযিকে বারাকাহ দান করেন। আল্লাহর কাছে সব সময় পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান সন্ততি দান করার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কুরআনে এই ভাষায় দুআ শেখানো হয়েছে, "ওগো আল্লাহ আমাকে তাওফিক দাও যেন আমি তোমার সে সব নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে আর আমার পিতা-মাতাকে দান করেছো"। আর আমি যেন এমন নেক আমল করি যাতে তুমি খুশী হও। আমার সন্তানদের সালেহ নেককার বানিয়ে আমাকে সুখ শান্তি দাও। তোমারই সমী-পে আমি তাওবা করছি আর আমি তোমার অনুগত মুসলিমদেরই একজন। (সুরা আহকাফ: ১৫)

হযরত ইবরাহীম যে ভাষায় আল্লাহর কাছে দুআ করতেন তা হচ্ছে, "হে রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও। হে রব! আমার দুআ কবুল করো। হে রব আমাকে আমার পিতা-মাতা আর ঈমানদার লোকদের সেদিন মাফ করে দিও, যে দিন হিসাব কার্যকর হবে। (সুরা ইবরাহীম: ৪০-৪১)

সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগে যেমনিভাবে দুআ করতে হয় তেমনিভাবে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরও দুআ অব্যাহত রাখতে হয়। কেন না সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

২. ছেলে-মেয়ের কানে আজান দেয়াঃ

ছেলে-মেয়ে হওয়ার পর তার কানে অজান দিতে হয়। হযরত ফাতেমার প্রথম সন্তান ইমাম হাসান জন্মগ্রহণ করার পর রাসুলে কারীম (সা.) নিজেই হাসানের কানে আযান দিয়েছে। কারণ শয়তান শিশু সন্তানকে জন্মের পরপরই গুতা মারে; আযান দেয়ার পর শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আজান সাথে সাথেই দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩. তাহনীক করা- তাহনীক হচ্ছে খেজুর একটু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে লাগিয়ে দিবেঃ

খেজুর না পেলে মধু বা খেজুর এর রস লাগিয়ে দেওয়া। শিশুর এনার্জি না পাওয়ার জন্য কান্না করে কারণ পেটে থাকতে তার নাড়িভুড়ির মাধ্যমে মা থেকে খাদ্য পেতো। জন্মের পর তাই সাথে সাথে এনার্জি সংকট হলে অনেক সময় ব্রেইন ডেমেজ হতে পারে। তাই মুখে মধু দেয়া আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত। রাসুলে কারীম (সা.) হিজরাত করে মদীনায় আসার পর আসমা বিনতে আবু বকরের ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এর মুখে খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করেন। এই কারণে আসমা গর্ব করে বলতেন," আমার আব্দুল্লাহর পেটে সর্বপ্রথম যে বস্তুটি গিয়েছিলো সেটা হলো নবিজির থুথু (বুখারি)।

৪. আকিকা করাঃ

শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দেয়া সুন্নাত। আল্লাহর রাসুল বলেন,"প্রত্যেক সন্তান নিজের আকিকার সাথে আবদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে যবেহ কর (নাসায়ী)। রাসুলে কারীম (সা.) হাসান-হোসাইনের আকিকা সপ্তম দিনে করেছেন। ছেলের জন্য দুইটি আর মেয়ের জন্য একটি বকরী যবেহ করতে হয়।

৫. সন্তানের জন্য সুন্দর নাম রাখাঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর সুন্দর নাম রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন; "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে। তাই তোমাদের নাম গুলো সুন্দর রাখো"। তাঁর কাছে কোন নতুন ব্যাক্তি এলে তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন; অপছন্দ হলে সে নাম পরিবর্তন করতেন। যেমন তিনি আসিয়া (বিদ্রোহিণী) নাম পরিবর্তন করে জামিলা নাম দিয়েছিলেন আর আসসারম (কঠোর) নাম পরিবর্তন করে সায়ীদ নামকরণ করেছিলেন। তিনি এ ভাবে অনেকের নাম পরিবর্তন করেন। মানুষ একে অপরকে নাম ধরেই ডাকে। কারো সাথে পরিচয়ের শুরুতেই জানতে চায় আপনার নাম কি? বিশেষত এক জন শিশুর সাথে কারো দেখা বা পরিচয় হলে তার নাম জানতে চায়। তাই শিশুর জীবনে নামকরণের বিরাট প্রভাব পড়ে। আমার এক আত্মীয়ের এক ছেলের নাম সালেহ, এটা এক জন নবির নাম। তাঁর আরেক ছেলের নাম এহসান। এহসান কোন নবির নাম কিনা তা কারো জানা নেই। সালেহ প্রায়ই গর্ববোধ করে বলে তার নাম এক জন নবির নাম, কিন্তু তার অপর ভাইর নাম নবির নাম নয়। এ ভাবে সকল শিশুই একটু বড় হলেই তার নামের অর্থ জানার চেষ্টা করে। আরেকটু বড় হলে তার নামের সাথে অন্য কারো নাম মিলে গেলে তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। আরও একটু বড় হলে তার নামের সাথে প্রসিদ্ধ কারো নামের মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং তার জীবনী পড়ে। যার গভীর প্রভাব তার জীবনে গিয়ে পড়ে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে কিছু ব্যাতিক্রম থাকে, তার কথা আলাদা। মুসলিম সমাজে আলেম উলামাদের সাথে পরামর্শ করে সুন্দর নাম রাখার রেওয়াজ ছিল। তাঁরা নামের অর্থ ও ফজিলতের দিকে দুষ্টি রেখেই নামকরন করতেন। তাই সে সব নামের মধ্যে মুসলিম কালচারের প্রভাব ছিল। এ ধরনের নাম শুনলেই আঁচ করা যায় এটা কোন মুসলমানের নাম। কিন্তু আস্তে আস্তে নামকরণের ক্ষেত্রেও তথা কথিত আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। আরবী অর্থ বহ নামের পরিবর্তে সংস্কৃত, ইংরেজী বা বাংলা এমন সব নাম রাখা শুর হয়। যার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না। আবার অর্থ থাকলেও তা শুনতে শ্রুতি মধুর লাগেনা। যেমন ডলি, বেনু, অনিল, শ্যামা, শিপ্রা, চপল, চঞ্চল, তুষার, সৈকত, বাদল, শিমুল ইত্যাদি। এ ধরনের নাম শুনে মুসলিম বা অমুসলিম কিছুই বুঝা যায় না। প্রাসঙ্গিক ভাবে এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে, আরবি নাম রাখলেই অর্থ বহ হয় না। কেন না আল্লাহর রাসুল যে সব নাম পরিবর্তন করেছেন,তা আরবিতেই ছিল। যেমন খায়ল (ঘোড়া) যুওয়াইব (ছোট নেকড়ে বাঘ) শিহাব (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) গোরাব (কাক) বাহীর (কানকাটা) হারব (যুদ্ধ) প্রভৃতি নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় নাম সুন্দর ও অর্থবহ হওয়া জরুরি। কিন্তু অর্থ না জানা বা চিন্তা করে নাম না রাখার কারনে অনেককে শিরকী নাম পর্যন্ত রাখতে দেখা যায়। শিরকী নাম হলো আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে আবদ বা গোলাম ইত্যাদি যোগ করে নাম রাখা। যেমন কেউ কেউ পীরের এত ভক্ত যে, সন্তান হবার পর নাম রাখেন পীর বখশ (পীরের দান)। অথচ এক জন মুসলমানের এ আকিদা থাকতে হবে যে রাসুল, পীর, অলী কারো পক্ষে সন্তান দেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সন্তান দিতে পাওে না। আর একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহরই আবদ বা গোলাম। অন্য কারো নয়, তাই একজন শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে এমন নাম রাখা উচিত নয় যার অর্থ দ্বারা অন্য কারো গোলাম হওয়া বুঝায়। আল্লাহর নামের আগে আবদ যোগ করে আব্দুল্লাহ নাম রাখা খুবই উত্তম। এ ভাবে আল্লাহর সিফাতী (গুণবাচক) নামের আগে আবদ যোগ করে নাম রাখা ভাল। যেমন আব্দুর রহমান, আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম, আব্দুল আউয়াল, আব্দুল কুদ্দুস প্রভৃতি। তবে এ ক্ষেত্রে নাম ডাকার সময় অবশ্যই আবদ যোগ করেই ডাকতে হবে। কিন্তু অনেককে দেখা যায় আবদ যোগ না করে শুধু রহীম, রহমান, করীম, কুদ্দুস এ ধরনের আল্লাহর সিফাতী নাম ধরে ডাকেন, এটা অনুচিত। কারণ আল্লাহ যেসব গুনে গুণান্বিত সেব গুনে একজন মানুষ গুনান্বিত হতে পাওে না। তাই মানুষকে আল্লাহর সিফাতী নাম ধরে ডাকা উচিত নয়। তাই আল্লাহর নামের পূর্বে আবদ বা অন্য কোন শব্দ (যেমন আতাউল্লাহ, রহমত উল্লাহ) যোগ করেই ডাকতে হয়। নামকরণের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি, শিশুর পরিচয় পিতার সাথেই সম্পৃক্ত। তাই নামকরণের অধিকার পিতার। অবশ্য পিতা মাতা পরামর্শ করেই নাম ঠিক করা ভাল। অনেক সময় দেখা যায় পিতা মাতা দুই জন দুই নাম পছন্দ করেন, তাই দুই জন দুই নামে ডাকেন। শিশুর অর্থবহ সুন্দর একটি নাম রাখাই উত্তম। আবার অনেকের খুবই দীর্ঘ নাম রাখা হয়, যার কারণে পরবর্তীতে নানা ধরনের সমস্যা পোহাতে

হয়। যাদের নাম খুব দীর্ঘ তারা অন্য কোন দেশে গেলে অনেক সময় পরিচিত নামটি হারিয়ে যায়। এজন্য আমি মনে করি এক জন শিশুর সুন্দর, অর্থবহ, সংক্ষিপ্ত, শ্রুতিমধুর নাম হওয়া ভাল। তবে কুনিইয়া (উপনাম) রাখা যেতে পারে। কেন না রাসুল (স) অনেককে এ ধরনের কুনিইয়া বা উপনামে ডাকতেন। আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যাঁরা শিশুর সুন্দর নাম রাখতে চান। কিন্তু তাঁদের জানা নেই কোন ধরনের নাম রাখা ভাল। তাঁদের অনেকের মাঝে নামের অর্থ জানার কৌতুহল বিদ্যমান। কেউ কেউ তো আছেন বিবাহের পর থেকেই সুন্দর নাম তালাশ করতে থাকেন। সন্তান জন্মের পর সুন্দর ও অর্থবহ একটি নাম রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পিতা-মাতা আদর করে এমন নাম রাখেন পরবর্তীতে উক্ত নামে ডাকলে সন্তান লজ্জাবোধ করে।

৬. মাথার চুল হলক করা:

হযরত ফাতেমা (রা.) সপ্তম দিনে তাঁর ছেলে হাসান এর চুল কেটে সমপরিমান রুপা সদকা করেছেন।

৭. সন্তানকে মায়ের দুধ খাওয়ানো:

সন্তানকে মায়ের দুধ দেয়া সন্তানের অধিকার। আল্লাহ বলেন, "মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে পুরো দু বছর দুধ পান করানো" (আল বাকারা: ১৩৩)।

আল্লাহর রাসুল বলেন, " শিশুর জন্য মায়ের দুধের ন্যয় আর কোন দুধ এত বরকতময় হতে পাওে না (আবু দাউদ)। সন্তানকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ালে তা ভ্যাকসিনের মত কাজ করে। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে মায়ের বুকের শাল দুধের কোন বিকল্প নেই কারণ শাল দুধে অনেক পুষ্টি রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এতে সন্তান সবল হয়। অনেক মায়েরা চাকুরি বা রুপ সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য বুকের দুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকেন।

৮. খতনা করা: সব নবিদের সুন্নাত হচ্ছে চারটি:

১. খাতনা করা এতে রোগ মুক্তি হয়। ২. আতর ব্যবহার করতেন। ৩. বিবাহ করতেন ৪. মেসওয়াক করা। হযরত ইবরাহীম (আ) এর সুন্নতে খাতনা হয়েছিল আশি বছর বয়সে। যত ছোট বেলায় খাতনা করানো হয় তত সহজ ও ভাল।

৯. সন্তানকে মা-বাবা সময় দেয়া:

অনেক পিতা-মাতা চাকুরির কারণে ছেলে-মেয়েকে সব সময় ঘুমে দেখেন। বন্ধের দিন ছাড়া ছেলে-মেয়েদেরকে দেখেন না। অনেক সন্তান কাজের ছেলে বা মেয়ের কাছে বড়ো হন। তাই তাদের আচরণে তার প্রভাব পড়ে। এই কারণে বড় হলে তারা পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতেও দ্বিধা কওে না। সংসারের প্রয়োজন মেটাতে বাসায় শুধু টাকা দিলেই বাবার কাজ শেষ হয়ে যায় না। এমনটা ভাবারও কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি সন্তান তাদের পিতার সান্নিধ্য পাওয়া প্রয়োজন। বাবাদের উচিত সন্তানকে ভালোবাসা দেওয়া এবং তাদের সাথে চমৎকার কিছু সময় কাটানো। যে সব ছেলে পিতার সান্নিধ্য ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়, টিনএইজ বয়সেই তাদের বিপথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল ছেলে-মেয়েরা বাবার মনোযোগ ও মুল্যায়ন পায় না, তারা যৌন হয়রানির ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়; কারণ পিতার কাছ থেকে ভালোবাসা না পেয়ে তারা অবচেতণ মনে অন্য কারো কাছে ভালোবাসা খুঁজে বেড়ায়। ভালোবাসা ও স্বীকৃতি পাওয়ার অদম্য ক্ষুধা থেকেই বহু টিনেজার নিষিদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে যায়। যে সব সন্তানেরা বাবার সাথে খেলাধুলা করার বা আনন্দ বিনোদন করার সুযোগ পায় তাদের ওপর সামাজিক সংকটের তুলনামূলক কম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন তাদের মধ্যে ধূমপান বা মদ্যপান করার প্রবণতাও কম থাকে। পরবর্তী জীবনে তারা স্থিতিশীল ও পরিপূর্ন বৈবাহিক সম্পর্কও বজায় রাখতে পারে। আবার কখনও কখনও কোন কোন অভিবাবক সন্তানদের হাতে মোবাইল বা টিভি ছেড়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী একান্তে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন। এরফলে তারা মোবাইলে পর্ণছবিসহ অনেক অনৈতিক কিছু দেখে। যার প্রভাব তাদের জীবনে পড়ে। সন্তানদেরকে শুধু ভাল খাবার আর ভাল কাপড় নয় বরং ভালভাবে সময় দিতে হবে এবং খোঁজখবর রাখতে হবে। যাতে তাদের প্রতিভা বিকশিত হয় সেই দিকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১০. সন্তানকে চুমু দেওয়া ও আদর করে ডাকা:

সাহাবি আকরা ইবন হাবেস বলেন ইয়ারাসুলুল্লাহ আপনি শিশু দেখলে চুমু দেন। হাসান-হোসাইনকে চুমু দেন। আমার দশটি ছেলে-মেয়ে আছে আমি তাদেরকে কখনও চুমু দিই নাই। রাসুল বলেন, যে মানুষকে দয়া করেনা আল্লাহও করে না। ছেলে-মেয়েদেরকে আদর করে ডাকা তাদের মানিসক উতকর্ষতার জন্য প্রয়োজন। আরবিতে ইয়া ইবনী অর্থ হচ্ছে হে আমার সন্তান কিন্তু কুরআনে ইবরাহীম আর ইসমাইল (আ) এর কথোপকথন এর সময় ইবরাহীম আদর মাখা কণ্ঠে বলেন, ইয়া বুনাইয়্যা। গবেষনায় ফুটে উঠেছে যে, সন্তানের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে খাদ্যের চেয়ে পিতা-মাতার আদর ও ভালবাসা কোন অংশেই কম গুরুত্বপুর্ণ নয়।

১১. সন্তানের সাথে পরামর্শ করা এবং মতামত গুরুত্ব দেয়া:

হযরত ইবরাহীম তার পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানি করার জন্য যখন প্রস্তুত করেন তখনও তিনি ইসমাইল এর মতামত নিয়েছেন। আল্লাহ তা এইভাবে উল্লেখ করেছেন , "হে আমার প্রিয় ছেলে আমি স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে জবাই করছি তোমার কী অভিমত। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীপ্রাপ্ত হওয়ার পরও সাথে সাথে ছুরি চালিয়ে দেন নাই। তিনি সন্তান এর মতামত চান। আর সন্তান জবাব দেয় , "হে আমার পিতা আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন (সাফফাত: ১০২)। আর সন্তানদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা জরুরি; মোবাইল স্ক্রীনে তাকিয়ে অন্যমনষ্ক হয়ে ছেলে-মেয়েদের কথা না শুনে তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনা প্রয়োজন।

১২. কখনও সন্তানকে বদদুআ না করা:

সন্তান যত দুষ্টামি করুকনা কেন তাদের জন্য ভাল দুআ করতে হবে। শায়খ আদিল কালবানী বলেন, "মায়ের দুআ আমাকে কাবা ঘরের ইমাম বানিয়েছে"। তিনি ছোট বেলায় অনেক দুষ্ট ছিলেন। তিনি দুষ্টামি বেশী করলে মা রেগে সব সময় বলতেন, "আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দান করুক এবং তোমাকে কাবাঘরের ইমাম বানাক"। আল্লাহ তার মায়ের দুআ কবুল করেছেন।

১৩. ইসলামী তাহযীব,তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া:

বিসমিল্লাহসহ খাবার খাওয়া, ডান হাতে খাওয়া, খাবার নষ্ট না করা ইত্যাদি। সন্তানের ভিতর আল্লাহর ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাহলে এই সন্তান কখনও কাউকে মন্দ বলবে না। ছোট বেলা থেকেই নৈতিক প্রশিক্ষণ দান করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। ছেলে-মেয়েদের অন্যায় আবদার কৌশলে নিবারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অহেতুক বকুনী বা শাসন করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। পাশ্চাত্যে যেসব শিশু জন্মগ্রহন করে তাদের মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখেই তাদেরকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই জন্য দ্বীনি শিক্ষায় আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেননা তারা আধুনিক শিক্ষা যেই ধরণের আনন্দঘন পরিবেশে পায় আর দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে যদি উৎসাহিত না হয় তাহলে জোর করে বেশী দিন শিখানো যাবেনা।

১৪. হালাল-হারাম সন্তানকে শেখানো:

আল্লাহর নবির নাতি হাসান সদকার খেজুর মুখে দিয়ে দেয়। রাসুলে কারীম (সা.) ছোট হাসানকে বলে মুখ থেকে বের করে দাও। হাসান তা বের করে দেয়। কেননা সদকা রাসুলে কারীম (সা.) ও তার বংশধরদের জন্য বৈধ ছিল না। আল্লাহর রাসুল বলেছেন, "যে মাংস হারাম মাল থেকে প্রতিপালিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত"। আমার এক বড় ভাইয়ের ছেলেকে তারা ছোট বেলায় হালাল-হারাম সম্পর্কে বলেন। একদিন তাকে নিয়ে তিনি জুতা কিনতে যান। তখন ছেলে তাঁকে বলেন,"আব্বু আমার জন্য হালাল জুতা কিনবেন"।

১৫. আখেরাতে জবাবদিহীতার ভয় সন্তানের হৃদয়ে ছোট বেলায় দিতে হবে:

আল্লাহর রাসুল তিনি তার মেয়ে ফাতেমাকে বলেন,"হে ফাতেমা কেয়ামতের দিন আমি নবি হিসাবে তোমার জন্য কিছুই করতে পারবনা"। রাসুলে কারীম (সা.) এইভাবে ফাতেমাকে আখেরাতে জবাবদিহীতার ভয় ঢুকিয়ে দেন।

১৬. ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করা:

রাসুলে কারীম (সা.) অনেক সময় এক সাথে দাঁড় করিয়ে বলতেন তোমরা যে আমাকে দৌড়িয়ে প্রথম ধরবে তাকে পুরুস্কার দিবে। রসুলে কারীম (সা.) হাসান-হোসাইনের জন্য ঘোড়া হয়ে খেলতেন। হযরত উমরের মতে সন্তানদের সাথে সাত বছর পর্যন্ত পিতা মাতাকে খেলাধুলা করতে হবে। সাত বছরের পর ১৪ বছর পর্যন্ত তাদেরকে আদব- শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতে হবে। ফিনল্যান্ডে ৭ বছর বয়স থেকে স্কুল জীবন শুরু হয়। আর ১৫ বছর থেকে ২১ বছর পর্যন্ত বন্ধুরমত তাদেরকে উপদেশ দিতে হবে। আর তারপর তাদেরকে গাইড করতে হবে নিজের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা অনেক সময় শিশু বয়সেও পড়াশুনার চাপ প্রয়োগ করি; আবার সন্তান যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় তাদেরকে বেশী রাগ করার ফলে তারা আর কথা শুনতে চায় না। বরং পিতা-মাতার সাথে দূরত্ব তৈরি হয়।

১৭. নেক আমলে অভ্যস্ত করা:

তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত করা। প্রতি জুমাবার সুরা কাহাফ, রাতের বেলা সুরা মূলক পড়া, জুমআর দিন নখ কাটা, গোসল করা, বিসমিল্লাহ পড়ে যে কোন কাজ শুরু করা এইভাবে সুন্নাহর অনুসরণ করতে অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে রুকাইয়া শেখানো। সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস , আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করতে অভ্যস্ত করা।

১৮. সন্তানকে আগে সালাম দেয়া:

ঘরের দরজা খোলার সাথে সাথে সালাম দেওয়া। এক সাহাবি আল্লাহর রাসুলকে প্রশ্ন করেন ইসলামে কোন কাজ উত্তম। তিনি জবাব দিলেন তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দিবে এবং যাকে চেন ও যাকে চেননা সবাইকে সালাম দিবে (বুখারি)।

১৯. সন্তানকে উপহার দেওয়া:

ভাল কাজ, ভাল ফলাফল; ভাল আচরণের জন্য সন্তানকে মাঝে মধ্যে উপহার দেওয়া। আমাকে ছোট বেলা আমার বাবা একদিন কুরআনের তিলাওয়াতের কিছু পরিমাণ ঠিক করে দেন। তারপর তিনি হাতিয়ায় আফাজিয়া বাজারে যান। বাজার থেকে ফিরে এসে দেখেন তিনি যতটুকু বলেছেন আমি তার চেয়ে বেশী তিলাওয়াত করেছি। তারপর তিনি আমাকে উপহার স্বরুপ একটি ঘড়ি কিনে দেন।

২০. স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন রাখা:

মেসওয়াক করা। টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। হাত ধোয়া। মেয়েদের পিরিয়ড যখন শুরু হয় তখন কি করতে হবে তা শেখানো। তাদেরকে পুষ্টিকর খাবারে অভ্যস্ত করা; অনেক সময় দেখা যায় অনেক ছেলে-মেয়ে অল্প বয়সে মোটা হয়ে যায়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে আগামী ২০৫০ সালের দিকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হবে অবিসিটি অর্থাৎ মোটা হওয়া বা ওজন বেড়ে যাওয়া। শারীরিক সুস্থতার মত মানসিক স্বাস্থ্য যেন ঠিক থাকে সে দিকে নজর রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব। অনেক ছেলে-মেয়েরা স্কুল জীবন থেকে বিষন্নতায় ভোগা শুরু করেন; এই ভাবে তারা মানসিক রোগী হয়ে পড়ে। যার প্রভাব তাদের পড়াশুনা ও আচরণে ফুটে উঠে। তাই সন্তানদেরকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে।

২১. ছেলে-মেয়েদেরকে নামাযের আদেশ দেওয়া:

ছেলে-মেয়েদের বয়স সাত হলে নামাযের আদেশ দেওয়া। আর বয়স দশ হলে মসজিদ মুখী করা। অনেক সময় আমরা ফজরের সময় আদর করে ডাকিনা; যাতে তাদেও ঘুমের ব্যঘাত না ঘটে। কিন্তু ঘওে যদি আগুণ লাগে আর সে সময় তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমরা কি তাদেরকে ডাকবনা? বয়স দশ বছর হয়ে গেলে ছেলে-মেয়ের আলাদা বিছানা দিতে হবে। এমনকি ছেলে দশ বছরের বেশী হলে এক বেডে না ঘুমানো। মেয়ের বয়স দশ হলে পিতার সাথে না ঘুমানো।

২২. ছেলে-মেয়েদেরকে সাঁতার, রান্নাসহ জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়াদি এবং ভাষাগত দক্ষতা শেখানো:

রাসুলে কারীম (সা.) বলেছেন ছেলে মেয়েদেরকে সাঁতার শেখাও, তীর মারা শেখাও আর ঘোড়ায় চড়া শেখা। এখন ঘোড়া নয় গাড়ী শেখা। আমাদেরকে প্রত্যেক দেশের উপযোগী জীবনধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। কোথাও সাঁতার শেখানো জরুরি আর কোথাও গাড়ী শেখানো জরুরি । কোথাও আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো আবশ্যক। ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে ইংরেজী-আরবি বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষা শেখানোর

চেষ্টা করতে হবে।

২৩.বিবাহের বয়স হলে বিবাহ দেয়া: যুবকদেরকে বিবাহ দিতে হবে:

আল্লাহ ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত রয়েছে তাদের বিয়ে করিয়ে দাও" (সুরা নূর: ৩২)। ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়ার ক্ষেত্রে বাবার দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ছেলে-মেয়েকে সঠিক সময় বিবাহ না দেয়ার কারণে তাদের বয়স যখন অনেক বেশী হয়ে যায় তখন আর সহজে বিবাহ হয় না।

২৪. ছেলে-মেয়েদের মাঝে ন্যায় সঙ্গতভাবে মীরাস বন্টন ও সমতা রক্ষা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ছেলে যতটুকু পাবে মেয়ে পাবে তার অর্ধেক। অনেক বাবা ছেলেকে সব দেয় কিন্তু মেয়েকে তার প্রাপ্য হক দেয়না; আবার অনেক পিতা-মাতা কোন ছেলে যদি একটু অবাধ্য হয় তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষনা দিয়ে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন; এটা ঠিক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল সন্তানকে সমান চোখে দেখতে হবে। সাহাবি নোমান বিন বাশীরকে তার পিতা রাসুলে কারীম (সা.) এর নিকট নিয়ে এসে বললেন আমার এই ছেলেকে একটি ক্রীতদাস দান করে দিয়েছি। এই কথা শুনে রাসুলে কারীম (সা.) প্রশ্ন করলেন তোমার সকল সন্তানদেরকে কী এইরুপে দান করেছো? তিনি জবাব দিলেন না। তখন আল্লাহর রাসুল বললেন আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর (বুখারি)। এই প্রসংঙ্গে আমার পরিবারের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি আগে নামাযে কনুতে নাযেলা অথবা সন্তানদের জন্য দুআ করতে বয়স অনুযায়ী বড় ছেলে তারপর তার থেকে যে ছোট সে ক্রমধারা অনুযায়ী নাম ধরে দুআ করতাম; অর্থাৎ বড় ছেলে ইবরাহীমের নাম প্রথম আর সব চেয়ে ছোট ছেলে সোহাইল এর নাম সবার শেষে বলতাম। একদিন আমার ছোট ছেলে (তখন তার বয়স ৬/৭ বছর) আমাকে প্রশ্ন করলো আব্বু আপনি কেন দুআ করার সময় সব সময় বড় ভাইয়ার নাম আগে বলেন আর আমার নাম সব শেষে বলেন। সেই দিন থেকে আমি আমার সন্তানদের জন্য দুআ করতে নামের সিরিয়াল আগপর করি অর্থাৎ একেক সময় একেকজনের নাম প্রথম বলি।

২৫. সন্তানকে মাঝে মধ্যে উপদেশ দেয়া:

এই ক্ষেত্রে সুরা লুকমানের উপদেশগুলো খুবই গুরুত্বপুর্ণ। পবিত্র কুরআনে লোকমানের দশটি উপদেশ উত্তম নমুনা হিসাবে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, লোকমান তার সন্তানকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন: "হে বৎস আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সব চেয়ে বড় অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে ভাল আচরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে। দু বছর পর তার দুধ ছাড়ানো হয়। নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে তোমাদেরকে। আর তোমার পিতা মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করে যাবে। আর যারা অমার অভিমুখী তাদের পথ অনুসরণ করবে। অতপর তোমরা আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। তখন আমি তোমাদেরকে সবিস্তারে জ্ঞাত করব। যা তোমরা করে যাচ্ছিলে। হে বৎস কোন বস্তু যতি সরিষার দানা পরিমাণ হয় আর তা যদি প্রস্তর গহীনে থাকে অথবা আকাশ মন্ডল বা ভূগর্ভেও থাকে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল প্তভেদ সম্পর্কে অবগত ও সবকিছুরখবর রাখেন। হে বৎস নামায কায়েম কর। সৎকাজের আদেশ দাও। মন্দ কাজ খেকে নিষেধ কর এবং বিপদেপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে অত্যন্ত মহত কর্ম। আর অহংকার করে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীর বুকে গর্বকরে পদার্পন করেরা না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তোমার পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বও নীচু করো। নিংসন্দেহে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর (সুরা লোকমান: ১৩-১৯)।

২৬.সন্তানের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অর্থ-খরচের মানসিকতা থাকতে হবে:

অনেক পিতা-মাতা ব্যবসা-বাণিজ্য অঢেল সম্পদ ইনভেস্ট করে রাখেন কিন্তু সন্তানের মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ খরচ করতে চান না। এরফলে তাদের মধ্যে একধরণের নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে। সন্তানের শারীরিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উতকর্ষতা সাধনের জন্য সময়-সুযোগ অনুযায়ী বাহিরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দেওয়া দরকার। অনেক পিতা মাতা প্রচুর উপার্জন করেন কিন্তু ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে খরচ করতে কষ্ট হয়। অভিভাবকদেরকে মনে রাখতে হবে যে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে অর্থ ইনভেষ্ট করা ব্যবসা বানিজ্যে অর্থ ইনভেস্ট করার চেয়ে অনেক উত্তম।

২৭. সন্তানকে ধুম পান ড্রাগসসহ সমাজের ক্ষতিকর জিনিস সম্পর্কে ধারনা দেয়া:

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা অনেক ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে হয়। পিতা-মাতাকে এই সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকাতে বর্তমানে সমকামী বিবাহ, ইসলাম সম্পর্কে নাস্তিকদের নানা ধরনের প্রশ্ন, জুয়া, মদ, গ্যাং ফাইটসহ নানা ধরনের ইস্যু রয়েছে। সন্তানদেরকে এই সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা দিতে হবে এবং করণীয় সম্পর্কে গাইড করতে হবে।

২৮. ঘরের মধ্যে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখা এবং আদাব শিক্ষা দেয়া:

ঘরের মধ্যে ইসলামি পরিবেশ বজায় না থাকলে যতই ইসলাম শেখানো হোক না কেন তারা বস্তব জীবনে তা অনুসরণ করতে চাইবে না। উমর বিন আবু সালামা বর্ণণা করেন আমার শৈশব কেটেছে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ঘরে। ছোট বেলা এক সাথে বড় প্লেটে খেতে বসলে হাত প্লেটের সবখানে ঘুরাঘুরি করতো। আল্লাহর রাসুল আমাকে একদিন বললেন, বৎস বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া খাবে; ডান হাতে খাবে; আর তোমার সন্মুখস্থ অংশ থেকে খাবে (বুখারি ও মুসলিম)।

২৯. পিতা-মাতাকে মডেল হতে হবে:

শিশু-কিশোররা সব সময় লক্ষ্য করে তাদের পিতা-মাতা কিভাবে কথা বলে, কিভাবে চলে,কিভাবে একে অপরের সাথে ব্যবহার করে। তাই ছেলে সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসাবে গঠন করতে হলে পিতা-মাতাকে আদর্শের নমুনা পেশ করতে হবে। আমি লন্ডনে একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সময় একবার ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলাম , ফজরের নামাজ সুর্য উঠার আগে কারা পড়ো? অল্প সংখ্যক ছাত্রই ইতিবাচক জবাব দেয়। সে সময় একজন ছাত্র আমাকে বলল, "উস্তাদজী আমি জীবনেও আমার আব্বা-আম্মাকে নামায পড়তে দেখি নাই"। পিতা-মাতা আদর্শ ছেলে-মেয়ে পেতে হলে আদর্শ বাবা-মা হতে পারে। মা-বাবা নামায পড়লে ছোট সন্তান নামায পড়ে। ছোট শিশুরা অনুকরণ করতে চায়। তাদেরকে বড় হলে উপদেশ দেওয়ার চেয়ে আমাদেরকে ছোট বেলায় তাদের সামনে আদর্শ উদাহরণ দিতে হবে। বাবা-মা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করলে সন্তান তিলাওয়াত করে। পিতা-মাতা জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলে সন্তান তা অনুসরণ করে। পিতা-মাতাকে মডেল হতে হবে। আমরা নিজেরা যা করি না তা সন্তানদেরকে বলা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা করো না। এটা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় যে তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা করো না (সুরা সফ: ২-৩)।

৩০.পিতা-মাতার মাঝে মধুর সম্পর্ক থাকতে হবে:

গবেষণায় দেখা গেছে যেসব পরিবারে মাতা-পিতার মাঝে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে তা সন্তানের আচরণে ফুটে উঠে। এক গবেষণা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পিতা মাতার মাঝে ঝগড়ার কারণে পিতার সান্নিধ্য ছাড়া যেসব সন্তান বড় হয় তারা আত্মহত্যা প্রবণ বেশী হয়। যেসব ছেলে-মেয়েরা পিতার ভালবাসা পায় তাদের তুলনায় যারা পিতার সোহাগ বঞ্চিত হয়ে বড় হয় তারা বিশগুণ বেশী দুষ্ট হয়; এই ধরনের ছেলেরা ধর্ষনসহ নানা ধরনের অপরাধে জড়িত হয় বেশী।

৩১. শয়তান, যাদু ও বদ নজর থেকে সন্তানদের হেফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত রাসুলে কারীম (সা.) মাঝে মধ্যে হাসান হোসাইনকে দুআ পড়ে ফুঁ দিতেন। তিনি বলতেন তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম তাঁর ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাককে এই দুয়াটি পড়ে ফুঁ দিতেন, (উঈযুকুমা বিকালিমাতিল্লাহি ততাম্মাহ মিন কুল্লি শায়তানিন ওয়া হাম্মাহ ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ) অর্থাৎ প্রত্যেক শয়তান ও বিষধর জীবজন্তু থেকেও প্রত্যেক বদনযর সম্পন্ন দৃষ্টি থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর পরিপুর্ণ বাক্য দ্বারা (বুখারি)। আল্লাহর রাসুল বলেন, " যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন তোমরা বাচ্চাদেরকে ঘরের ভিতর রাখো। কারণ ঐ সময়টিতে শয়তানগুলো বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যারাতের কিছু অংশ পার হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। অতপর রাতে দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে বিসমিল্লাহ বলো কেননা শয়তান কোন বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। পানপাত্রটি ঢেকে রাখো বিসমিল্লাহ বলে। খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো বিসমিল্লাহ পড়ে। যে কোন কিছু দিয়ে হলেও অবশ্যই ঢেকে রাখো। আর তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দাও (বুখারি-মুসলিম)। আমাদেরকে ভাল বাবা-মা হতে হবে। একবার হযরত উমরের কাছে একজন বাবা এসে বিচার দেয় হে আমিরুল মুমিনিন আমার ছেলে কথা শোনেনা; বেয়াদবি করে। উমর (রা) সন্তানকে ডেকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে ছেলে জবাবে বলে হে আমিরুল মুমিনীন সকল দায়িত্ব কী শুধু আমাদেরই? বাবা-মার কী কোন দায়িত্ব নেই? উমর বললেন অবশ্যই আছে। বাবার তিনটি দায়িত্ব রয়েছে: ১. সন্তানের জন্য ভাল মায়ের ব্যবস্থা করা ২. সন্তানের ভাল নাম রাখা ৩. সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিবে। তারপর সন্তান বলে আমার বাবা এই তিনটার কোনটাই করেনি। বিবাহ করেছে এক নিগ্রো নারীকে যিনি অগ্নি উপাসক এর দাস ছিলেন। আবার নাম রেখেছে খুনফাসা অর্থাৎ গোবরের পোকা। আর কুরআনের একটি অক্ষরও আমাকে শিক্ষা দেন নাই। তারপর উমর বলেন সন্তানের প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন করোনি; আর এসোছো তার বিরুদ্ধে বিচার নিয়ে।

৩২.তত্ত্বাবধান ও মোটিভেশান:

পিতা মাতা ছেলে সন্তানকে পড়াশুনার ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা দিতে পারেন এবং নানাভাবে তত্বাবধান করতে পারেন। মাঝে মধ্যে ছেলে-মেয়েকে ডেকে পড়াশুনার খোঁজ খবর নিতে পারেন এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল কিছু সরিয়ে রাখতে পারেন। যেমন পিতা-মাতা যদি ঘরে বসে টিভি বা সার্বক্ষণিক মোবাইল দেখেন ছেলে মেয়েরাও টিভি দেখা বা মোবাইল এ গেইম খেলার জন্য পাগল হয়ে যায়। তাই পিতা মাতাকে এমন কিছু করা উচিত নয় যার কারণে সন্তানের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয় কিংবা তাদেরকে দেখে খারাপ কিছু শিখে। অভিভাবকগন জোর করে কিছু শেখানোর পরিবর্তে শেখার আগ্রহ সৃষ্টি এবং চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করতে পারেন। একাডেমিক জ্ঞান অর্জন এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য সহজ ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসুল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন:

علموا ولاتعنفوا فان المعلم خير من المعنف

"ইলম শিক্ষা দাও, কঠোরতা করো না, কেননা শিক্ষক কঠোরতাকারীর চাইতে উত্তম (বায়হাকী)। অতএব, ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াশুনার জন্য বেশী চাপ দেয়া ঠিক নয়। সন্তানকে স্বতস্ফুর্ত মেধার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা কর। ইউরোপে স্কুল ছুটি হলে শিশু কান্না করে। আর অনেক মুসলিম দেশে স্কুল ছুটি হলে আনন্দ লাভ করে; তারা স্কুলে যেতে কান্না করে।

৩৩.ভাল প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক চয়েস ও এগ্রিমেন্ট করা:

ভাল সেলাইয়ের মেশিন ও দক্ষ কারিগর না হলে ভাল কাপড়ও নষ্ট হতে পারে। তেমনি ভাল প্রতিষ্ঠান ও ভাল শিক্ষক না হলে অনেক মেধাবী ছাত্রের মেধা কাজে লাগে না। অভিভাবক হিসেবে পিতা-মাতাকে আপন সন্তানের জন্য ভাল শিক্ষকক নির্বাচন করতে হবে। যেসব শিক্ষকক ঘরে গিয়ে পড়ান তাদের পুলিশ চেক আছে কিনা তার খবর নিতে হবে এবং শিক্ষককদের সাথে লিখিত এগ্রিমেন্ট করে নিতে হবে। সন্তানকে নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পর উপস্থিত হয়েছে কি না মাঝে মধ্যে তা তদারক করা এবং শিক্ষকের সাথে অগ্রগতি নিয়ে কথা বলা দরকার। বিশেষত যে সব ছাত্র-ছাত্রী বাসা থেকে একা পড়তে যায় তাদের খোঁজ খবর বেশী

রাখা দরকার ।

৩৪. পারিবারিক রুটিন করা:

পিতা মাতা ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার সাথে সংগতি রেখে পারিবারিক কাজ, কোথাও বেড়াতে যাওয়া প্রভৃতির রুটিন করতে পারেন। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সময় দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিৎ নয়। অনেক পরিবারের অভিবাকরা তাদের ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা, খাওয়া, গোসল, ঘুমানো ও আনন্দ-উপভোগের সময়সূচী তৈরী করে রাখেন। এরফলে ছোট বেলা থেকেই তারা পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গুছানো জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

৩৫.ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ ও ভাল বন্ধু যোগাড় করতে সহযোগিতা করা:

ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্পর্শে অনেক খারাপ ছাত্র-ছাত্রী ভাল হয়ে যায়। আবার খারাপ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মেলা মেশা করে অনেক ভাল ছাত্র-ছাত্রীও খারাপ হয়ে যায়। তাই পিতা মাতার দায়িত্ব হচ্ছে ছেলে সন্তানের সাথে ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের যোগাযোগ সৃষ্টি করা এবং ভাল বন্ধু যোগাড় করে দেওয়া। কেননা মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এই প্রসংগে একটি হাদিস উল্লেখ করছি:

عن ابي موسي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সৎ সংঙ্গী ও অসৎ সংঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে মূশক আম্বরের বাহক এবং কামারের উত্তাপক যন্ত্রের ন্যায়। মূশক আম্বরের বাহক হয়তো তোমাদের কিছু দিবে অথবা তোমরা তার থেকে খরিদ করবে অথবা অন্তত তোমরা তার থেকে সুঘ্রান পাবে। কিন্তু কামারের উত্তাপক যন্ত্র হয়তো তোমাদের কাপড় জ্বালিয়ে দেবে নয়তো নোংরা গন্ধে মেজাজ খারাপ করে দিবে (বুখারি ও মুসলিম)। অনেক মানুষ ভাল বন্ধুর সংশ্রবে এসে ভাল হয়ে যায়। আর অনেকেই খারাপ বন্ধুর সংশ্রবে এসে মদ, জুয়া খেলে সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়।

৩৬.ইতিবাচক মনোভাব পোষণ:

সন্তানের সামনে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উচিত। নেতিবাচক সমালোচনা করলে তারা পড়াশুনার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অপরদিকে তাদের দোষ-ত্রুটি অন্যদের সামনে বলা ঠিক নয়। আর যেসব দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা ওয়ান টু ওয়ান সেশানের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে। কখনও কখনও দেখা যায় ছাত্ররা পরামর্শ দেয়। তাদের পরামর্শ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করা উচিত। একথা মনে করা ঠিক নয় যে ছাত্ররা কি বুঝে তারা আবার কিসের পরামর্শ দিবে?।

৩৭. সুন্দর সুন্দর গল্প শোনানো:

সন্তানদেরকে আম্বিয়া, সাহাবাসহ যশস্বী ব্যক্তিদের জীবনী শুনানো জরুরী। ছোট ছেলে মেয়েরা গল্প শুনতে ভালবাসে। তাদের সামনে নবি-রাসুলদের জীবনী, সাহাবাদের জীবনীসহ বিভিন্ন মনীষীর জীবনী শুনানো যেতে পারে। এর ফলে তারা নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা পায় এবং পড়াশুনার প্রতি মোটিভেটেড হয়। এছাড়াও মাঝে মধ্যে যশস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রন করে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান, সংবর্ধনা সভা, আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়াও সন্তানদেরকে মুসলমানদের গৌরবোজ্জল ইতিহাস শোনাতে হবে। মুসলমানরা এক সময় জ্ঞান বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছে। স্পেনে ও ভারতবর্ষে শতাব্দীকাল ধরে মুসলিম শাসন ছিল যদিও মুসলমানেরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। আজকে যে প্রচারণা করা হয় ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে এটা যে মিথ্যা তা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৩৮.ভাল কাজের প্রশংসা ও টার্গেট পুরণ হলে পুরস্কার দান:

নির্দিষ্ট টার্গেট বাস্তবায়ন করতে পারলে কিংবা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে বা বই পড়লে কিংবা কোন ভাল কাজ করলে তাকে পুরুস্কৃত করা দরকার। আমার মনে পড়ে আমি যখন ছোট ছিলাম আমার আব্বা আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করার নির্দিষ্ট টার্গেট দেন। আমি তা পুরণ করার পর আমাকে তিনি একটি ঘড়ি কিনে দেন। পুরস্কারের জন্য সব সময় অর্থ খরচ করতে হয় না। অনুপ্রেরণাদায়ক সুন্দর একটি মন্তব্য একজন ছেলের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। পিতা-মাতাকে সন্তানের দোষগুলো এড়িয়ে গিয়ে অর্জনগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। তবে সুকৌশলে তার দোষগুলো ধরিয়ে দয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিতে হবে।

৩৯.প্রতিটি সন্তানের জন্য পৃথক পরিকল্পনা করা এবং ভাই-বোনদের মাঝে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখতে তদারকী করা:

পারিবারিক বৈঠক বা পারিবারিক সার্কেলে উক্ত টার্গেট আলোচনা করা যেতে পারে। সকল সন্তান যেন একসাথে মিলে মিশে কাজ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪০. অতীতের কোন ব্যর্থতার জন্য জন্য হতাশা নয় বরং সামনের দিকে ফোকাস করতে উপদেশ দেওয়া: কিন্তু

অনেক সময় দেখা যায় রেজাল্ট একটু খারাপ হলে এত বেশী গাল মন্দ করা হয় অনেক ছেলে-মেয়ে তা সহ্য করতে পাওে না। যার ফলে আত্মহত্যা করার মত ঘটনাও ঘটে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সকলই মেধাবী; কিন্তু সকলের মেধা সমান নয় বা একই ফিল্ডে নয়। কেউ পড়াশুনায় ভাল আর কেউ টেননিক্যাল কাজ বা সামাজিক অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ। কেউ ভাল লেখতে পারে আবার কেউ ভাল গাইতে পারে। কেউ ভাল ফুটবল খেলে আর কেউ ভাল ক্রিকেট খেলে। তাই শুধুমাত্র একাডেমিক পরীক্ষার রেজাল্ট এর সাথে সন্তানের মেধা কম বা বেশী নির্ধারণ করা ঠিক নয়। আল্লাহর রাসুল এর হাদিস অনুযায়ী সকল বনী আদমই স্বর্ন বা রুপার খনিজ সম্পদ এর মত। এর অর্থ হচ্ছে সকলই মেধাবী কিন্তু সকলের মেধা সমান নয়। যেমনিভাবে স্বর্ন বা রুপার খনির মাঝে তারতম্য আছে অনুরুপভাবে মানুষের মেধার মাঝে তারতম্য আছে।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক
ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন

MCA Regional Conferences:

Education and Training Center

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এম সি এর উদ্যোগে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর ২০২২ মাসে সারাদেশে রিজিনাল কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এম সি এর এডুকেশন এবং ট্রেনিং সেন্টারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সকলের কাছে তুলে ধরেন। সম্মেলন গুলোতে ব্যাপক অংশগ্রহণ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

REGIONAL CONFERENCE 2022
SUNDAY, 20TH NOVEMBER | 11:30AM
GUEST SPEAKERS
20 NOV
Shaikh Musleh Farad
Dilowar Hussain Khan
Organised by:
Present
Past
Moses
Jesus
Muhamma
(Peace be upon them)
...3 Men : 1 Mis
Muhammad
Moses
Abrahim
We believe
TAKE A FREE QUR'AN

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
Regional Conference 2022
Guests
Sheikh Musleh Faradhi
Central President, Muslim Community Association
Hamid Hossain Azad
General Secretary, Muslim Community Association
Muhammad Habibur Rahman
Ex-central President, Muslim Community Association
Atiqur Rahman Zilu
Ex-central President, Muslim Community Association
14 Monday November 2022
Time: 10.00 AM
Venue:
Sparkbrook Islamic Centre
179-187 Anderton Rd
Sparkbrook,
Birmingham B11 1ND
Presided by
Syed Jamirul Islam
President, West Midlands Muslim Society
West Midlands Muslim Society

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
REGIONAL CONFERENCE 2022
Guest speakers:
MKA Community Centre,
139 Evington Road, Leicester, LE2 1QJ
Monday 14th November 2022
4.30pm - 8.30pm
Organised by East Midlands region
Contact: 07792 780232
Moulana Musleh Faradhi
MCA Central President
Barrister Hamid Hossain Azad
General Secretary of MCA
Habibur Rahman
President of English Wing of MCA

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
REGIONAL CONFERENCE 2022
Guest Speakers:
Musleh Faradhi
MCA Central President
Barrister
Hamid Hossain Azad
General Secretary, MCA
Habibur Rahman
President Of English Wing , MCA
Date
Sunday 13th November 2022
Time
10am to 1pm
Venue
London Muslim Centre
82 – 92 Whitechapel Road
London E1 1JQ
Brothers Ground floor
Sisters 1st Floor
Organised by
LONDON NORTH WEST REGION
Contact: Saleh Ahmed 07958 653 714 Koyes Ahmed 07846 930 172

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
Regional Conference 2022
Guests:
Shaikh Musleh Faradhi
Central President of MCA
Hamid Hossain Azad
General Secretary of MCA
Venue:
Queens House Centre
38 Queens Road
Bradford
BD8 7BS
Monday, 21st November, 2022
Time: 10:30am
Atiqur Rahman Zilu
New area Dawah work Coordinator of MCA
Dilowar Hussain Khan
Secretary Of English Wing of MCA
Yorkshire & the Humber Region

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
REGIONAL CONFERENCE 2022
DATE & TIME
Sunday
4th December
10:00 am
VENUE
Mayfair Venue
1078-1082 High Rd
RM6 4BD
SPEAKERS
Musleh Faradhi
Central President
Hamid Hossain Azad
General Secretary
Habibur Rahman
Former Central President
PRESIDED OVER BY
Raju Mohammed Shibly
Region President
contact
A H M Raihan
07508 988 064
MCA, London East Region

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
MCA Regional Conferance 2022
কর্মী সম্মেলন ২০২২
Date: Sunday, 27th November
Time: 11:00am to 2:30pm
Venue: Oldham Muslim Centre - OMC
Guests:
Musleh Faradi, Central President, MCA
Habibur Rahman, Former President, MCA
Barrister Hamid Hussain Azad, General Secretary, MCA
Ayub Khan, MCA Central
Atiqur Rahman Jilu, MCA Central
Syed Jamirul Islam Babu, MCA
Organised by Northwest Region
এই সম্মেলনে সর্বস্তরের কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাংখীগণ আমন্ত্রিত
Contact Details:
Dr Dilder Chowdhury: 0787 942 2647, Dr Munir Hussain: 0787 785 8378
Sister contact Dr Shireen Sobhani: 0772 764 9764

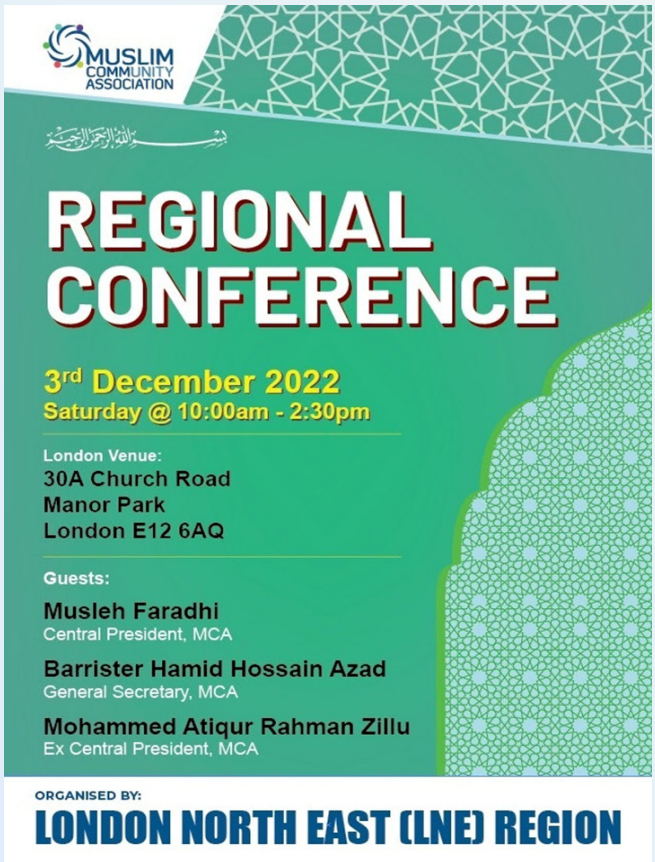
MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
REGIONAL CONFERENCE
3rd December 2022
Saturday @ 10:00am - 2:30pm
London Venue:
30A Church Road
Manor Park
London E12 6AQ
Guests:
Musleh Faradhi
Central President, MCA
Barrister Hamid Hossain Azad
General Secretary, MCA
Mohammed Atiqur Rahman Zillu
Ex Central President, MCA
ORGANISED BY:
LONDON NORTH EAST (LNE) REGION

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
REGIONAL CONFERENCE 2022
GUESTS
Sheikh Musleh Faradhi
Central President, MCA
Hamid Hossain Azad
General Secretary, MCA
Dilowar Hussain Khan
Ex-central President, MCA
Atiqur Rahman Zilu
Ex Central President, MCA
Nurul Matin Chowdhury
Deputy General Secretary, MCA
Saturday
26th November
2022
Time: 10am
Venue:
LMC
1st Floor
82-92 Whitechapel Rd,
London
E1 1JQ
Presided by
Imdadullah Mahbub
President, London South West Region
LONDON SOUTH WEST REGION

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

MCA East of England presents

ACTIVIST'S CONFERENCE'22
কর্মী সম্মেলন ২০২২

GUESTS SPEAKERS
MUSLEH FARADHI
MCA central president

HABIBUR RAHMAN
Ex central president MCA

MOULANA NURUL MATIN CHOWDHURY
Deputy General Secretary MCA

SUNDAY 23RD OCTOBER

10.30AM TO 2.30PM

HOCKWELL RING MASJID, 13-17 BARLEY LANE, LUTON LU4 9HT

Islamophobia awareness month November ‘22

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন (এম সিএ) ইসলাম ও ফোবিয়া এওয়ারনেস মাস নভেম্বরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কেন্দ্রীয় স্টুর এবং অ্দল ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে একটি কর্মশালা যেখানে বিভিন্ন কমিউনিটি এবং একাডেমিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

Respectable mains
Catholic magazine

WHAT TO DO IF YOU FACE ISLAMOPHOBIA?

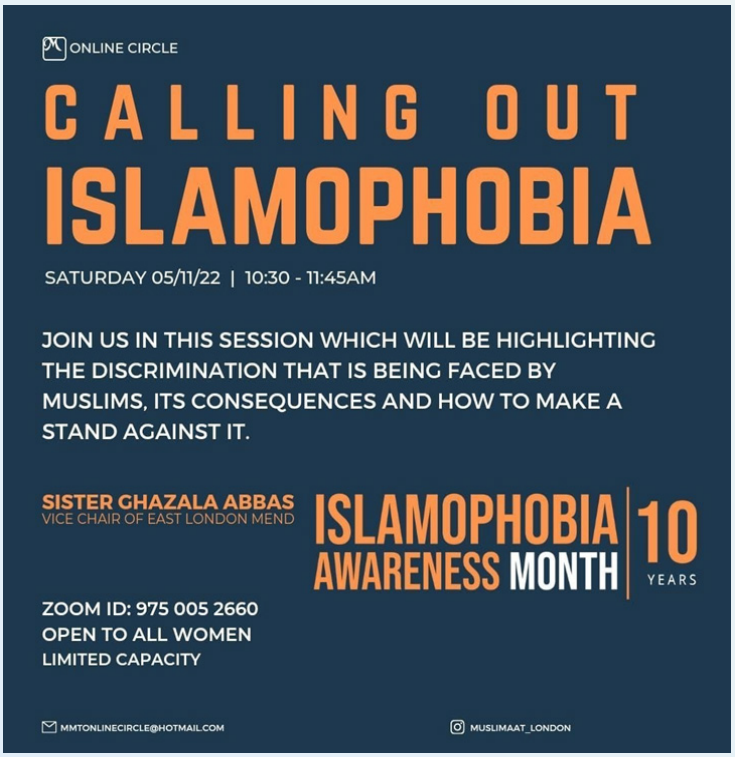
ONLINE CIRCLE
CALLING OUT
ISLAMOPHOBIA
SATURDAY 05/11/22 | 10:30 - 11:45AM
JOIN US IN THIS SESSION WHICH WILL BE HIGHLIGHTING THE DISCRIMINATION THAT IS BEING FACED BY MUSLIMS, ITS CONSEQUENCES AND HOW TO MAKE A STAND AGAINST IT.
SISTER GHAZALA ABBAS
VICE CHAIR OF EAST LONDON MEND
ISLAMOPHOBIA AWARENESS MONTH
10 YEARS
ZOOM ID: 975 005 2660
OPEN TO ALL WOMEN
LIMITED CAPACITY
MMTONLINECIRCLE@HOTMAIL.COM
MUSLIMAAT_LONDON

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
ISLAMAPHOBIA
SUNDAY 4TH DECEMBER '22
DON'T PANIC
I'M ISLAMIC
CONFERENCE TIME: 10:30AM - 1PM
GUEST SPEAKERS
Shaykh Mufti Saiful Islam (founder and principle of JKN institute Bradford): "Being confident in our Islamic identity."
Aman Ali (head of community engagement and development at MEND): "Islamaphobia causes and cures."
HRM
13-17 Barley Lane
Luton LU3 9HT

MCB 25th year's anniversary dinner:

এম সি বি র ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এম সি এর নেতৃবৃন্দ।

এমসিএ নেতৃবৃন্দ উইগোর কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

এম সিএর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পুরস্কার বিতরণী । অক্টোবর ২০২২।

New cohort of
young men's group
starts in November
Representation needed
from all MCA regions!

পিতা এবং পুত্রচ (father and son) সমাবেশ

লন্ডন ইস্ট রিজিওন এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ।

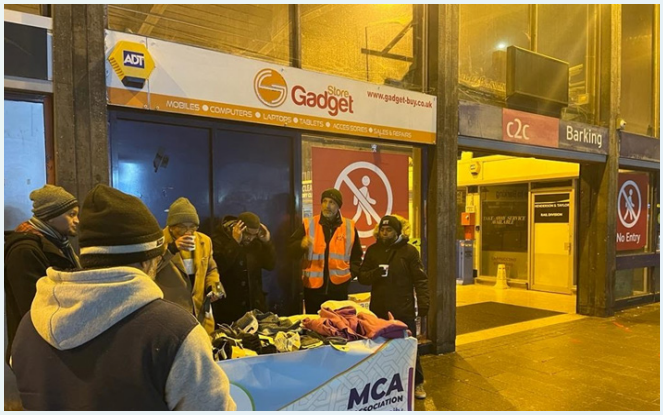

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন, ইস্ট লন্ডন রিজিওন এর উদ্যোগে স্পেশাল ওলামা তারবিয়া প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। রিজিওন সভাপতি রাজু মোহাম্মদ শিবলীর সভাপতিত্বে উক্ত প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব এফ কে এম শাহজাহান।

ইয়াং মুসলিম এসোসিয়েশন অব পর্তুগাল কতৃক লিসবনের লিকা ল্যাংগুয়েজ স্কুলে সিরাতুন্নবী সাঃ উপলক্ষে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশনে পরিচালক আরিফ বিন জাহিদ এর পরিচালনা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঈজঈওচঞ সভাপতি জনাব আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ।

বার্সেলোনা মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ২০২২ সেশনের শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

বার্সেলোনা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও মাদ্‌রাসা এর উদ্যোগে বাচ্চাদের নিয়ে হামদ,নাত,ক্বিরাত ও বক্তব্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

পর্তুগালের মুসলিম কমিউনিটির সুপরিচিত সংগঠন CRCIPT র উদ্যোগে দাওয়াহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ র পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এম সি এর সভাপতি মুহতারাম মুসলেহ ফারাদি ও সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম হামিদ হোসাইন আজাদ আরো উপস্থিত ছিলেন :মুহতারাম এডিএম ইউনুস প্রমুখ।

পর্তুগাল সংগঠন CRCIPT এর বার্ষিক শিক্ষা সেমিনার ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়. সংগঠনের সেক্রেটারী মোস্তাফিজুর রহমান এর পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্মানিত ইমাম মুহতারাম আবুল হোসেন খান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম সুলতান আহমদ ও ব্যারিস্টার মাহবুব আলম সালেহী।

সাইপ্রাস এর বিভিন্ন জোনের উদ্যোগে দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সাইপ্রাস এর লিমাসল জোনের উদ্যোগে দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামি ফোরাম মধ্য ইতালির বিভিন্ন জোনের শিক্ষা বৈঠক-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়।

মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ড এর উদ্যোগে ইসলামিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়।

মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ড এর উদ্যোগে দাওয়াতি ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়।

মুসলিম ফোরাম ফিনল্যান্ড এর উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প এবং বার্ষিক পিকনিক এর আয়োজন করা হয়।

Austria Bangladesh Cultural and Social Forum
Picture of Major Event-2022

Barister Hamid Hossain Azad, speaking a teaching camp in Vienna, Austria

Barister Nazrul Islam, Speaking at a Well wisher gathering in Vienna, Austria

Sirat Mahfil 2022

Sirat Mahfil 2022

Sirat Quiz competition winners

Islamic Book stall

JMC Summer Camp 2022

Annual VIP Iftar Mahfil 2022

Annual VIP Iftar Mahfil 2022

Annual Picnic in Hungary

Annual Picnic in Hungary

আলোরপথ